পতিপ্রাণা

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

আশ্বিন, ১৩[illegible]

মূল্য —১৲ এক টাকা।

প্রকাশক
শ্রীআশুতোষ দাশগুপ্ত মহলানবীশ
বিজনবাসিনী পুস্তকালয়
২১৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কলিকাতা ৩৯।১ শিবনারাণ দাসের লেন্
"কাত্যায়নী প্রেসে"
শ্রীঅমৃতলাল সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

দীনজন প্রতিপালিকা, প্রজাবৎসলা, দানকল্পলতা, দারিদ্র্য-দুঃখহারিণী শ্রীযুক্তেশ্বরী রাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী —

মহোদয়া শ্রীচরণাম্বুজেষু :

দেবি !

মানবীরূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়া আপনি দয়া, দান, মমতা, প্রজাপালন প্রভৃতি সদ্‌গুণের আদর্শ স্থানীয়া হইয়াছেন। আপনার দানগুণে দরিদ্রতা সভয়ে আপনার রাজ্য সীমা অতিক্রম করিয়া দূরে পলায়ন করিয়াছে। সুদূর হাওড়া সহরেও কালেজ স্থাপনের জন্য আপনি সম্প্রতি চত্বারিংশত সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। আপনার দানের ইয়ত্তা নাই। পবিত্র পাতিব্রত্যরূপিণী জননি ! মনোবাঞ্ছাপূর্ণ হইবার জন্য মানব যেমন মহাশক্তি দশভুজার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে, তদ্রূপ আকিঞ্চন আমি অন্নপূর্ণারূপিণী আপনার শ্রীচরণকমলে আমার আদরের "পতিপ্রাণা" ভক্তি-নম্র-মস্তকে অর্পণ করিলাম। দীন সন্তান যেন অনন্তশক্তিশালিনী, স্নেহময়ী জননীর করুণা লাভে কৃতার্থ হয়।

একান্ত প্রণত —

শ্রী বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য।

পতিপ্রাণা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বিলাসপুর নামক একটী গণ্ডগ্রামে হরকান্ত চট্টোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার সংসারে স্ত্রী ও একটিমাত্র কন্যা। কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমীর আয় হইতে ব্রাহ্মণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাহার জপ-আহ্নিকে অতিবাহিত হয়। হরকান্ত অত্যন্ত উদারহৃদয় ও ধার্ম্মিক, তাহার কন্যা গৌরীও পিতার অনুরূপা। গৌরী প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়া সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে শিবপূজা করে, মাতা রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যাপৃতা থাকেন। মধ্যাহ্নকালে সকলে আহারাদি করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর গৌরী রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করে, পিতা মাতা তাহার পাঠ শ্রবণ করেন, পিতা মধ্যে মধ্যে কন্যাকে দুর্ব্বোধ্য অংশ বুঝাইয়া দেন।" সন্ধ্যাকালে গৌরী ও তাহার মাতা রন্ধনাদি সম্পন্ন করিলে, আহারাদি

সমাপনান্তে হরকান্ত নানাপ্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মনোহর গল্প বলিয়া স্ত্রী ও কন্যার মনোরঞ্জন করেন। এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে তাহাদের দিন অতিবাহিত হয়। প্রতিবেশিগণের কোনও কথাতেই তাঁহারা থাকেন না; তবে কেহ বিপদে পতিত হইলে প্রাণপণে তাহাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন, কাঁহারও কোনও প্রকার অপকার হয় তাঁহারা এরূপ কোনও কার্য্য কখনও করেন না।

ব্রাহ্মণের সংসারে গৌরীই একমাত্র অবলম্বন; সেই জন্য ব্রাহ্মণ গৌরীকে যতদিন পারেন অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়াছেন: কিন্তু, গৌরী ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, যৌবন-লক্ষণ দেহে ফুটিয়া উঠিতেছে, গৌরীকে আর অবিবাহিত রাখিতে পারা যায় না। হরকান্ত সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন যে তিনি নিঃস্ব হইলেও তাহার রূপবতী ও গুণবতী কন্যার পাত্রের অভাব হইবে না; কিন্তু, পাত্র অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। যেখানেই যান সেই খানেই পাত্রের পিতা কি কি অলঙ্কার ও কত নগদ টাকা দিবেন জিজ্ঞাসা করে। ব্রাহ্মণ মহাবিপদে পড়িলেন; তাঁহার সম্বল কয়েক বিঘা জমী মাত্র। এই জমী কয় বিঘা বিক্রয় করিয়া কন্যার বিবাহ দিলে তাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে কি উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন এই চিন্তায় ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; অবশেষে পাত্রানুসন্ধানে বিফলমনোরথ হইয়া একদিন ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, "তোমার ইচ্ছা ধনবানের পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান কর; কিন্তু, আজকাল লোকে অর্থ চাহে; তাহার উপর যদি কন্যার রূপগুণ থাকে ভালই। কেবল রূপগুণ থাকিলেই ধনবানের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ হয় না।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বলিলেন, "দেখ, আজ গঙ্গারঘাটে স্নান করিতে যাইয়া শুনিলাম যে রুদ্রপুরের জমীদার ত্রিলোচন বন্দোপাধ্যায় তাঁহার একমাত্র পুত্রের জন্য একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা সুরূপা কন্যা অনুসন্ধান করিতেছেন। তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা পাইলে তিনি অর্থের আকাঙ্ক্ষা করেন না। তুমি একবার ত্রিলোচন বাবুর বাটীতে যাও; আমার বিশ্বাস, তিনি আমার গৌরীকে একবার দেখিলে কিছুতেই অন্য কন্যা পছন্দ করিতে পারিবেন না।"

ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া হরকান্ত আশান্বিত হইলেন, এবং পরদিন প্রাতঃকালে স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া রুদ্রপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুদ্রপুর বিলাসপুর হইতে প্রায় একক্রোশ দূরবর্ত্তী। তিনি জমীদারভবনে উপস্থিত হইয়া ত্রিলোচন বাবুর সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইলেন। জমীদারের কর্ম্মচারিগণ তাঁহার আকৃতি ও পরিচ্ছদ দেখিয়া স্থির করিয়াছিল যে ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কিছু অর্থ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে, কারণ তাঁহার শিরোদেশে একগুচ্ছ শিখা, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, গায়ে মোটা সাদা চাদর, ও পায়ে চটিজুতা। তাহারা ব্রাহ্মণের কথার প্রথমে কোনও উত্তরই করিল না।

ব্রাহ্মণ যখন বলিলেন যে তিনি বাবুর পুত্রের সহিত নিজ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন, তখন তাহারা বিদ্রূপস্বরে কহিল, "এরূপ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার সহিত বাবুর পুত্রের বিবাহ হইবে! আপনার আশা অত্যন্ত উচ্চ দেখিতেছি! কত জজ, উকিল, ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবুর পুত্রের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য লালায়িত, আপনি কি সাহসে এখানে কন্যার বিবাহ স্থির করিতে আসিয়াছেন! আপনার বিষয়বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প।"

ব্রাহ্মণ--তোমাদের সহিত বৃথা তর্ক বিতর্ক করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। দয়া করিয়া বাবুকে একবার সংবাদ দিলেই বিশেষ বাধিত হই।"

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া একজন কর্ম্মচারী বলিল, "মহাশয়, তিনি এখন উপরের বৈঠকখানায় বন্ধুবর্গের সহিত আলাপ করিতেছেন, আমরা এক্ষণে তাঁহার নিকট যাইতে পারিবনা; আপনি যদি পারেন, এই সিঁড়ি ধরিয়া উপরে চলিয়া যান।"

ব্রাহ্মণ আর কালবিলম্ব না করিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন, এবং বাবুকে নমস্কার করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। ভট্টাচার্য্য-ব্রাহ্মণের বেশ-ধারী এক ব্যক্তিকে দেখিয়া ত্রিলোচন বাবু প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহাকে প্রথম কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বলিতে লাগি-লেন, "মহাশয়, বিলাসপুর গ্রামে আমার নিবাস; আমার নাম হরকান্ত বন্দোপাধ্যায়, আমার একটী সুন্দরী কন্যা আছে; আপনি যদি দয়া করিয়া আমার কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দেন তাহা হইলে বিশেষ কৃতার্থ হই। লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি যে আপনি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মনোমত সুন্দরী কন্যা পান নাই, এবং সুন্দরী কন্যা পাইলে অর্থেরও আকাঙ্ক্ষা করেন না; সেই জন্য দরিদ্র হইয়াও আপনার নিকট এই প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি। এখন আমার প্রার্থনা, আপনি একবার আমার কুটীরে পদার্পণ করিয়া কন্যাটীকে দর্শন করেন এবং আমাকে এই বিষম কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন।" ব্রাহ্মণের বাক্য শেষ হইলে জমীদার বাবুর এক বন্ধু বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে দেখিয়া

অতি দরিদ্র বলিয়া বোধ হইতেছে, সম্ভ্রান্তবংশীয়া কন্যা ভিন্ন দরিদ্রের কন্যার সহিত কিরূপে জমীদার-পুত্রের বিবাহ হইতে পারে? হইতে পারে, আপনার কন্যা সুন্দরী; কিন্তু, আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে যে আপনার কন্যা আধুনিক সভ্যতা বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।" বন্ধুর বাক্য শেষ হইতে না হইতেই ত্রিলোচন বাবু একটু উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সুন্দরী কন্যা পাইলে টাকা কাড়ি কিছু না লইয়া পুত্রের বিবাহ দিব, এই কথা শুনিয়া অতি দরিদ্র ইতর ব্রাহ্মণগণও আসিয়া আমার পুত্রের সহিত নিজ নিজ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য আমাকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। আমি না হয় নগদ টাকাই না লইলাম, কিন্তু তাহাকেত সালঙ্কারা কন্যা দান করিতে হইবে, এবং যে কন্যা আমার পুত্রবধূ হইবে তাহাকেত আর এক যোড়া শঙ্খ ও একটী নথ দিলেই চলিবে না; আমার অবস্থানুরূপ অলঙ্কার আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বরাভরণ, সোণারূপার দান-সামগ্রী এবং বরানুগমনকারী সহস্রাধিক লোককে খাওয়ান দাওয়ান, এ কি একজন দরিদ্রলোকের কার্য্য? পুত্রের বিবাহে নিজে কিছু চাহিব না বটে, কিন্তু এরূপ লোকের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে, যে বুঝিয়া শুনিয়া আমার অবস্থার উপযুক্ত কিম্বা তদতিরিক্ত যৌতুক দান করিতে পারে; ইহাই আধুনিক সভ্যতা। দোকানদারের মত দরদস্তুর করিতে ভালবাসি না। আর এরূপ কুসংস্কারাচ্ছন্ন অমার্জ্জিত হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার আমার আদৌ মত নাই। আমি নিজে এক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া আজীবন জ্বলিয়া মরিতেছি। জপ, আহ্নিক, বার-ব্রততেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় কাটিয়া যায়; আর যে সময়টুকু বাকি থাকে, সেই সময়টুকুও

রাঁধুনীদের কার্য্য পরিদর্শন, অতিথি-অভ্যাগতের যথোচিত সমাদর হইল কিনা, গাভিগণ প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পাইতেছে কিনা, বাটীর চাকর চাকরাণী সকলের আহার হইল কিনা এই সকল তত্ত্বাবধান করিয়া অবশেষে তিনি আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন, আসিয়া কুসংস্কার বশতঃ গললগ্নী-কৃতবাসে একটী প্রণাম করেন এবং পাদোদক পান করিয়া বেলা ৪টার সময় আহার করিতে যান। আমি তাঁহাকে এত উপদেশ দেই, এত বলি যে চাকর চাকরাণী রাঁধুনী সবই আছে, তুমি ও-সব কাজ না দেখিয়া একটু আধটু কাজ করিয়াই সুখে-স্বচ্ছন্দে সময় কাটাও; এত সুরুচিপূর্ণ বিলাতী মহিলাগণের উদাহরণ দিই, কিছুতেই কিছু হয় না; —অঙ্গার শতবার ধৌত হইলেও কৃষ্ণ বর্ণই থাকে। সেই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণের বাটীতে বাল্যকালে যাহা শিখিয়াছে, শত চেষ্টাতেও তাহা আমি ভুলাইতে পারিলাম না। দেখিয়া শুনিয়া আমি স্থির করিয়াছি, প্রতীচ্য মহিলাদিগের ন্যায় সুমার্জ্জিত-আচার-ব্যবহার-সম্পন্ন হিন্দু ব্রাহ্মণের সুশিক্ষিতা কন্যা ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমি পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিব না।

ব্রাহ্মণ ত্রিলোচন বাবুর এই সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বীতশ্রদ্ধ হইলেন; কিন্তু কি করেন? ভদ্রতার খাতিরে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার ইচ্ছার ন্যায় সম্পূর্ণ অসম্ভব হইলেও আমার প্রার্থনা যে আপনি দয়া করিয়া আমার কন্যাটিকে একবার দেখিয়া আসুন। আমার কন্যাকে দেখিলে আপনি তাহাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।"

ব্রাহ্মণ ত্রিলোচন বাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া

অপ্রসন্ন মনে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে গৃহে পৌঁছিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণীর আশা, কন্যাকে কোনও ধনবানের পুত্রবধূ করেন; কিন্তু, স্বামির মুখে ত্রিলোচন বাবুর এই সমস্ত কথা শুনিয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। তাহার এই হতাশভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি অত দুঃখিত হইতেছ কেন? জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ মনুষ্যের করায়ত্ত নহে; বিধাতার যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বিবাহ হইবে; সুখ দুঃখ কন্যার অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। কন্যার ভাগ্য যদি মন্দ হয়, তবে রাজ্যেশ্বর রাজার সহিত বিবাহ হইলেও সে অশেষ দুঃখ ভোগিনী কাঙ্গালিনী হইতে পারে; আর অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে অতি নির্ধনের ভার্য্যা হইয়াও সুকৃতিফলে বহুসুখভোগ করিতে সমর্থা হয়। আমাদের উৎকণ্ঠা ও চেষ্টা বৃথা। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা একান্ত মনে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানকে নিবেদন কর,—দয়াময় তিনি, —অনন্তশক্তিশালী তিনি, তোমার সকল বাসনা পূর্ণ করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক যুবক বিলাসপুর ও রুদ্রপুরের মধ্যবর্ত্তী হরিপুরের এক উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তিনি বিলাসপুরে এক বিধবা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহে থাকিতেন। তাঁহার জন্মস্থান বীরভূম। তাঁহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয় কুটুম্ব কেহই ছিল না। যুবক এই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীকেই মাতৃজ্ঞান করেন, বৃদ্ধাও তাঁহাকে নিজ পুত্রবৎ স্নেহ করেন। ব্রজেশ্বর অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ যুবক, তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, ভাগীরথীর পুণ্যসলিলে স্নান করিয়া, জপ-আহ্নিক সমাপন করিতেন, এবং উচ্চকণ্ঠে স্তবপাঠ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করেন। সেই সময়ে যুবকের সুদীর্ঘ সুগঠিত দেহ হইতে এক স্বর্গীয় জ্যোতিঃ বিস্ফুরিত হইত, তাঁহার সুন্দর বদন মণ্ডলে এক অলৌকিক দিব্যভাব ক্রীড়া করিত, তাঁহার পদ্মপলাশ লোচনদ্বয় হইতে এক অপূর্ব্ব সুস্নিগ্ধ তেজঃ নিঃসরিত হইত। তখন তাঁহার সেই দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিলে প্রেম-ভক্তিতে সকলের চিত্ত পূর্ণ হইয়া আসিত। গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিত। ব্রজেশ্বরও কায়মনোবাক্যে বালকগণকে সুশিক্ষাদানকার্য্যে ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণের দুঃখাপনোদনে দিবারাত্র চেষ্টা করিতেন। যখনই কেহ কোন বিপদে পড়িত তখনই ব্রজেশ্বর তাহাকে সাহায্য করিয়া বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইতেন।

অনাথা স্ত্রীলোক ও অসহায় নিঃস্ব ব্যক্তিগণের বিপদের সময় যখন কোন প্রতিবাসীই তাহাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইত না, তখন ব্রজেশ্বর একাকী তাহাদের দুঃখ দূরীকরণেচ্ছায় সিংহবিক্রমে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ধনী দরিদ্র, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, ভদ্র অভদ্র, উচ্চ নীচ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সকলেই তাহার নিকট সমান সাহায্য প্রাপ্ত হইত। ব্রজেশ্বর পরের উপকার করিতে পারিলেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেন, তাঁহার কোনও ভেদাভেদ জ্ঞান ছিল না, সকলের বিপদেই তাঁহার প্রাণ সমানভাবে কাঁদিয়া উঠিত। দেশমধ্যে ব্রজেশ্বরের কেহ শত্রু ছিল না, সকলেই ব্রজেশ্বরকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিত।

সকলের ন্যায়, ভবকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুন্দরী কন্যা গৌরীও ব্রজেশ্বরকে ভালবাসিত, তবে সে ভালবাসায় একটু নূতনত্ব ছিল। গৌরী মনে ভাবিত,- ব্রজেশ্বরের যেমন রূপ, তেমনই গুণ; তিনি যেমন ধার্ম্মিক, তেমনই পরোপকারী। বহু জন্মের সুকৃতিফলে নারী তাঁহার মতন স্বামীরত্ন লাভ করিতে পারে। মা আমাকে এক ধনী পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। লোকে ভাবে ধন থাকিলেই বুঝি তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়; কিন্তু, দুঃখ যে অধর্ম্মে, দুঃখ যে অনাচারে, তাহা তাহারা একবারও ভাবে না; তাহারা ভাবে ধনের অভাবেই দুঃখের উৎপত্তি হয়।' আমার এমন কি ভাগ্য যে আমি ব্রজেশ্বরের ন্যায় দেবতুল্য স্বামী লাভ করিব! আমি হিন্দু রমণী-কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইতেই হইবে, তাহা না হইলে আজীবন কুমারী থাকিয়া মনে মনে ব্রজেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিতাম। আমি অবলা হিন্দুকন্যা,—বিবাহ

পতিপ্রাণা

সম্বন্ধে আমার কোনও কথা কহিবার অধিকার নাই। আর কথা কহিয়াই বা লাভ কি? ভগবান আমার উপযুক্ত পতি নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। আমার জ্ঞান হওয়া অবধি ভূতনাথ পশুপতির আরাধনা করিয়া আসিতেছি, তিনি নিশ্চয়ই আমার মনোমত পতি মিলাইবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

ব্রাহ্মণ ভবকান্ত একরূপ হতাশ হইয়া ত্রিলোচন বাবুর বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিলে ত্রিলোচন বাবু একটু ঘৃণার হাসি হাসিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়া পত্নীকে বলিলেন,"দেখ,আজ এক ব্রাহ্মণ দেবেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিবার জন্য আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণের কি দুরাকাঙ্ক্ষা ! একজন সামান্য দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও আধুনিকসভ্যতাবিহীন ব্যক্তি হইয়াও আমার পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিতে আসিতে লোকটার লজ্জা বোধ হইল না। পুত্রের বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিব না শুনিয়া লোভপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল ; নিশ্চয়ই সে অতি নির্ব্বোধ, তাহার বুঝা উচিত যে, এমন লোকের কন্যার সহিত আমি পুত্রের বিবাহ দিব -যে অযাচিতভাবে আমার আশাতিরিক্ত সম্পদ দান করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিতে পারে ।ব্রাহ্মণ বলিল যে সে উচ্চকুলসমুদ্ভব এবং তাহার কন্যাও সুন্দরী ; কিন্তু, সে জানে না যে আজকাল ধনই কুল, ধনই মান, ধনই সব। ধনী ব্যক্তি মূর্খ হইলেও আধুনিক সমাজে বুদ্ধিমান বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। সুসভ্য ইউরোপীয় জাতিগণ দারিদ্র্যকে মহাপাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগে ইউরোপ আমাদের শিক্ষাদাতা ; তথাকার আচার ব্যবহার সর্ব্বথা আমাদের অনুকরণীয়। আমাদের দেশের মূঢ় ব্যক্তিগণ স্ত্রীলোকগণকে রন্ধনাদি দাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত রাখিয়া তাহাদের মানসিক

উন্নতি ধ্বংস করিতেছে। হিন্দু স্ত্রীলোকগণ যেন স্বামির ক্রীতদাসী স্বামী উঠিতে বলিলে উঠিতে হইবে, বসিতে বলিলে বসিতে হইবে, তাহাদের কিছুতেই স্বাধীনতা নাই। ইহাতে কি কখনও তাহাদের চিত্তবৃত্তির বিকাশ হইতে পারে? সেই জন্যইত আমাদের দেশ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে! আর বাল্যবিবাহ। আমি একেবারেই ইহার ঘোরতর বিরোধী একটি দশ এগার বৎসরের বালিকা,—তাহার আবার বিবাহের আবশ্যকতা কি? সে স্বামির মর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত। কি বল গৃহিণী, আমি যাহা বলিলাম ঠিক কি না।

ত্রিলোচন বাবুর পতিব্রতা পত্নী অতি বিনীতভাবে বলিল, "আপনি আমার ইষ্টদেব, আপনি আমার ভগবান, আপনি যাহা বলিবেন বা যাহা করিবেন তাহা অন্যায় হইলেও তাহাতে আমার প্রতিবাদ করা উচিত নহে। তবে যদি আপনি দয়া করিয়া অধিনীর কথায় কর্ণপাত করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমার অভিমত ব্যক্ত করিতে পারি।"

ত্রিলোচন বাবু স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলেন "দেখ, তোমাদের ইংরাজি লেখাপড়া জ্ঞান নাই; এতদ্ভিন্ন তুমি একজন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কন্যা;—তুমি আধুনিক সভ্যতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, স্বামীর সহিত কিরূপভাবে কথা কহিতে হয় তাহা তুমি অবগত নহ, কেবলই যোড়হাত, কেবলই প্রণাম; আমি কি সত্য সত্যই তোমার গুরু? আমি তোমার প্রেমের পাত্র; আমার সহিত জোর করিয়া কথা বার্ত্তা বলিবে—অমন প্যান্ প্যানানি কেন? বল, তোমার কি মত বল? আমি ও সব ভালবাসি না।"

ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী বলিলেন "দেখুন, আমি আপনার পত্নী, আমি আর আপনার বাক্যের কি প্রতিবাদ করিব? আমার বিবেচনায় প্রতিবাদ

কথাও অন্যায়। তবে একটি বাসনা আমার পূর্ণ করুন। আপনি আমার স্বামী, আপনি আমার ইচ্ছা পূর্ণ না করিলে আর কে করিবে? আমার অভিলাষ যে আপনি ব্রাহ্মণের কন্যাটিকে একবার দেখিয়া আসুন। যদি সুন্দরী ও সুলক্ষণা হয়, তবে তাহাকে দাসীরূপে গ্রহণ করিতেই বা দোষ কি? ব্রাহ্মণ দরিদ্র তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের ত যথেষ্ট অর্থ আছে, আর আমার মতে খুব বড় পাত্রীর সহিত পুত্রের বিবাহ দেওয়া উচিতও নয়। ছোট বউ ঘরে আনিয়া তাহাকে শিক্ষা দিয়া মনের মত করিয়া নেওয়া যাইতে পারে। আর আমি কিছু বলিতে চাহি না, আপনি দয়া করিয়া পাত্রীটিকে একবার দেখিবার ব্যবস্থা করুন, আর ব্রাহ্মণ যখন প্রথমে আপনার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তখন তাহার বাড়ীতেও একবার যাওয়া বোধ হয় সভ্যতা-বিরুদ্ধ নয়।

পত্নীর কথা শুনিয়া ত্রিলোচন বাবু বলিলেন, "দেখ, তোমার মতের সহিত আমার মত মিলে না, তথাপি মেয়েটিকে একবার দেখিতে যাওয়া যদি তোমার একান্তই ইচ্ছা, তবে দেবেনকেই পাঠাইয়া দেওয়া যাউক; যে বিবাহ করিবে তার দেখাই ভাল। সে দেখিয়া যদি পছন্দ করে, তাহা হইলে আমি নিজে যাইয়া অন্য সব বন্দোবস্ত করিব।" পুত্রকে কন্যা দেখিতে পাঠান ব্রাহ্মণীর ইচ্ছা বিরুদ্ধ হইলেও তিনি স্বামীর মতেই স্বীকৃতা হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পর দিন ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী তাহার এক দাসীকে বিলাসপুর পাঠাইয়া দিলেন। দাসী যথা-সময়ে ভবকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী উপস্থিত হইল, এবং ত্রিলোচন বাবুর পুত্র নিজেই তাহার কন্যাকে দেখিতে আসিবে এই কথা তাঁহাদিগকে জানাইল। ব্রাহ্মণী আনন্দে অধীর হইলেন, কারণ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বর যদি নিজে কন্যা দেখিতে আসে, তাহা হইলে তাহার নিশ্চয়ই মত হইবে।

দাসী। মা, আপনার মেয়েটি কোথায়? একবার ডাকুন না, দেখি। সেখানে গিয়ে ত কর্ত্তাবাবু ও গৃহিণী ঠাকুরুণকে বল্‌তে হবে। আমার উপরই তাঁদের সব নির্ভর। আমি যা বলবো তাই হ'বে। গিন্নী ত আর সংসারে কিছুই দেখেন না, কাজেই আমার সব দিক দেখতে হয়। চাকর বাকররা ঠিক ঠিক কায করছে কি না, বাজার থেকে দরকারী জিনিষপত্র আনা হ'লো কি না,- আমাকেই সব দেখতে হয়। কর্ত্তাবাবুর ও দাদা বাবুর পিঁপড়ের ঠ্যাং এর মত সরু সরু চাউলের ভাত, মাগুর না হয় রুই মাছ বা পাঁটার ঝোল, একটু ডাল, ভখানি ভাজা হ'বে--বাবুরা নিরামিষ তরকারী পছন্দ করেন না; --গিন্নীর জন্যই যা কিছু নিরামিষ হয়। গিন্নী সধবা ব'লে সামান্য একটু মাছ খান মাত্র; তাঁর মাছ মাংসে বিশেষ ঝোঁক নাই,—হ'লেও হয়, না হ'লেও হয়। কিন্তু বাবুদের মাছ মাংস না

কুলেষ্ট নয়। বাবু বলেন সাহেবরা মাছ মাংস বেশী খায় বলে উহারা এত বলবান্ ও সভ্য ; এবং সেই জন্যই তাহারা আমাদের রাজা হয়েছেন। সাহেবরা দুধ খায় না ব'লে বাবুও আমাদের দুধ খান না ; তিনি বলেন দুধ খেলে দেহ মোটা হ'য়ে যায় ; কাজ কর্ম্ম করবার শক্তি থাকে না ; বাবুর সকালে বিকালে চা বিস্কুট চাই। সব সাহেবি কায়দা, মা। গিন্নী এ সবে বড় পটু নন। বাবু বলেন তিনি কোন্ ভটচার্য্যি বামুনের মেয়ে - আজ কালের ধরণ ধরণ ভাল জানেনও না। সেই জন্যই, মা, আমার সকলটি দেখ্‌তে হয় যেটি না দেখ্‌বো সেটা আর হবেনা।

ব্রাহ্মণী। বাবু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার করেন না ?

দাসী। সে কি মা, তুমি আমায় হাসালে ! তিনি কি ভটচার্য্যি-বামন না পুরুত-বামুন ! তাঁর পৈতেরই ঠিক থাকে না, আমায় খুঁজে দিতে হয়। তিনি যে একেবারে পুরো সাহেব। শুধু গিন্নির জালায় পৈতেটা রেখেছেন বৈ ত নয় ! বাড়ীতে সব সাহেবী কারখানা। তিনি তেল মেখে স্নান করেন না ; সাবান মাখেন। রাত্রে শোবার সময় ভিন্ন কখনও ধুতি পরেন না। বাড়ীতে কোন কায কর্ম্ম হ'লে সাহেব নিমন্ত্রণ করেন।* সাহেব বিবিরা টেবিলে ব'সে খায়, -বাবুও তাদের সঙ্গে ব'সে খান। কার ভাগ্যে মা সাহেবের সঙ্গে ব'সে খাওয়া ঘটে বল দেখি ! আমাদের বাবু কি একটা যে সে লোক, যে তিনি বামুনের আচার ব্যবহার মেনে চল্‌তে পারেন ! তিনি বামুনের উপর হাড়ে চটা। আবার মাথায় শিখা দেখ্‌লে ত তেলে বেগুনে লাফিয়ে উঠেন। তিনি টিকিওয়ালা বামুন, কি সন্ন্যাসী-ভিখারীকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেন না। একবার একটা ভিখারী এসে বড় চীৎকার করে বাবুকে

জ্বালাতন করেছিল ব'লে বাবু তাকে পুলিশে দিয়েছিলেন। বাবু বলেন, সাহেবদের দিলে নাম হবে ও কায হ'বে, এসব অসভ্য ; অলস ব্যক্তিগুলোকে দিলে সংসারে অসভ্যতা ও আলস্য বেড়ে যাবে বই ত নয়। মা, যদি তোমার মেয়ে ভাগ্যবতী হয় ত এমন ঘরে পড়বে, তোমার মেয়ে সর্ব্বদা বিবির সাজে কেদারায় ব'সে ব'সে খবরের কাগজ পড়বে।

ব্রাহ্মণী। ভাগ্য ভাল না হ'লে কি এমন ঘরে মেয়ে পড়ে, মা ? এই দেখ না আমার পোড়াকপাল ! আমি একজন দারোগার মেয়ে ; আমার বাপ ত সর্ব্বদাই সাহেবদের সাজে সেজে থাক্‌তেন। ছেলে বেলায় সকালে বিছনা থেকে উঠে মুখ ধোবার আগেই চা বিস্কুট খেতুম ও বিবিদের মতন ঘাগ্‌রা পরে কেদারায় ব'সে থাকতুম ; একজন বিবি এসে সেলাই শিখিয়ে যেত। সেই এক দিন আর এই একদিন। এখন সকালে উঠে স্নান ক'রে জপ আহ্নিক কর্ত্তেই হ'বে, তা না হ'লে রক্ষে নেই। আজকাল ইংরেজের রাজত্ব, এখন সভ্য ভব্য হওয়া চাই ; সাহেবের মতন চাল চলন হওয়া চাই ; তা না হ'লে দেশের উন্নতি হ'বে কেন ? তা কটা লোকে বোঝে, মা ? বুঝলে আর দেশের এমন দুর্দ্দশা হবে কেন ? হিন্দুদের মত অসভ্য বর্ব্বর জাতি কি পৃথিবীতে আছে ? মেয়েগুলোকে বাড়ীর ভিতর আবদ্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে ;—রান্না বান্না করো, ছেলে পিলেকে খাওয়াও, আর স্বামীকে দেবতা জ্ঞান ক'রে জোড় হাত ক'রে তাঁর মুখটি চেয়ে ব'সে থাকো ! পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে মিশে স্বাধীন ভাবে বেড়াতে না পারলে কি শিক্ষা হয়, না মনের উন্নতি হয় ? এ কথা কাকেই বা বলি, আর কেই বা বোঝে ! মনের দুঃখ মনে মেরেই থাকি ; আজ মনের মতন তোমায় পেয়ে দুটো মনের কথা বল্লুম। দেখো মা ! তোমারই কাছে বেশ

বুঝছি ; মেয়েটীকে আমাব নিতেই হবে. তোমারই মন যখন এত উঁচু, তোমায় বাবু না জানি তা'হ'লে কতই উন্নত।

দাসী। আমিও মা, একজন কম লোকের মেয়ে মনে করো না। আমাব বাপও আদালতে পেয়াদাব কাজ কর্তো। বাবা যখন বেচে ছিলেন, তখন বাবার দাপে আমাদের গ্রামে বাঘে বলদে এক সঙ্গে জল খেতো। তাঁর কাছে আমি এ সব শিখেছি। আমাদের বাড়ীতেই কি আস্‌বাব পত্র কম ছিল ? একখানা কেদাবা ছিল, একটা টুল ছিল, চা খাবার বাটী ও চামচ্ ছিল, এনামেলেব ডিস্ ছিল, ছিল না কি ? বাবা মরে যাবার পর শ্বশুব বাড়ী গেলাম, সেখানে মন টিক্‌লো না, সাহেবি ধরণ একটুও নাই, এমন কি চা খাই এমন একটা পিয়ালাও নাই, বস্‌বার একটা ভাঙ্গা কেদারাও নাই ! সেথায় কি ভদ্রলোকের মেয়ে টিক্‌তে পারে ? আমি সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম ; তখন বয়সও কাচা ছিল, আন্দাজ ২০।২২ বছব। অনেক খুঁজে খুঁজে মনের মতন মানুষ পেলুম। বাবুর বাড়ীতে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম। ভুলেও আব অসভ্য শ্বশুর বাড়ীর নাম কবি না। মা। বড় দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, মেয়েটীকে একবাব নিয়ে এস ; দেখে চ'লে যাই। শুন্‌লে ত আমার কাণ কত। গিন্নী ত নামে গিন্নী ;—সবই আমার উপর। আমি না হ'লে বাবুব এক দণ্ডও চলে না। ভগবান্ কবেন ত কথা কইবার অনেক দিন পাওয়া যাবে।

ব্রাহ্মণী। তোমার কথা শুনে, তোমায় ছাড়তে ইচ্ছে করে না। বহু পুণ্যে মনের মতন মানুষ পেয়েছি ; তাই দু'দণ্ড ব'সে কথাবার্তা কচ্ছি। যাই হোক, তুমি এক রকম ঘরের গিন্নী ; তোমাকে ত আর বেশীক্ষণ রাখ্‌তে পারি নে। ইচ্ছে না থাক্‌লেও ছেড়ে দিতে হবে।

ব্রাহ্মণী কন্যা গৌরীকে ডাকিবার জন্য সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন ; এবং এক প্রতিবেশী কায়স্থ উকিলের বাড়ী হইতে ঘাগরা ও অন্যান্য বিবিয়ানা পোষাক চাহিয়া আনিয়া তাহাকে সাজাইতে বসিলেন। কন্যা গৌরী প্রথমে বিবিয়ানা পোষাক পরিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিল —"হিন্দু ব্রাহ্মণের কন্যা হয়ে এরূপ বিজাতীয় পরিচ্ছদ কেন পরব ? বিজাতীয় পরিচ্ছদ না পরলে কি সভ্যতা হয় না ?"

গৌরীর মাতা বালিকার কথা শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া বলিলেন —"জানিস্, কোথা হ'তে তোকে দেখ্তে এসেছে ? সে অসভ্য লোকের বাড়ী নয় ? তাদের সব সাহেবী চাল। পর্, তাড়াতাড়ি এই পোষাকটা পরে নে, তা না হ'লে অসভ্য বল্‌বে।"

বালিকা মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া আর বেশী কথা বলিল না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবিয়ানা পোষাক পরিয়া মাতার সহিত দাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দাসী। আহা ! বেশ মেয়েত ! মুখ খানি যেন ঢল্ ঢল করছে : রংটা যেন দুধে আল্‌তায় গোলা ; অনেক মেয়ে দেখেছি,এমন মেয়ে কখনো দেখিনি। চোখ দুটী পটল চেরা, নাকটী যেন বাঁশী ; কোঁক্‌ড়ান কোঁক্‌ড়ান এক পিঠ চুল ; কপাল খানি ছোট, ঠোঁট দুটী টুক্‌টুক্ করছে ; আঙ্গুলগুলি যেন চাঁপার কলি। বসো, মা বসো ; মাই বা বলি কেন, দাদা-বাবুর সঙ্গে বিয়ে হলে, সম্পর্কে বৌদিদি হবে। আমি চেষ্টা করে যেমন করে পারি বিবাহ দেওয়াবই। তোমার নামটা কি, ভাই ?

গৌরী এতক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াছিল ; দাসীর এই কথা শুনিয়া

যেন তাহার চমক্ ভাঙ্গিল। গৌরী মৃদুস্বরে বলিল, "আমার নাম শ্রীমতী গৌরীবালা দেবী।"

দাসী। নামটী যেন বড়্‌টে বুড়্‌টে। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন নামটা নয়। কত নাম রয়েছে— নলিনী, সরলা, হেনা, আশালতা। মা, এমন একটা ভাল দেখে নাম রাখতে পাবেন নি!

ব্রাহ্মণী। কি আর বলবো মা; কর্ত্তার ইচ্ছা। তিনি দেবতার নাম সর্ব্বদা করতে পারবেন বলে কন্যার নাম গৌরী রেখেছেন।

দাসী। মেয়ে কিরূপ লেখা পড়া জানে?

ব্রাহ্মণী। বাংলা, সংস্কৃত বেশ ভাল জানে।

দাসী। একটু ইংরাজি শিখান উচিত ছিল। আজকালের সভ্য ও ধনীর বাড়ীতে কন্যার বিবাহ দিতে হ'লে ইংরাজি শিখাতে হয়। বড় লোকের মেয়েরা সভা সমিতিতে গিয়ে সাহেব বিবিদের কাছে দু'কথা ইংরাজি বলতে না পারলে মান থাকে না। বাবুর ইচ্ছা যে পাশকরা মেয়ের সহিত ছেলের বিবাহ দেন; কিন্তু, গিন্নী স্বীকার করেন না।

ব্রাহ্মণী। মেয়ে আমার খুব বুদ্ধিমতী। বিয়ের পর একজন ইংরেজ শিক্ষক রেখে বাবু মেয়েকে ইংরাজি শিখিয়ে নিতে পারেন।

দাসী। তাত কর্ত্তেই হবে। গান বাজনা জানেতো?

ব্রাহ্মণী। না, মা! গান বাজনা জানে না।

দাসী। সে কি মা! তোমরা এত অসভ্য! একটু হারমোনিয়ম্ বাজাতে, কি দুই একটা গান টান মেয়েকে শিখাতে পার না? আজকালের সভ্যতাই যে ওই।

ব্রাহ্মণী। আমার বাড়ীতে ও সব হবার যো নেই, মা। সংসারের

কাজ কর্ম্ম শেষ হলে মহাভারত, রামায়ণ পড়্‌তে হ'বে, না হয় কর্ত্তার নিকট ধর্ম্ম-কথা শুন্‌তে হবে। মেয়েও দেবদেবীর পূজো করতে অত্যন্ত ভালবাসে।

দাসী। যদি বাবুর ছেলের সহিত মেয়ের বিয়ে দিবার ইচ্ছা থাকে, ও কথা মুখেও এনো না মা। হিন্দুদের পুরানো চালচলন বাবু একেবারেই দেখতে পারেন না। চিটে ফোটা কাটা, ফুল বিল্বপত্র নিয়ে পূজো করা, এ সব শুনলে বাবু ভারী রেগে যাবেন। তিনি চান মেয়েরা সকালে বিছানা থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে একটু গরম চা খাবে; তারপর খবরের কাগজ পড়ে একটু হারমোনিয়ম্, পিয়ানো বাজাবে। শেষে আহারাদি করে নভেল, নাটক পড়্‌বে। সন্ধ্যার সময় আবার চা খেয়ে গান বাজনা করবে। আজকাল এই চাল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

ব্রাহ্মণী। তা মা, আমার মেয়েত ও সব কিছুই জানে না। বাবুর কাছে ও-সব তুলোনা। তুমি মা ইচ্ছে করলে সবই কতে পারবে। বাবুর ছেলের সঙ্গে মেয়েটার যাতে বিবাহ হয় তা তোমায় কর্ত্তেই হবে।

দাসী। আমি চেষ্টা ক'রে তোমার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেওয়াবই, সে জন্য কোনো চিন্তা করো না মা। অনেকটা দেরি হয়ে গেল, এখন আসি, মা।

ত্রিলোচন বাবুর দাসী হেলিয়া দুলিয়া গজেন্দ্র-গমনে হরকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিখ্যাত ধনী ত্রিলোচন বাবুর একজন পরিচারিকা গৌরীকে দেখিতে আসিয়াছে শুনিয়া প্রতিবেশিনী কিশোরী, যুবতী ও বৃদ্ধাগণ হরকান্ত বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। রামের-মা নাম্নী এক বৃদ্ধা হরকান্ত বাবুর পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"হ্যাগা ভাল মানুষের মেয়ে, বড় লোকের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে ব'লে পাড়ার কাকেও জানাতে নেই? আমি রামের মুখে শুনেই দৌড়ে আসছি; কই কে দেখতে এসেছে?"

হরকান্তের স্ত্রী। বাবুর বাড়ীর এক দাসী হঠাৎ মেয়েকে দেখতে এসেছিল;—ব'লে গেল পাত্র নিজে দেখতে আসবে। তাই আর কাকেও সংবাদ দিই নি।

রামের মা। পাত্র নিজে দেখতে আসবে? বাবু আসবেন না?

হ-স্ত্রী। বাবু বলেছেন, যে বিয়ে ক'র্ব্বে, তার দেখে মত হ'লেই হ'লো। অন্যের দেখবার আর দরকার কি?

রা-মা। আজকাল ঐ একটা কেমন চাল হ'য়েছে। বাপ-মায়েই ত দেখে শুনে পাত্র কন্যা স্থির করে। জাতি কুল দেখবে; কন্যার সুলক্ষণ-কুলক্ষণ দেখবে; স্বভাব চরিত্রের কথা পাড়ার পাঁচ জনকে জিজ্ঞেস্ করবে; তা নয়, একটা ডবকা ছোড়া মেয়ে দেখতে এলো, মেয়ের যদি রূপ থাকে ত সে রূপ দেখেই ভুলে গেল। এ সব আমি

পছন্দ করি না। নাগী চলে গেছে তা কি ব'লব, ইনলে পাঁচ কথা বেশ শুনিয়ে দিতুম্।

হ-স্ত্রী। কোথায় বে, কোথায় কি তার ঠিক নেই, এখনই আপনারা পাঁচ কথা শুনিয়ে দিতে চাচ্ছেন!

রা-মা। তুমি বোঝ না; বিবাহ কাযটা সম্পন্ন করতে হ'লে পাচ জনেরই দরকার হয়। পাড়ার যার যা কাজ হোক্ সকলেই আমাকে খোঁজে, তুমি নিজেকে একটু বেশী বুদ্ধিমতী মনে কর কি না, তাই বড় একটা কাকেও ডাক না।

হ-স্ত্রী। না, তা নয়; পাচজনের কথা নিয়ে কায ক'র্ত্তে হবে বৈকি? যখন দরকার হ'বে, তখন ডাক্‌বোইত।

ত্রিলোচন বাবুর ছেলের সহিত গৌরীর বিবাহ হইয়া গেলে মেয়েটা বড়লোকের বাড়ী পড়িবে এবং সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিবে, এই হিংসায় রামের মার প্রাণে বড়ই কষ্ট হইতেছিল। গৌরীকে দেখিতে আসিয়াছে এই সংবাদ পাইয়াই সে ছুটাছুটী করিয়া আসিয়াছিল, যদি কিছু ভাঙ্‌চি দিতে পারে। কিন্তু, দেখিয়া চলিয়া গিয়াছে, শুনিয়া, একটু হতাশ্বাস হইল এবং কখনও হরকান্ত বাবুর স্ত্রীর উপর, কখনও বা ত্রিলোচন বাবুর পরিচারিকার উপর নানারূপ সুমিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল; অবশেষে গৌরীকেও ছাড়িল না।

রা-মা। বর যখন নিজে দেখ্‌তে আস্‌বে, তখন পছন্দ ত হ'য়েই গেছে। ছেলে বুড়ো সকলেই গৌরীকে 'পরমাসুন্দরী' বলে। গৌরী মোটের উপর দেখ্‌তে মন্দ নয় বটে; কিন্তু মাথার চুল বড় বেশী লম্বা, অতটা লম্বা ভাল নয়। কপালখানা বড় ছোট, অত ছোট হ'লে মানায়না।

চোক দুটো বড় টানা টানা; ঠোঁট দুখানা বড় বেশী লাল; নাকের ছেঁদা দুটি বড় ছোট; রংটা অত উজ্জ্বল ভাল নয়। এ প্রকার রূপ অলক্ষণ। শাস্ত্রে আছে—এই সব মেয়ে প্রায়ই বিধবা হয়।

হ-স্ত্রী। অমন কথা বলবেন না; আশীর্ব্বাদ করুন যেন গৌরীর হাতের নোয়া অক্ষয় হয়।

রা-মা। বালাই, গৌরী বিধবা হ'বে কেন? কার ধার ক'রে খেয়েছে? আমি কি তাই বল্‌ছিলুম? আমি বল্‌ছি গৌরীর চেহারাটার লক্ষণ ভাল নয়।

হ-স্ত্রী। যাই হউক, আমি মা; আমার কাছে আর ওরূপ কথা বল্‌বেন না; শুনলে বড়ই কষ্ট হয়।

রা-মা। না-ই বল্‌বো, নাইবা আর তোমার বাড়ীতে আস্‌ব; আমার ঝকমারি, আমার বাবার ঝকমারি যে এমন কোঁদলী লোকের বাড়ীতে এসেছি। আর কোনো কথা বল্‌ব না, এই চল্লুম্।

রামের মা নানাপ্রকার মধুর বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে দ্রুতপদে হরকান্তের বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। হরকান্ত বাবুর স্ত্রীও অযাচিত গিন্নীপনা হইতে নিস্তার পাইলেন। আমাদের দেশে রামের-মার মত গিন্নীর অভাব নাই। ভগবানের কৃপায় ইঁহাদের তিরোভাব হইলেই দেশের মঙ্গল।

যে সকল কিশোরী ও যুবতী গৌরীকে দেখিতে আসিয়াছে শুনিয়া তাহাদের বাড়ী আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিমলা নাম্নী একটী যুবতীর দরিদ্রের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। তাহার স্বামী কলিকাতায় এক সওদাগরী আফিসে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে কর্ম্ম করে। সংসারে অনেক লোক;

সকল দিকে সামঞ্জস্য রাখিয়া যুক্ত-পরিবারের শান্তি সংরক্ষণ করিতে গিয়া ভদ্রলোক স্ত্রীকে ভাল কাপড়-চোপড় ও অলঙ্কারাদি দিতে পারেন না। গুণবতী স্ত্রী অনেকবার বাপ, মা, ভাই ভগ্নীকে ছাড়িয়া অন্যত্র থাকিতে পরামর্শ দিয়াছে; কিন্তু, তাহাতে সফলমনোরথ হইতে পারে নাই। যুবতী উচ্চে প্রায় আড়াই হাত, রংটা কোকিলের মত, মুখখানি গোল, তাহার উপর সম্মুখের গুটিকত দাঁত বাহির হইয়া আছে! চক্ষু দুইটা ঠিক নাটাব মত, নাক আছে কি না অনুমান করা ভার; ছিদ্র দুইটা দ্বারা কেবল নিঃশ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা হয়। দুইটি-দগ্ধবার্ত্তাকু আলিঙ্গিত বক্ষস্থলের নিম্নদেশে স্থূল উদরের শোভা অপূর্ব্ব! দীর্ঘ পদ-তলের অঙ্গুলি ও গোড়ালি মাত্র মৃত্তিকা স্পর্শ করে। এই মনোহর মূর্ত্তির উপর আবার অধরে রং মাখান হইয়াছে; প্রশস্ত ললাটদেশ আবৃত করিবার নিমিত্ত মস্তকের অর্দ্ধহস্ত পরিমিত কেশ জোর করিয়া নানা ভঙ্গে বিন্যস্ত করা হইয়াছে; কপালে একটা বড় কাঁচপোকার টিপ; পরণে টিয়াপাখীর রংএ ছোপান পাছাপেড়ে একখানি শাড়ী; হাতে কাঁচের জলতরঙ্গ চুড়ি। রূপসী হাত নাড়িতে নাড়িতে গৌরীকে বলিল—"ভাই, তোমার জোর কপাল; তা না হলে আর তোমার ত্রিলোচন বাবুর পুত্রের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ হয়!

গৌরী। তোমারই বা মন্দ কি, ভাই? তোমার স্বামী ত বেশ ধার্ম্মিক, উন্নতচরিত্র ও জ্ঞানী বলে শুনি। তবে আর নিজের অদৃষ্টের নিন্দা কচ্ছ কেন?

বিমলা। অমন স্বামী থাকা চেয়ে না থাকা ভাল। না দু'খানা গহনা পরতে পেলুম, না দু'খানা ভাল কাপড় পরতে পেলুম।

গৌরী। তাঁর উপার্জ্জন বেশী নয়, তার উপর সংসারে লোক অনেক গুলি। কেমন করে তিনি তোমায় গয়না দিয়া সাজাবেন বা ভাল ভাল কাপড় পরাবেন ?

বিমলা। সংসার বাড়াবার দরকার কি ? আমিও তাকে অনেকবার বলেছি, চল আমরা এ লক্ষ্মী ছাড়া সংসার ছেড়ে অন্যত্র থাকিগে ; তা' সে কথা শোনা দূরে থাক, আবার ধম্‌কে উঠেন। আমার এখনও ছেলে পিলে হয় নি, দু'জনে কষ্টে সৃষ্টে খেয়ে কি আর দু'পয়সা জমান যায় না ? ইচ্ছে থাক্‌লে সবই হয়। আমার যেমন ভাগ্যি তেমনই স্বামী পেয়েছি।

গৌরী। কি বল বিমলা ? তোমাকে দু'খানা গয়না দিবার জন্য তোমার স্বামী বাপ, মা, ভাই, ভগ্নী সকলকে পরিত্যাগ করে, অন্যত্র গিয়ে থাকবেন,—আর তুমি তা হ'লেই সুখী হ'বে ! ছি ! ছি ! ভদ্রলোকের মেয়ে, অমন কথা মুখে এনো না ; অমন নীচ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দিও না। নাইবা দুখানা গয়না পর্‌লে। দু'খানা গয়না পর্‌লেই কি জীবনের সমস্ত আশা মিটে গেল ? স্বামীই গয়না ; স্বামীই আশা, ভরসা, আনন্দ ; স্বামীই জীবনের ধ্রুবতারা ; স্বামী দেবতা, স্বামী-নিন্দা করোনা। তুমি কি জাননা পিতৃমুখে স্বামী-নিন্দা শুনে সতী দেহত্যাগ করেছিলেন ? আর তুমি নিজ মুখে সেই মহাগুরু স্বামীর অযথা নিন্দা কচ্ছো ! জীবনটা বাঁচাবার জন্য মোটা ভাত ও লজ্জানিবারণের জন্য মোটা বস্ত্র পেলেই যথেষ্ট হ'ল ! স্বামীর অকপট প্রেমই নারীর অমূল্য রত্ন। বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি স্বামীর ভালবাসার নিকট কিছুই নয়।

বিমলা। ভাল খাব, ভাল পর্‌ব, সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পাব বলেইত

বাপ মা একজনের হাতে সমর্পণ করেছেন ; যদি তা না হলো, তবে বিয়ের আবশ্যক কি ?

গৌরী। যদি বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে ভূষিত হওয়ার জন্যই বিয়ের দরকার হোত, তবে ধনী কন্যাগণের বিয়ের কোনও দরকারই হ'ত না।

বিমলা। এত জ্ঞানের কথা বল্‌ছো,—আর এ কথাটী বুঝ্‌তে পার না,—কথায় বলে—বাপ-ভাই ভাত দিতে পারে, ভাতার দিতে পারে না।

গৌরী। তুমি কি বলতে চাও,—ভাল খাওয়া পরা, আর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ করাই বিয়ের উদ্দেশ্য ?

বিমলা। তা বই আর কি ?

গৌরী। পশু-পক্ষীগণও ত তাই করে। তা হ'লে তাদের অপেক্ষা মানুষের বিশেষত্ব কি ?

বিমলা। আমি অত শাস্তর টাস্তর বুঝিনে ; অনেকে মুখে বল্‌তে পারে ; কিন্তু, কাজের সময় তাল ঠিক থাকে না। তুমি যদি অতই বুঝেছ, তবে তোমার মা বড়লোকের বাড়ী তোমার বিয়ে দিতে ব্যস্ত কেন ?

গৌরী। বড়লোকের বাড়ী আমায় বিয়ে দিতে মায়ের ইচ্ছে থাক্‌তে পারে, কিন্তু, আমার ইচ্ছে—যিনি আমার স্বামী হবেন, তিনি যেন কর্ত্তব্যপরায়ণ, সুশীল ও ধার্ম্মিক হ'ন। যদি তিনি নির্ধন হন, যদি তিনি আমাকে একখানিও গয়না না দেন, যদি দিনান্তে একবার শাকান্ন খেয়েও দেহ রক্ষা করতে হয়, তাতেও আমার আনন্দ ভিন্ন দুঃখ হবে না। আমার স্বামী মানুষের মতন মানুষ না হ'লে তিনি রাজ্যেশ্বর হয়েও আমার সুখী করতে পারবেন না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিমলা। যদি তুমি ধার্ম্মিক স্বামীর হাতে পড়ে খেতে পরতেও না পাও, তা হ'লেও দুঃখিত হবে না ?

গৌরী। নিশ্চয়ই নয়। আহার দেহ রক্ষার জন্য, —রস উপভোগ করবার জন্য নয়। বস্ত্রও দেহকে শীতাতপ হ'তে রক্ষা করবার নিমিত্ত, লজ্জা নিবারণের জন্য ; সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নয়। মনের সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য, হৃদয়ের উচ্চতাই আনন্দ।

গৌরী ও বিমলা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময়ে গৌরীর মা তথায় উপস্থিত হইলেন। বিমলা আর বেশী কিছু না বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী।—"কেমন মেয়ে দেখে এলি গো?"

দাসী। মেয়ে যেন প্রতিমা,—যেমন নাক, তেমন মুখ, তেমন চোক দুটী। এক পিঠ কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল উরুতে এসে পড়েছে। চাঁপা ফুলের মত রং।

গিন্নী। তা বেশ বেশ। আমি ত ঐরূপ মেয়েই খুঁজ ছি।

দাসী। মেয়েটি দেখতে ভাল হ'লে হবে কি মা, মেয়ের বাপ বড় গরীব।

গিন্নী। মেয়ের বাপ গরীব হ'লো ত ক্ষতি কি? আমাদের ভাল মেয়ে নিয়ে দরকার।

দাসী। ক্ষতি নয়? ভাল পাওনা টাওনা হবে না।

গিন্নী। তাতে কি? মেয়ের বাপ ধনবান হতো ত মেয়েকে বহুমূল্য গহনায় সাজিয়ে দিত; যদি দরিদ্র হয়, তবে না হয় তাতে লোহা ও নাকে নথ দিয়েই কন্যা সম্প্রদান করবে।

দাসী। বাবুর মত হ'লে হয়!

গিন্নী। বাবুর কোন্ অর্থের অভাব আছে যে মেয়েটীকে সাজিয়ে গুজিয়ে বাড়ীতে আনতে পারবেন না। আমিই না হয় আমার গহনা গুলি বৌমাকে দিব।

দাসী। মা, তুমি বড় সাদাসিদে লোক। মেয়ের কি গহনা পরবার

অভাব হবে বলছি? আমি বলছি মেয়ের বাপ উপযুক্তরূপ যৌতুক দিতে পারবে না।

গিন্নী। সে যা হ'ক; মেয়েটী লেখা পড়া জানে?

দাসী। মেয়ের মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনি বল্লেন মেয়েটী সংস্কৃত,বাঙ্গালা বেশ ভাল জানে। কিন্তু, ইংরিজি, কি গান-বাজনা কিছুই জানে না।

গিন্নী। না-ই জানুক; আমি গাইয়ে বাজিয়ে মেয়ে চাইনা। দিন রাত হারমোনিয়াম পিয়ানো ধ'রে ব'সে থাক্‌বে; সংসারের কাজকর্ম্ম কিছু দেখ্‌বে না, সে মেয়েতে আমার দরকার নেই।

দাসী। বাবু, ঐ সবই চান।

গিন্নী। আমার জ্বালায়ই তোমার বাবু এখনও পুরাদস্তুর সাহেব হ'তে পারেননি। এখনও রাঁধুনী বামুন আছে; এখনও পুরোহিত ঠাকুর পূজো করতে আসেন, এখনও দোল-দুর্গোৎসব হয়; এখনও অতিথি সন্ন্যাসীকে গলাধাক্কা খেয়ে ফিরে যেতে হয় না। ছেলেটাকে ত নিজের মতন ক'রে তুলেছেন, এখন বৌটী নিজের মনের মতন হ'লেই সব ঠিক হ'য়ে যায়!

দাসী। মা, সাহেবী চাল চলন কি মন্দ মনে করেন?

গিন্নী। চুপ কর্; তুই কি বুঝ্‌বি। ঐ মেয়ের সঙ্গেই আমি ছেলের বিয়ে দিব। যা, তুই এখন সংসারের কাজকর্ম্ম দেখ্‌গে যা।

দাসী গিন্নীর নিকট ধমক খাইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। গিন্নীও কর্ত্তার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গিন্নী। আজ হরকান্ত চাটুয্যের মেয়েকে দেখ্‌বার জন্য ঝিকে পাঠিয়েছিলাম।

ত্রিলোচন। মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন?

গিন্নী। ঝি ত বলে অমন সুন্দরী মেয়ে সে কখনও দেখে নাই।

ত্রিলোচন। মেয়েটীর বয়স কত?

গিন্নী। প্রায় চৌদ্দ বছর। ব্রাহ্মণের এক কন্যা, সংসারে আর পুত্র কন্যা নেই বলে মেয়েটীর এতদিন বিয়ে দেননি, তাই একটু বড় হ'য়ে প'ড়েছে।

ত্রিলোচন। বড় আর কি? চৌদ্দ পনের বছরের কমে কন্যার বিয়ে দেওয়া আমার সম্পূর্ণ মতবিরুদ্ধ।

গিন্নী। তুমি সাহেবী ধরণের লোক, সাহেবদের আচার ব্যবহারই তোমার খুব ভাললাগে; তোমার মতবিরুদ্ধ হবে তার আর বিচিত্র কি?

ত্রিলোচন। তুমি স্ত্রীলোক; তুমি অত বোঝনা। আমাদের দেশের অধঃপতনের একটী মূল কারণ বাল্যবিবাহ।

গিন্নী। আমার বুঝবার দরকারও নেই। পুরুষদের বাল্যবিবাহে অনেক অপকার হতে পারে বটে, কিন্তু স্ত্রীলোকের বাল্যবিবাহে সামান্য কিছু অপকার হলেও উপকার যথেষ্ট। বাল্যাবস্থায় নরনারীর মন অতি কোমল থাকে, তখন তাকে যা শিক্ষে দেওয়া যায়, সে তাই শিখে; এসময়ে বিয়ে হ'লে মেয়েরা পতির ঘরে গিয়ে তাদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি অনুসারে

নিজের প্রকৃতি গঠনে সমর্থ হয়ে, সংসারে সুখে শান্তিতে থাক্‌তে পারে। পরিণত বয়সে, চরিত্র গঠিত হবার পর, বিয়ে হ'লে, বয়সের দোষে মেয়েরা সহজে স্বামার প্রকৃতি অনুসারে নিজের প্রকৃতি গঠন করতে পারে না; পারে শুধু বয়সের জোরে স্বামীকে নিজের মতন ক'রে চালিয়ে নিবার—গ'ড়ে তুলবার—চেষ্টা করতে। তার ফলে সংসারটা যে খুব সুখের হয় তা নয়! ইংরাজি ধরণটা আজ কাল আমাদের সংসারে বড়ই প্রবল হয়ে পড়েছে: তার ফলে এখন আর আমরা পাঁচজনে মিলে মিশে থাক্‌তে পারি না, কোনও কাজকর্ম্মে একপ্রাণ হওয়া অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে! স্বার্থের টানটা, ব্যবসাদারী বুদ্ধিটা এত বেড়ে গেছে যে, প্রাণ খু'লে ভাইকে ভাই বল্‌তে বাপ্‌কে বাপ বল্‌তেও দ্বৈধভাব এসে পড়ে। এমন রুচি-বিকারে তোমরা দেশটাকে অকালে মারবার চেষ্টা করছো কেন?

ত্রিলোচন। এক সংসারে থেকে অশান্তি ভোগ করা অপেক্ষা পৃথক রুচি অনুসারে পৃথক ভাবে থাকা আমার মতে যুক্তিসঙ্গত।

গিন্নী। হিন্দুর সংসার কেবল স্ত্রী ও অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র কন্যা নিয়ে নয়। হিন্দুর সংসারে বৃদ্ধ পিতামাতা, বিধবা পিসি, মাসী, ভগ্নী প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হয়। পুত্রগণ পরস্পর পৃথক হলে বৃদ্ধ পিতামাতার কি দুর্দ্দশা হয় ভেবে দেখ দেখি। কথায় বলে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। পৃথক সংসারে গর্ভধারিণী প্রত্যক্ষ দেবতা মায়েরই যখন এই দুর্দ্দশা, তখন পিসি মাসী ভগ্নিগণের ত কথাই নাই।

ত্রিলোচন। সেই জন্যই ত হিন্দু-সংসারে বিধবা-বিবাহ যাহাতে প্রচলিত হয়, উদারপ্রকৃতি প্রতীচ্য-সভ্যতার-শিক্ষিত পণ্ডিতগণ তার চেষ্টা

করেছেন। বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হলে, আর অনাথা বিধবাগণের পরের গলগ্রহ হতে হবে না।

গিন্নী। ছি! ছি! তোমার মুখে এসব কথা শুনবার জন্য আমি আসিনি। এসব কথা শুনতেও যে লজ্জা করে! তুমি আমার স্বামী, তোমার সহিত তর্ক বিতর্ক করা আমার শোভা পায় না; কিন্তু, আমি যে স্ত্রীলোক, আমিও তোমাদের যুক্তি ও তোমাদের বুদ্ধির পায়ে নমস্কার করি!

ত্রিলোচন। কেন, অন্যায় কথাটা কি হ'লো?

গিন্নী। কিছুই অন্যায় হয়নি! বিধবা মা, মাসি, পিসী, ভগ্নী প্রভৃতিকে বিবাহ দিতেও যারা প্রস্তুত, তাদের কাছে ন্যায় অন্যায়ের কথা বলতে না শুনতে চাইনা! এখন যে কথা বলতে এসেছি, সেই কথা হোক্। ছি! ছি! তোমরা এতই অধঃপাতে গিয়েছ! বিধবার বিয়ে দিতে চাও? বিধবা-বিবাহ আরম্ভ হলে, অনেক কুমারীর বিবাহ হওয়া ভার হয়ে পড়বে। ইংরাজদের দেশে বিধবারও যেমন বিয়ে হয়, তেমনি কত অবিবাহিতা কুমারীও থাকে। আমার মতে এইটাই বোধ হয় উদার মত যে, —একবার সকল নারীরই বিবাহ হওয়ার দরকার; তারপর অদৃষ্টের ফেরে কেউ বিধবা হ'লে, সে হিন্দু-বিধবার মত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে ভগবানের আরাধনায় লিপ্ত হয়ে, নিষ্কাম কর্ম্মের বাঁধনে প্রাণকে বেঁধে, নিঃস্বার্থ ভাবে পরের তরে আপন সর্ব্বস্ব দান করলেই তার জীবন সার্থক হয়। তা না করে, যদি একজন সুন্দরী বিধবার বারবার বিয়ে হয় এবং কতকগুলি নারী একেবারেই কুমারী থেকে যায়, তাহলে সমাজে একটা ঘোর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় না কি? স্বামী [illegible]

স্বামী পাবার সুবিধা থাকে, তাহ'লে স্ত্রিগণ স্বামির পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হ'লে দেবমন্দিরে অনাহারে পড়ে থেকে তার মঙ্গলের জন্য হত্যা দিবে না, স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে আর পূজা করবেনা। এবং কুরূপ নির্গুণ পতিকে সরিয়ে দিয়ে, তার স্থানে অন্য মনোনয়নের চেষ্টা স্বাভাবিক হয়ে পড়বে। তখন সমাজের প্রেম-ভালবাসার স্থানে ঘোরতর অবিশ্বাস ব্যক্ত হ'য়ে স্বার্থপরতায় অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল তোমাদের চেতনার সঞ্চার ক'রে দিবে

ত্রিলোচন বাধা দিয়া বলিলেন "থাক্ থাক্, আর তোমার বক্তৃতা শুনবার অবসর আমার নাই। দেশের সব মাথাওয়ালা লোক গুলির চেয়েও তোমার জ্ঞান অনেক বেশী। তুমি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা, তোমার সঙ্গে তর্কে পারা আমাদের মতন মগের অসাধ্য। এখন যা বলতে এসেছিলে ব'লে যাও।

গৃহিণী অনেকক্ষণ বিষণ্ণ ও মৌন ভাবে দাড়াইয়া থাকিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন -"আমার একান্ত ইচ্ছা এ নিলাস পুরে দেবেনের বিবাহ দিব।"

ত্রিলোচন। বেশ, কাল দেবেনকে কন্যা দেখে আসতে বলব, যদি তার পছন্দ হয়, তারপর অন্য কথা বিবেচনা করা যাবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ত্রিলোচন বাবুর পুত্র দেবেন্দ্রনাথ একজন বলিষ্ঠ, সুন্দর, এবং বিলাতি ধরণের বিশিষ্ট যুবক। ত্রিলোচন বাবু দেবেন্দ্র নাথকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু, দেবেন্দ্র নাথ কিছুতেই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ দিতে পারে নাই। অবশেষে ত্রিলোচন বাবু হতাশ হইয়া তাহাকে কোনও খৃষ্টিয়ান স্কুল বোর্ডিং এ রাখেন। ইহার ফলে দেবেন্দ্রনাথের আর কিছু হউক বা নাই হউক, সে ইংরাজিতে কথা কহিতে এক রকম শিখিয়াছিল, এবং খৃষ্টিয়ানদের চালচলন যথেষ্ট মাত্রায় আয়ত্ত করিয়াছিল। ত্রিলোচন বাবু পুত্রকে বিলাত পাঠাইয়া অধিকতর শিক্ষিত করিবার মতলব করিয়াছিলেন; কিন্তু, তাঁহার স্ত্রী তাহাতে বিশেষ প্রতিবন্ধক হওয়ায় আর তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এখন দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশের উন্নতি কল্পে অনেক সভাসমিতি করিয়া থাকেন, নানা স্থানে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা দেন।

দেবেন্দ্রনাথ সাহেবী বোর্ডিং এ অবস্থান কালে প্রতি রবিবারে গির্জ্জায় যাইতেন; তাহার পর লেখাপড়া ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে মিশেন, হিন্দুধর্ম্মের নানা কুসংস্কার উচ্ছেদ করিবার আশায় অনেক তর্ক বিতর্ক

করিয়া সংবাদপত্রে মহাযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধাদি লিখেন। এখন তিনি বিবেকানন্দ সোসাইটীর একজন সভ্য।

এ হেন দেবেন্দ্রনাথ মাতার অনুরোধে কয়েকজন বন্ধুর সহিত হরকান্ত বাবুর কন্যাকে দেখিতে আসিয়াছে। হরকান্ত বাবু যুবকগণকে বিশেষ আদর করিয়া বৈঠকখানায় বসাইলেন, এবং একটু জলযোগ করিবার জন্য অত্যন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। যুবকগণ কিছুতেই স্বীকৃত হইল না, কেবল একটু চা পান করিবার অভিপ্রায় জানাইল। ব্রাহ্মণের বাটীতে চা কিম্বা তাহা প্রস্তুত করিবার পাত্রাদি কিছুই ছিল না; কারণ ব্রাহ্মণ আধুনিক সভ্যতায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। কাজেই তিনি একটু ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রতিবেশী ঘোষেদের বাটী হইতে চা ও পাত্রাদি আনিয়া চা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। চা পান করিয়া নব বলে বলীয়ান্ হইয়া যুবকগণ কন্যা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ব্রাহ্মণ গৌরীকে সঙ্গে করিয়া বৈঠকখানা ঘরে আসিলেন। গৌরী তাহাদের অনুমতি ও অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও পার্শ্বস্থিত পৃথক আসনে উপবেশন না করিয়া নৌন মুখে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। গ্রামস্থ কয়েকটি ভদ্রলোকও হরকান্ত বাবুর আমন্ত্রণে তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবেশিনী যুবতী ও বৃদ্ধাগণ বৈঠকখানা গৃহের পার্শ্বেই অন্তরালে দাঁড়াইয়া অনুচ্চস্বরে ভাবী বরের রূপ সম্বন্ধে নানা প্রকার তর্কবিতর্ক করিতেছিলেন।

"গৌরীর ভাগ্য যদি ভাল হয় তবে দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা হ'য়েও এমন বড় লোকের পুত্রের সহিত বিয়ে হবে। যেমনই ধনবান, তেমনই রূপবান্।"

"এমন অসম্ভব কি কখন হয়? দেখ্‌তে এসেছে ব'লেই কি বিয়ে

হ'য়ে গেল? গৌরীকে দেখে যদি পছন্দই করে, গৌরীর বাপের এমন কি আছে যে অত বড় লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে?"

"ব্রাহ্মণের আশা বড় উচ্চ। একেই বলে বামন হ'য়ে চাঁদ ধরতে যাওয়া।"

"ভাগ্যে থাকলে অঘটনও ঘটে যায়; সবই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।"

এইরূপে স্ত্রীলোক মহলে নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা হইতে লাগিল।

দেবেন্দ্রনাথের এক প্রিয়বন্ধু গৌরীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নামটী কি?"

গৌরী। আমার নাম শ্রীমতী গৌরীদাসী দেবী।

বন্ধু। তুমি লেখা পড়া জান?

গৌরী। সামান্য জানি।

বন্ধু। কি কি পুস্তক পড়েছ?

গৌরী। দুই চারি খানি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক পড়েছি; এখন মহাভারত পড়ি।

বন্ধু। শিল্পকার্য্য কিছু জান?

গৌরী। সামান্য কিছু জানি। বালিশের ওয়াড়, মশারি, প্রভৃতি সেলাই করতে পারি।

বন্ধু। গান বাজনা জান?

গৌরী। না।

বন্ধু। ইংরাজি জান?

গৌরী। না।

হরকান্ত বাবু বাধা দিয়া বলিলেন, "হিন্দু-স্ত্রীলোকগণের ইংরাজি ভাষা শিখবার আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করে ওকে ইংরাজি শিখান হয় নি।

হিন্দু স্ত্রীলোকগণের হিন্দুর আচার ব্যবহার পূর্ণ মাত্রায় শিক্ষা দিয়েছি, ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অনেক উপদেশ শিক্ষা দিয়েছি, এবং আমার মেয়ে রন্ধনাদি কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা লাভ করেছে।”

বন্ধু। আপনি ভুল করেছেন। ইংরাজ রাজত্বে ইংরাজি না জান্‌লে চলে না; তা ছাড়া ইংরাজী শিক্ষায় আমাদের প্রাচীন সঙ্কীর্ণতা দূর হয়। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকগণ এই উদার শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন; এবং সেই কারণেই আমাদের দেশের এত অধঃপতন।

হরকান্ত। বাবা, তোমরা ছেলেমানুষ, তোমাদের সহিত তর্ক করা আমার উচিত নয়। যাহা প্রয়োজনীয় মনে করেছি সেরূপ শিক্ষা দিতে আমি প্রাণপণ পরিশ্রম করেছি। সে সব কথা এখন থাক্; বয়স হ’লে ক্রমশঃ সব বুঝতে পার্‌বে!

একজন প্রতিবেশী হরকান্ত বাবুর কথা শেষ হইতে না হইতেই সে প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন-- “ও সব কথা ছেড়ে দিন; মেয়েটি কেমন দেখলেন বলে গেলে আমরা একটু নিশ্চিন্ত হ’তে পারি।”

বন্ধু। কন্যাটি সুন্দরী বটে!

হরকান্ত। ত্রিলোচন বাবু বড় লোক, আমি অতি দরিদ্র; আমার অর্থাদি দিবার সামর্থ নাই। বাবা, তোমরা আজকাল শিক্ষিত হয়েছ; তোমাদের হৃদয় উন্নত হয়েছে; যাতে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায় হ’তে উদ্ধার পেতে পারে সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখ্‌তে অনুরোধ করি।

বন্ধু। দেনা পাওনার সম্বন্ধে আমাদের কোনও হাত নেই; কারণ, পিতার উপর পুত্রত কোনও কর্ত্তৃত্ব কর্ত্তে পার্‌বে না! অন্য বিষয়ে

আমরা কর্ত্তাবাবুর মত করাতে চেষ্টা করব, এর বেশী কিছুই বল্‌তে পারি না। এখন আমরা বিদায় নিতে চাই।

দেবেন্দ্র ও তাহার বন্ধুগণ হরকান্ত বাবুর নিকট বিদায় লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক সুন্দর সরোবরের তীরে বসিয়া এই প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছে, এমন সময়ে রামের মা ধীরে ধীরে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমাদের বাড়ী কোথা বাবা ?"

দেবেন্দ্র। আমাদের বাটী রুদ্রপুর গ্রামে।

রামের মা। তোমরা বুঝি হরকান্তর মেয়েকে দেখতে গেছলে ?

দেবেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যা।

রামের মা। দেখে পছন্দ হ'লো, বাবা ?

দেবেন্দ্র। হাঁ, এক রকম পছন্দই বটে।

রামের মা। তুমি, বাবা, রাজার ছেলে; তোমার আবার সুন্দরী কন্যার অভাব কি ? হরকান্তর মেয়ে দেখতে মন্দ নয় বটে, কিন্তু, যে রূপ লক্ষণ, তাতে মেয়ের বিধবা হবার সম্ভাবনা।

দেবেন্দ্র। আপনি জ্যোতিষ জানেন কি ?

রামের মা। না, বাবা, লক্ষণ দেখে বুঝতে পারি।

দেবেন্দ্র। কি লক্ষণ দেখে বুঝলেন যে মেয়েটি বিধবা হবে ?

রামের মা। অমন প্রতিমার মত নাক, মুখ, চোথ ভাল নয়।

দেবেন্দ্র। তবে কি আপনি বল্‌তে চান যে খাঁদা-বোঁচা, চোখ-কুঠুরে হ'লেই ভাল লক্ষণ ?

রামের মা। না বাবা, তা নয়; ভবকান্ত গরীব লোক। দরিদ্রের বাড়ীতে কি রাজার ছেলের বিবাহ সাজে?

দেবেন্দ্র। সে ভাবনা আপনার কেন?

রামের মা। বাবা, এটা আমার অভ্যাস। পরের যাতে ভাল হয়, তারজন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি। তা না হ'লে তোমাকে এত কথা বলবার আবশ্যক কি?

দেবেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে, কিন্তু, আপনার ন্যায় পরোপকারী স্ত্রীলোকের সংখ্যা আজকাল কিছু ক'মে আসছে।

রামের মা। ঠিক বলেছ বাবা! আজকাল মাগীগুলো দেমাকের ভরে কথা কইতে চায় না।

দেবেন্দ্র। তারাত আর আপনার মত পরোপকার করতে জানে না।

রামের মা। আমি যা বলেছি, মনে আছে ত, বাবা?

দেবেন্দ্র। অত মূল্যবান্ কথা কি এত শীঘ্র ভুলে যেতে পারি!

রামের মা। তোমার মাকে বলো যে কন্যাটীর লক্ষণ ভাল নয়। রামের মা ব'লে সেই গ্রামে একজন ব্রাহ্মণের বিধবা স্ত্রীলোক থাকে, তার জানাশুনা, অনেক ভাল মেয়ে আছে, তাকে বল্লে সে খুব সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে যোগাড় ক'রে দেবে।"

দেবেন্দ্র। যে আজ্ঞে, এখন আমরা চল্লুম।

রামের মা। একটু থামো বাবা, আর একটা কথা বলে দিই।

দেবেন্দ্র। কি বল্‌বেন শীঘ্র বলুন।

রামের মা। তুমি তোমার মা বাপকে যা বল্লুম বলতে পারবে? না, তোমার বাপের কাছে গ্রামের একজন ভদ্রলোক পাঠিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করবো?

দেবেন্দ্র। না, না, আপনার অত পরিশ্রম করতে হবে না, যতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।

দেবেন্দ্র বন্ধুগণ সহ গৃহাভিমুখে, এবং রামের মা হর্ষোৎফুল্ল মনে গ্রামের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের কথাবার্ত্তা একরকম স্থির হইয়া গিয়াছে। ত্রিলোচন বাবু নগদ টাকা কিছুই চান নাই বটে; কিন্তু, সালঙ্কারা কন্যাদান শাস্ত্রসম্মত বলিয়া তিনি হরকান্ত বাবুকে কন্যার অলঙ্কার দিতে বলিয়াছিলেন। অলঙ্কার পাছে ত্রিলোচন বাবুর মনোমত না হয় এই ভয়ে হরকান্ত নগদ টাকা দিবার বন্দোবস্ত করেন। হরকান্তের অনেক অনুনয় বিনয়ে ও নিজ গৃহিণী ও পুত্রের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ত্রিলোচন বাবু অবশেষে দুই হাজার টাকা গ্রহণে স্বীকৃত হন। হরকান্ত অতি কষ্টে দেড় হাজার টাকা যোগাড় করিলেন, এবং আর পাঁচশত টাকা কিছুতেই সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

হরকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "শুনেছি ত্রিলোচন বাবু অত্যন্ত ভদ্র এবং পরোপকারী, পরদুঃখ দূর করতে সর্ব্বদা সচেষ্ট। যদি একান্তই সমস্ত টাকার যোগাড় না হয়, বিবাহের দিন রাত্রে তাঁকে অনুনয় বিনয় ক'রে বল্লে আমার বিশ্বাস তিনি অসন্তুষ্ট হবেন না।"

পত্নীর বাক্যে হরকান্ত আশ্বস্ত হইয়া বিবাহোপযোগী সমস্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন। পাড়ায় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল যে, রাজা বিশেষ মহাধনী ত্রিলোচন বাবু এমন অমায়িক যে দরিদ্র হরকান্তের

কন্যার সহিত স্বীয় একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিতেছেন! সকলেই তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। হরকান্তের স্ত্রীর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। ধনীলোকের বাড়ীতে কিরূপে মনস্তুষ্টি করিতে হইবে, স্বামীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বামীর প্রিয় পাত্রী হইতে পারিবে, তিনি যত্ন সহকারে গৌরীকে সেই সমস্ত উপদেশ দিতে লাগিলেন।

আজ গৌরীর বিবাহ। গৌরীর মা গৌরীকে বেশ ভূষায় সুসজ্জিত করিয়াছেন। পাড়ার বালিকা, কিশোরী, যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধাগণ সকলেই হরকান্তের বাড়ী উপস্থিত; আজ দরিদ্রের গৃহ আনন্দ-কোলাহলে পরিপূর্ণ; কিন্তু গৌরীর বদন-মণ্ডল যেন করাল রাহুগ্রাসে মলিন ভাব ধারণ করিয়াছে। পাড়ার সমবয়স্কা বালিকাগণের কেহ কেহ বলিতেছে--"ভাই, এমন আনন্দের দিনে কেন তুমি মুখ খানি মলিন করে রয়েছ? এমন শুভদিনে বিষণ্ণ থাকতে নেই। আমরা এলাম তোমার বিয়ের আনন্দ করতে, আর তুমি রইলে মুখ ভার ক'রে! সকলেরই, ভাই, বিয়ে হয়. সবাইকেই শ্বশুর ঘরে যেতে হয়।"

গৌরীর মাতার সমবয়স্কা একটী প্রৌঢ়া গৌরীর মস্তক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে বলিলেন--"আহা, বাছা সমস্ত দিনটী উপোস্ ক'রে আছে--চাঁদ মুখ খানি শুকিয়ে গেছে, তার উপর মা-বাপের আদরের মেয়ে, তাদের ছেড়ে কাল শ্বশুর বাড়ী যেতে হ'বে, এই চিন্তায় বাছার মুখখানি কাদ কাদ হ'য়ে রয়েছে!"

গৌরীর মুখখানি মলিন দেখিয়া এইরূপ নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল; কিন্তু, গৌরীর প্রাণে যে কি কারণে কি ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল, অন্তর্যামী ভগবান ভিন্ন আর কাহারও তাহা জানিবার সাধ্য ছিল না।

নবম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা সমাগত। পাচক ব্রাহ্মণগণ নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুরমহিলাগণের উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া এক শ্রুতিসুখাবহ আনন্দ-কোলাহলে গৃহ প্রাঙ্গন মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। বাহিরে বৈঠকখানায় বরের বসিবার মনোজ্ঞ আসন বিস্তীর্ণ হইতেছে, গৃহদ্বার দীপাবলীতে সুসজ্জিত করা হইতেছে, বৈঠকখানার প্রাঙ্গনে বৃহৎ সামিয়ানা টাঙ্গান হইতেছে; চতুর্দ্দিকে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছে।

বিশুদ্ধচরিত্র, পরোপকারী যুবক ব্রজেশ্বর সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিতেছেন। এমন সময় অদূরে বিপুল বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল, সকলেই 'বর আসিতেছে' 'বর আসিতেছে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, অন্তঃপুরে মহা কলকল ধ্বনি উত্থিত হইল, শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, মহা সমারোহে বর আসিয়া উপস্থিত হইল। বরযাত্রিগণকে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করা হইল। বিবাহের লগ্ন রজনীর শেষ ভাগে; অতএব বিবাহের পূর্ব্বেই উভয় পক্ষের লোকজনের আহারাদির ব্যবস্থা করা হইল।

বিবাহ ভিন্ন অন্য সমস্ত কার্য্য মিটিয়া গেলে হরকান্ত সসম্মানে ত্রিলোচন বাবুকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন, এবং স্বীয় শয়নকক্ষে বসাইয়া অতি বিনীত ভাবে তাঁহার করদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন, "আজ আপনি কন্যাদায় হ'তে উদ্ধার করে আমাকে চিরদিনের জন্য কিনে রাখলেন। আপনার পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হ'বে ইহা আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই। আপনি মহানুভব, তাই এই দরিদ্রের কন্যাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন। আমি দরিদ্র হ'লেও কুবের-তুল্য ধনী ত্রিলোচন বাবু এখন আমার পরমাত্মীয়। আমি এখন আপনার সম্পূর্ণ আশ্রিত ও শরণাগত।"

ত্রিলোচন বাবু একটু গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন,—"জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ মানুষের করায়ত্ব নয়; সময়ে সময়ে অঘটনও ঘটে যায়। এতে আর আমার মহত্ত্ব কি আছে? এজন্য আপনার এত কাতরতা দেখাবার দরকার কি?"

হরকান্ত। আপনি যখন দয়া করে আমার কন্যাটীকে গ্রহণ করতে স্বীকার করেছেন, তখন আর বিশেষ কাতরতার কারণ কিছুই নাই, তবে

ত্রিলোচন। তবে কি? খুলেই বলুন না।

হরকান্ত। বলতে আমার জিহ্বা আটকে আসছে!

ত্রিলোচন। কেন? এমন কি কুবাক্য বলবেন যে আপনার জিহ্বা জড়িয়ে পড়তে পারে?

হরকান্ত। আজ্ঞে, কুবাক্য কিছুই নয়, যদি আশ্রয়চ্যুত না করেন তবেই আমার বলতে সাহস হয়।

ত্রিলোচন। ভয় কি, বলেই ফেলুন না কেন!

হরকান্ত। আপনি অত্যন্ত দয়া করেই আমার নিকট দু'হাজার টাকা নেবেন বলেছিলেন।

ত্রিলোচন। হাঁ, যা বলেছি তার আর অন্যথা হবে না। আমি এত নীচমনা নই যে যা স্বীকার করেছি এখন তার চেয়ে বেশী দাবী করবো, সে বিষয়ে আপনার কোনও ভয় নেই।

হরকান্ত। আপনার উচ্চ হৃদয়ের উপযুক্ত কথাই ত এই। তবে আমার একটু ত্রুটি আছে; সেই ত্রুটি মার্জ্জনা করতে হবে। বিবাহের দিন স্থির হবার পর স্বীকৃত অর্থ সংযোগের জন্য জমী, যায়গা সমস্ত বন্ধক

দিয়েছি ; কিন্তু, তাতেও দেড়-হাজার টাকার বেশী সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার এই ত্রুটি মার্জ্জনা করতে হ'বে।

ত্রিলোচন। স্বীকৃত অর্থ সংগ্রহ করতে পারেননি এ কথা পূর্ব্বে বলেন নি কেন ?

হবকান্ত। বলতে সাহসে কুলায় নি।

ত্রিলোচন। বামন হয়ে চাঁদ ধরতে সাহস হয়েছে, আর এই সামান্য কথাটা সাহসে কুলাল না ?

হবকান্ত। আমি আশা করেছিলাম আপনি যখন দুই হাজারে স্বীকৃত হয়েছেন, তখন দেড় হাজার পেলেও বিশেষ আপত্তি করবেন না।

ত্রিলোচন। কেন, দুই হাজার আর দেড় হাজার কি একই কথা ?

হবকান্ত। আপনি ধন-কুবের, আপনার পক্ষে এক বই কি ? আপনি আমার নিকট কন্যার অলঙ্কার মাত্র চেয়েছিলেন, কারণ শাস্ত্রানুসারে সালঙ্কারা কন্যা দান করতে হয়। আমি আপনার মনোমত উপযুক্ত অলঙ্কার দিতে অসমর্থ বলে যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য ধরে দিতে স্বীকৃত হয়েছিলাম ; উহা আমার অবস্থার অতিরিক্ত হ'লেও আপনার অবস্থার অনুরূপ নয়, তাতেই আপনি যখন সম্মত হয়েছিলেন, তখন আমার আশা হয়েছিল, এরূপ উন্নতমনা ব্যক্তি দুই হাজারের পরিবর্ত্তে দেড় হাজার টাকা পেলেও বিশেষ অসন্তুষ্ট হবেন না।

ত্রিলোচন। আপনিত দেখছি ভয়ানক জুয়াচোর !

হরকান্ত। আজ্ঞে, জুয়াচুরি কিছু মাত্র করিনি, —করবার ইচ্ছে ও নাই।

ত্রিলোচন। যা দিবেন বলে স্বীকার করেছেন এখন কায়দায় পেয়ে যদি তা না দেন তবে জুয়াচুরি ভিন্ন আর কি বলা যেতে পারে ?

হরকান্ত। আমার সম্পত্তির মূল্য চার পাঁচ হাজার টাকা হবে। আশা করেছিলাম সমস্ত সম্পত্তি বন্ধক দিয়ে অন্ততঃ দু' হাজার টাকাও পাব। সেই জন্য আপনার নিকট দু' হাজার টাকা দিতে স্বীকার করেছিলাম ; কিন্তু, বহু চেষ্টা করেও দেড় হাজার টাকার বেশী পাইনি।

ত্রিলোচন। গৃহিণীই যত অনর্থের মূল। প্রথমেই বলেছিলাম ছোট লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা করলে পরিণামে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতেই হবে।

হরকান্ত। আপনার অর্থের অভাব কি? সামান্য অর্থের জন্য কেন এত দুঃখিত হচ্ছেন? আমার যথাসর্ব্বস্ব দিয়েও দু'হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারিনি ; ৫০০৲ টাকা কম নিলে আপনার মতন বড় লোকের কিছুই হবে না ; কিন্তু, একটী কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে মহাবিপদ হ'তে উদ্ধার করা হবে। এই মহৎকার্য্যের মূল্য কি পাঁচ শত টাকা অপেক্ষা অধিক নয়?

ত্রিলোচন। আপনি যে আবার আমায় শিক্ষা দিতে বসলেন! আপনার ন্যায় স্বার্থপর অভদ্র লোক আমি কখনও দেখিনি ; আমি আপনার ঐ চাটু বাক্যে ভুলবার নই। যে কোনও উপায়ে হোক শীঘ্র অবশিষ্ট পাচ শত টাকার সংযোগ করুন ; না হ'লে কিছুতেই আপনার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ হবে না।

হরকান্ত। মহাশয়, আপনাকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত লোক আমি নই। আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন ; আপনার ক্রোধ যে অকারণ সেইটুকু মাত্র আপনাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি বন্ধক দিয়েও দেড় হাজার

টাকা মাত্র সংযোগ করতে অসমর্থ হয়েছি। আর যে আমার কিছুই নেই। যখন অত অনুগ্রহ করে এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হয়েছেন, তখন শুভকার্য্যের অনুমতি দিয়ে আমাকে কন্যাদায় হ'তে রক্ষা করুন।

ত্রিলোচন। আপনি যেরূপ অভদ্র ও নীচ, তাহাতে আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে আমার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হচ্ছে। যাক্ যা হবার হয়েছে, এখন যেমন করেই হোক টাকার যোগাড় করুন,- আমি আপনার কাঁদনি শুনতে চাই না।

হরকান্ত। মহাশয়, আপনাকে বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলছিনা। আমার আর কোনও উপায় নেই।

ত্রিলোচন। আপনার যদি কোন উপায়ই না থাকে, তা হ'লে আমিও নিরুপায়। আমিও পুত্রের বিয়ে দিতে পারি না।

হরকান্ত। আমি দরিদ্র হয়ে আপনার পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে আকাঙ্খা করেছি, আমার এই মাত্র অপরাধ। এই অপরাধে আপনি বিবাহ না দিয়ে বর তুলে নিয়ে যাবেন? এটা কি আপনার ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোকের উপযুক্ত কার্য্য হবে? এমন কাজ করলে কি আপনার সম্মানের লাঘব হবে না?

ত্রিলোচন। দেখ ঠাকুর, তুমি যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা বলছ! তুমি কি জান না কার সঙ্গে কথা কচ্ছ?

হরকান্ত। ক্ষমা করুন মহাশয়, আমার সকল অপরাধ দয়া করে মার্জ্জনা করুন। আমি নিতান্ত বিপন্ন; এ বিপদ হ'তে আমাকে উদ্ধার করুন।

ত্রিলোচন। বারবার একই কথা বলছ? তুমি যত টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছিলে, তত আদায় ক'রে নিলে কি আমার অভদ্রতা হ'বে? আমার টাকা চাই; বাজে কথায় কোন ফল হবে না।

হরকান্ত। যদি একান্তই আমার উপর দয়া না করেন, তবে আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি আপনার নামে লেখা পড়া করে দিচ্ছি, গ্রহণ করুন। তাহার মূল্যও ত চার পাঁচ হাজার টাকা হবে। ইহাতে বোধ হয় আপনার আর কোনও আপত্তি থাকবে না।

ত্রিলোচন। এখানে আমি তোমার বিষয় সম্পত্তি কিনতে আসিনি। বিষয় বিক্রী করতে হয়, অন্যত্র বিক্রী করে আমার প্রাপ্য টাকা আমায় দাও; সব গোল মিটে যাক্।

হরকান্ত। মহাশয়, এমন সময় আর কার কাছে বিষয় বিক্রয় করে টাকা পাব? বিবাহ-লগ্নের বেশী বিলম্ব নাই, আপনি বিবাহের অনুমতি দিন, কাল অন্যত্র বিষয় বিক্রয় করে আপনার সমস্ত টাকা শোধ করবো।

ত্রিলোচন। একটা কথা আছে 'বে ফুরোলে ছাওনায় লাথি।' তুমি আমায় বোকা বুঝিয়ে কান সেরে ফেলবে ভেবেছো? ওসব জোচ্চুরি, আমার কাছে চল্‌বেনা। আমি বিষয়ী লোক, জান?

হরকান্ত। পাঁচজন ভদ্রলোক ডাকছি; তাঁরা আমার কথায় সাক্ষী থাক্‌বেন, তা হলেই ত সব গোল মিটে যায়।

ত্রিলোচন। পাঁচজন ভদ্রলোক সাক্ষী থাকলেই আমি চরিতার্থ হলেম্। তুমি যদি বাকি টাকা না দাও তা হ'লে ত আমার মোকর্দ্দমা করতে হবে; আমি ও সব গোলযোগে থাকতে চাইনে।

হরকান্ত। তবে এক কাজ করুন, যিনি আমার বিষয় বন্ধক রেখেছেন, তিনিও আজ বিবাহ সভায় উপস্থিত আছেন। তাকেই কাল আমি বিষয় বিক্রয় করব। তিনি যদি আপনাকে কাল অবশিষ্ট পাঁচশত টাকা, বা যদি দুই এক শত আরও বেশী চান তাও, দিতে স্বীকৃত হন, তা হ'লে আপনার কোন আপত্তি থাকবে কি?

ত্রিলোচন। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধার কথা! তুমি কি মনে করেছ যে দুই এক শ টাকা বাড়াবার জন্য ত্রিলোচন বাড়ুয্যে তোমার মতন ভিখিরি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে দরদস্তুর করতে এসেছে? আমি আর কিছুতেই এমন ছোট লোকের মেয়ের সাথে পুত্রের বিবাহ দিব না।

ত্রিলোচন বাবু তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে অন্তঃপুর হইতে বহির্ব্বাটীতে আগমন করিলেন। ক্রোধে তাঁহার চক্ষুদ্বয় রক্ত বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, সর্ব্ব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কম্পিত হইতেছিল; নাসিকায় ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছিল। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। ত্রিলোচন বাবু চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "বর উঠাও! এমন ছোট লোকের বাড়ী আমি কিছুতেই ছেলের বিয়ে দিবনা। সভাস্থ ভদ্রলোকগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ রজেশ্বর ত্রিলোচন বাবুর চরণ দুইখানি ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, আপনি ধনে, মানে, জ্ঞানে এ প্রদেশের শির্ষস্থানীয়। আমরা আপনার পায়ে ধরে অনুনয় করছি,—আপনি দরিদ্র ব্রাহ্মণের সমস্ত ত্রুটি মার্জ্জনা করে উন্নত হৃদয়ের পরিচয় দিন। ব্রাহ্মণের অপরাধ যদি ক্ষমার অতীতই হয়, তাঁর কন্যার ত কোনই দোষ নাই। পিতার অপরাধে নিরীহ বালিকার

সর্ব্বনাশ করবেন না! একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখুন, আজ যদি এই বালিকার সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে বর উঠিয়ে নিয়ে যান, তাহ'লে এর বিয়ে হওয়া কঠিন হবে।"

ত্রিলোচন বাবু কাহারও কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বর উঠাইয়া লইয়া স্বদলবলে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে হরকান্তের বাড়ীতে মরা কান্না উঠিল। আনন্দকোলাহল বিষাদরোদনে পরিণত হইল। কন্যার মাতা শিরে করাঘাত করিয়া আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। হরকান্ত মৃৎপুত্তলিকার ন্যায় নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া একপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। প্রতিবেশী প্রতিবেশিনিগণ কেহ বা প্রকৃত দুঃখিত হইয়া, কেহবা কপট দুঃখের ভাণ দেখাইয়া, আনন্দিত অন্তরে নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। যে গৃহ কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আনন্দপূর্ণ রঙ্গালয়ের বেশ ধারণ করিয়াছিল, এক্ষণে সেই গৃহ প্রজাপতির ইচ্ছায় দুঃখপূর্ণ ভয়ঙ্কর শ্মশানদৃশ্য ধারণ করিল।

একখানি সুন্দর ক্ষুদ্র মুখ এত প্রবল ঝড় বৃষ্টিতেও স্থির, ধীর, মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় প্রফুল্ল;—সে মুখখানি গৌরীর। এই অপ্রার্থিত বিবাহে প্রকৃতির প্রবল বাধা উপস্থিত হওয়ায় গৌরীর হৃদয়গগনের মেঘখানি ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। বালিকা শোকাতুরা মাতাকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

পরার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ব্রজেশ্বরও হরকান্তকে নানা প্রকারে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হরকান্তের পুরোহিত হরকান্তকে ব্রজেশ্বরের নিকট হইতে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ হরকান্ত,

যা হবার তাত হয়ে গিয়েছে ; এখন আব বসে বসে ভাবলে কি হবে ? এখন যাতে আজই মেয়ের বিয়ে দিতে পাব, তার চেষ্টা কর।"

হবকান্ত। আজই বিয়ে দেওয়া কিরূপে সম্ভব ?

পুরোহিত। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে ?

হরকান্ত। রাত্রি প্রায় শেষ হয়েছে। বিবাহ লগ্নেব কিছুই বিলম্ব নাই এখন বর কোথা পাব বলুন ?

পুরোহিত। ভগবানেব যদি ইচ্ছা থাকে ববের অভাব হবে না।

হবকান্ত। আজই গৌরীব বিয়ে হ'লে, তা যদি ভগবানেব অভিপ্রেত হ'ত, তা হ'লে কি এরূপ অনর্থপাত হয ? আমি যদি বিষয় বন্ধক না দিয়ে আগেহ বিক্রয় কবে দু' হাজার টাকা সংগ্রহ করে বাখ্‌তাম, তা হ'লে ত আব এরূপ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। সকলই আমার অদৃষ্টেব দোষ।

পুরোহিত। দেখ হবকান্ত, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য। আমাব ধাবণা এ বিবাহ না হয়ে ভালই হয়েছে। নিশ্চয়ই ভগবানের ইচ্ছা অন্য রূপ। তুমি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাব বিপরীত আচরণ করতে গিয়েছিলে, তাই এত দুঃখ ভোগ করতে হ'ল।

হবকান্ত। আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। আজ এত রাত্রে এখনই কোথায় কিরূপে বব পাওয়া যাবে ?

পুরোহিত। বব ত উপস্থিত রয়েছে ; দেখেও দেখতে পাচ্ছ না কেন ?

হরকান্ত। আপনি কি আমায় পাগল পেয়েছেন ? আমাব এই বিপদের সময় এরূপ বিদ্রূপ করা পুরোহিতের উচিত নয় !

পুরোহিত। না হরকান্ত, বিদ্রূপ করব কেন? প্রকৃতই তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র তোমার বাড়ীতেই উপস্থিত আছেন। ব্রজেশ্বর কি তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র নন?

হরকান্ত। ব্রজেশ্বর?

কিছুক্ষণ বিস্মিত ভাবে চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন- -"ব্রজেশ্বরের বংশ পরিচয় ত কিছুই জানিনে।"

পুরোহিত। ব্রজেশ্বরের বংশপরিচয় আমি জানি। ব্রজেশ্বরের সহিত গৌরীর বিয়ে হ'লে বড় সুন্দর মিলন হবে। ব্রজেশ্বর যেমন সুন্দর, তেম্‌নি মধুরপ্রকৃতি।

হরকান্ত। তবে আপনিই এ বিষয়ে ব্রজেশ্বরের মত জিজ্ঞাসা করুন।

পুরোহিত ঠাকুর ব্রজেশ্বরকে নিভৃতে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি একজন শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, দয়ালু ও পরোপকারী যুবক; তাই সাহস করে তোমাকে একটা কথা বল্‌তে চাই।"

ব্রজেশ্বর। আমাকে অযথা প্রশংসা ক'রে লজ্জা না দিয়ে, যা করতে হবে হুকুম করলেই ভাল হয়। আমিত আপনাদের সন্তানের মতন --

পুরোহিত। এই বিপন্ন ব্রাহ্মণ পরিবারকে এই মহাবিপদ হ'তে উদ্ধার করতে হবে।

ব্রজেশ্বর। আমিও এতক্ষণ ভাব্‌ছিলাম কি উপায়ে ইজ্জৎ বজায় রাখা যায়। কিন্তু কোনও উপায়ই মাথায় খেল্‌ছে না। মানুষের উপর মানুষ এত অত্যাচার কর্‌তে পারে এ আমার বিশ্বাস ছিল না। ছি! ছি! হিন্দুজাতি এত ঘৃণিত হয়ে পড়েছে- এত কপট হয়ে পড়েছে---এত অর্থ-লোভী পিশাচ হয়ে পড়েছে যে সহজে এ জাতির উন্নতির আশা নাই!

বলতে লজ্জা বোধ হয়, অত বড় ধনী হয়ে বীর্য্য বিক্রয় করতে বসেও, এত দোকানদারী—এত চশমখোরী—এত পশু-হৃদয়ের পরিচয়!

উভয়ে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিবার পর পুরোহিত ডাকিলেন—"ব্রজেশ্বর।"

ব্রজেশ্বর। আজ্ঞে করুন।

পুরোহিত। তুমিত অবিবাহিত, তুমিই কেন গৌরীকে গ্রহণ কর না? গৌরীর রূপগুণ সবইত তুমি জান।

ব্রজেশ্বর শিহরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—"আমি কি গৌরীর উপযুক্ত? আমি যে কত দরিদ্র তাত আপনারা জানেন!"

পুরোহিত। মনুষ্যত্বের নিকট দারিদ্র্য অতি তুচ্ছ, ব্রজেশ্বর। দরিদ্র হ'লেও গুণে তুমি রাজ-অধিকারের যোগ্য। এ দায় হতে ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করতেই হবে।

ব্রজেশ্বর বহুক্ষণ মৌন রহিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর করিল—"ঠাকুর, আপনার আদেশ পালন করতে আমার অমত নেই। যখন বিবাহ করতেই হবে, তখন গৌরীকে এই অবস্থা হ'তে উদ্ধার করাই উচিত মনে করি।"

পুরোহিত। বাবা! দীর্ঘজীবী হয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন কর। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যত বড় প্রাণ, তত বড় সুখশান্তি হোক।

ঘোর তমসাচ্ছন্ন গৃহমধ্যে সহসা প্রদীপ প্রজ্বলিত করিলে যেমন অন্ধকার দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ এই আকস্মিক শুভ সংবাদে সেই বিষণ্ণ পরিবার সহসা হাস্যোৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে আবার নিরানন্দের আবরণ ভেদ করিয়া আনন্দের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল। কুলাঙ্গনা

মুখে ঘন ঘন শঙ্খধ্বনির সহিত উলুধ্বনি মিশ্রিত হইয়া গৃহপ্রাঙ্গণ আনন্দকোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিল।

গৌরীর বদনে পূর্ব্বের বিষাদ-কালিমা এখন আর নাই। ধনী দেবেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়া যে মলিন আবরণ তাহার সুন্দর বদন মসীবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে বদন পবিত্র ব্রজেশ্বরের সহিত আশু-মিলনের আশায় দেখিতে দেখিতে চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল, ফুলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

শুভ মুহূর্ত্তে বিবাহ আরম্ভ হইল; পুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। প্রতিবেশী, প্রতিবেশিনিগণ শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া দ্রুতপদে হরকান্তের বাড়ী পুনরাগমন করিলেন। নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া গেল।

দশম পরিচ্ছেদ।

তিন চারি বৎসর হইল গৌরীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিবাহের কিছু দিন পরেই তাহার পিতা পরলোক গমন করেন। গৌরীর মাতাও অত্যন্ত রুগ্না হইয়া পড়িয়াছেন। মায়ের সেবার জন্য গৌরীকে এখন বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকটে থাকিতে হইয়াছে। ব্রজেশ্বর অবসর পাইলেই মধ্যে মধ্যে আসিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ও শ্বশ্রমাতার ঔষধ পথ্য প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যান।

ব্রজেশ্বর হরিপুরে যে ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে বাস করিয়া আদরে প্রতিপালিত হইতে ছিলেন, তাঁহার আপন বলিতে একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কন্যাটির এক বৃদ্ধের সহিত বিবাহ হয়; এবং অদৃষ্টের ফলে বিবাহের অল্পকাল পরেই বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণের মৃত্যু হওয়ায় সে মায়ের কোলে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। বৃদ্ধার এই কন্যাটী যুবতী এবং সুন্দরী; তাহার নাম মনোরমা।

মনোরমার সহিত প্রতিবেশিনী হরিদাসী বৈষ্ণবীর অত্যন্ত সদ্ভাব। হরিদাসী ২০ বৎসরের যুবতী; দেখিতে শুনিতেও নিতান্ত মন্দ নয়। সে নৃত্যগীতে অতিশয় নিপুণা, তাহার উপর সুরসিকা। হরিদাসীর গলা ও গান শুনিবার জন্য স্ত্রীলোকগণ—বিশেষতঃ কিশোরী ও যুবতিগণ— উন্মত্ত হইত। এইরূপ নানা কারণে নিকটবর্ত্তী তিন চারি খানি গ্রামে

হরিদাসী বৈষ্ণবীর যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি ছিল। এই হরিদাসীর সহিত বিধবা সুন্দরী যুবতী মনোরমার বড়ই ভাব।

হরিদাসীর ভাবের তরঙ্গে মজিয়া মনোরমাও ভাবিতে শিক্ষা করিয়াছে। কিন্তু, তাহার ভাবের ও অভাবের উচ্ছ্বাস-ক্ষেত্র সেই গৃহখানি; তাহার ভাবের অভিব্যক্তির গণ্ডীও সেই গৃহের সীমায় সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিলেই তাহার সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা। গৃহে ব্রজেশ্বরই একমাত্র অধীশ্বর। এই অধীশ্বরের উপর মনোরমার ভাবের প্রথম রশ্মি পতিত হইল। ব্রজেশ্বর আহার করিতে বসিলে মনোরমার সেই ভাবের পূর্ব্বানুরাগ উথলিয়া উঠিত। সেই উন্মেষ-আবেশে মনোরমা স্থিরনেত্রে ব্রজেশ্বরের মুখপানে চাহিয়া থাকিত; ভাবের আবেশে তাহার অঙ্গ নানাপ্রকারে ভাঙ্গিয়া পড়িত, নয়নের চঞ্চলতা অঞ্চলে আবৃত হইয়া পড়িবার আশায় অস্থির হইয়া উঠিত। ভাবহীন ব্রজেশ্বর এত আড়ম্বরের মধ্যেও মনোরমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। তাঁহার প্রাণ-মন গৌরীর প্রাণের সহিত পূর্ণরূপে মিশিয়া এক হইয়া রহিয়াছে; সে স্থির সমুদ্র সহজে চঞ্চল হওয়া অসম্ভব। ব্রজেশ্বরের ভাবরাজ্যে একমাত্র নারী গৌরী; অন্য রমণীকে তিনি মাতার ন্যায়, ভগ্নীর ন্যায়, সন্তানের ন্যায় দর্শন করিতেন। এইরূপে ব্রজেশ্বর মনোরমার ভাব-রাজ্যে এক নিরাশ অভাবের সৃষ্টি করিয়া এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিলেন।

অগ্নির দাহিকাশক্তি যেমন অগ্নির সহিত চিরবিজড়িত, তদ্রূপ সতীও পতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ; আবার পতিও সতীর প্রেমের বন্ধনে শৃঙ্খলাবদ্ধ। ইহাই রমণীগণের "বশীকরণ মন্ত্র।"

যদি কোনও রমণী প্রেমপাত্রকে চিরবশীভূত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা

কাবেন, তবে এই বশীকরণ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইবে। মনোরমা এই অমোঘ বশীকরণ-মন্ত্র জানিত না, সে নিজের সৌন্দর্য্যমোহে ব্রজেশ্বরকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ব্রজেশ্বরের প্রাণ এই মহাশক্তিময় বশীকরণমন্ত্র-বলে গৌরীর নিজস্ব; তাহাতে আর কাহারও দন্তস্ফুট করিবার অধিকার নাই।

মনোরমা, যে কোনও কারণেই হউক, ব্রজেশ্বরকে ধীরে ধীরে আপন দারবাজ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিল, ধীরে ধীরে তাঁহাকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত মায়াজাল বিস্তৃত করিতে লাগিল। বুদ্ধিমান ব্রজেশ্বর কিছু দিন পরেই তাহা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে বিরক্ত হইলেও, মনোরমার নিষ্ফল যৌবনের এই অসহ্য অভাব-আকাঙ্ক্ষা; এমন হৃদয়-বেদনায় অমোঘ ঔষধানুসন্ধানলালসা, তাঁহাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। তথাপি ব্রজেশ্বর মনোরমার মর্ম্মবেদনায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে দূরে সরিবার নিমিত্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন। মনোরমা পরস্ত্রী, মনোরমা হিন্দুর বিধবা, মনোরমা তাঁহার অস্পৃশ্যা।

দুই বস্তু কখনও এক সময়ে একস্থান অধিকার করিতেই পারে না। গৌরীর প্রেমে স্বার্থের গন্ধ ছিল না, সেই সতী-প্রেমের সর্ব্বময় গন্ধে ব্রজেশ্বর সর্ব্বদাই তন্ময় রহিতেন। নারীর যাহা আদর্শ নারীর যাহা নারীত্ব—তাহার এক কণিকাও গৌরী ব্রজেশ্বরের হৃদয় হইতে দূরে রাখে নাই। পারিজাতের গন্ধে যে কানন ভরপুর, রজনীগন্ধার গন্ধ সে কাননে আসন স্থাপন করিতে পারিবে কেন? অভাবের অভাবে তৃপ্ত রাখিয়া সতীস্ত্রী এইরূপেই পতিকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়, তিল তিল করিয়া আপনা ভুলিয়া পতির জন্য প্রাণের সর্ব্বস্ব দান করিয়া, পতিপ্রাণা হইয়া

পতিপ্রাণা

নিষ্কাম প্রেমের আকর্ষণে পতিকেও সতীপ্রাণ করিয়া তোলে দাম্পত্য জীবন এমনই করিয়া দুই-দেহে-এক-প্রাণে পরিণত হয় জীবনে মরণে একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব চঞ্চল হইয়া পড়ে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাত হইলে ত্রিলোচন বাবুর স্ত্রী বধূমুখ নিরীক্ষণ করিবেন। রাত্রি প্রায় ১টা বাজিয়াছে, এখনও তিনি শয়ন করেন নাই। বিবাহ উপলক্ষে তাহার বাটীতে যে সকল আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়াছেন, তাহাদের সহিত নানা প্রকার কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; এমন সময় বহি-র্বাটীতে একটা গোলযোগ উঠিল। একজন পরিচারিকা দৌড়িয়া আসিয়া গৃহিণীকে সংবাদ দিল "বিবাহ হয় নাই, বর ফিরিয়া আসিয়াছে।" গৃহিণী এই মর্ম্মভেদী অশুভ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহারা সকলেই জাগিয়া উঠিল। অন্তঃপুরে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কেহ চোখ্ রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল "আমি যে জানি, মেয়েটা দেখ্‌তে ভাল হ'লে কি হবে, ওর বাপ যে একঘরে; বাবু বোধ হয় তার বাড়ীতে গিয়ে একথা জান্‌তে পেরেছেন।" কেহবা বলিল "না, না,---তা নয়। অনেক দিন পূর্ব্বে মেয়ের মায়ের কলঙ্ক রটনা হয়েছিল," কেহবা সে কথায় বাধা দিয়া বলিল "না, না, ও সব কথা নয়, আমি ঐ গ্রামেরই রামের মা নাম্নী এক ধার্ম্মিকা সম্ভ্রান্তবংশীয়া বর্ষীয়সীর মুখে শুনেছি যে উঁহাদের বংশের কোন দোষ নাই বটে, তবে অত্যন্ত দরিদ্র; মেয়েটাও দেখ্‌তে ভাল, কিন্তু উরুদেশে কুষ্ঠব্যাধির সূত্রপাত হয়েছে। বাবু বোধ হয় এই কথা কাহারও মুখে শুনে থাকবেন, তাই

বিবাহ না দিয়ে বর ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন।” এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল ; কিন্তু, গৃহিণীর ক্রন্দন থামিল না। তাঁহার আজ বড় আশায় বাজ পড়িয়াছে ! তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রিয়পুত্র দেবেনকে ডাকিতে পাঠাইলেন। দেবেন বিমর্ষভাবে মাতার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল। দেবেন পিতার এইরূপ কার্য্যে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, কারণ তাহার একান্ত বাসনা ছিল যে অসামান্য রূপলাবণ্যবতী গৌরীকে বিবাহ করে। দেবেন মাতার পার্শ্বে উপবেশন করিলে, মা তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন “আহা। বাছা আমার সমস্ত দিন উপবাসী আছে ; মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে।” মাতা পাচক ব্রাহ্মণকে শীঘ্র খাবার আনিবার অনুমতি করিলেন। পাচক নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া দেবেনের সম্মুখে রাখিল। দেবেন প্রথমে খাইতে অস্বীকার করিল ; কিন্তু মায়ের অনুরোধে না খাইয়া পারিল না। আহারের পর দেবেন্দ্রনাথ শয়নাগারে গমন করিয়া অতিশয় যাতনায় কোনও প্রকারে রাত্রি কাটাইয়া দিল। ত্রিলোচন বাবু অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একেবারেই শয়নকক্ষে গমন করিলেন, গৃহিণীও খাদ্যদ্রব্য হস্তে লইয়া স্বামী-সেবার্থ তাঁহার অনুগমন করিলেন, এবং স্বামীর ভোজনান্তে এই দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ত্রিলোচন। আমিত পূর্ব্বেই বলেছিলাম, দরিদ্রের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলে আমায় অপমানিত হ'তে হবে। কিন্তু তোমার জেদে প'ড়ে আমার যথোচিত শিক্ষা হয়েছে। শাস্ত্রে বলে “স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।”

ত্রিলোচনের স্ত্রী। বিবাহ হ'ল না কেন ?

ত্রিলোচন। কাল সে কথা বলব, আজ অনেক রাত হয়েছে।

স্ত্রী। আজই বল্‌তে হবে। না শুন্‌লে আমার ঘুম হবে না।

ত্রিলোচন। তুমিত শুনেছ ব্রাহ্মণ অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে অতি সামান্য দুই হাজার টাকামাত্র দিতে স্বীকার করে ছিল।

স্ত্রী। হাঁ, তাত শুনে ছিলাম।

ত্রিলোচন। বিবাহের লগ্ন শেষ রাত্রে ছিল; কাজেই প্রথমেই সমস্ত লোকজন খাওয়ান হ'য়ে গেল; তারপর আমায় ভিতর বাটীতে নিয়ে গিয়ে দেড় হাজার টাকার বেশী দিতে পারবে না বলে অনেক অনুনয় করতে লাগ্‌ল। একেই ত দরিদ্রের সহিত কুটুম্বিতা করবার আন্তরিক ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না; তার উপর আবার পাঁচশত টাকা কম দিতে চাইল, কাজেই বিবাহ বন্ধ করতে বাধ্য হলাম্।

স্ত্রী। হা পোড়া কপাল। এই সামান্য কারণে বিবাহ বন্ধ করলে? বিবাহে পণ বা অর্থ নেওয়া হবে না বলে যে সব সভাসমিতি করলে সবই মুখের কথা দেখ্‌ছি। তোমাদের সবই ফাকা! অগাধ ঐশ্বর্য্যশালী হ'য়েও তুমি ৫০০্ টাকার মায়া ছাড়্‌তে পারলে না, অথচ তুমি একজন প্রধান দেশ-হিতৈষী, একজন মুখ্য সমাজপতি? ছি! ছি! বিবাহ দিতে গিয়ে ফিরে আসাটা কি অত্যন্ত ছোট লোকের কাজ হয় নি?

ত্রিলোচন। আমার আদৌ ইচ্ছে ছিল না; তোমার জেদেইত বিবাহ দিতে সম্মত হয়ে ছিলাম।

স্ত্রী। আমার জেদ ত তুমি খুবই রেখে এসেছ। এমনই রক্ষে করেছ যে লোককে মুখ দেখান ভার হয়ে উঠ্‌বে।

ত্রিলোচন। তা' আমার আর অপরাধ কি?

স্ত্রী। তোমার অপরাধ! ৫০০্ টাকার জন্য একটী অসহায়

ব্রাহ্মণ-কন্যার সর্ব্বনাশ সাধন ক'রে এসে অম্লান বদনে জিজ্ঞাসা কচ্ছো "আমার কি অপরাধ?" দরিদ্রের কন্যাদায় উদ্ধারের জন্য লোকে কত অর্থ দান করে, আর তুমি, তুমি কি করে এসেছ একবার ভেবে দেখ দিকি! তুমি আমার গুরুজন, তোমার অপরাধের কথা বলতেও আমার লজ্জা করে। তোমার মতন এত বড় লোক, সামান্য ৫০০৲ টাকার জন্য এরূপ ঘৃণিত কার্য্য করতে পারে—তোমাদের বক্তৃতা শুনে সে ধারণা কখনো মনে স্থান দিতে পারিনি! ভেবে দেখ দিকি---আজ রাত্রেই যদি কন্যাটীর বিবাহ না হয়, তবে তার বিবাহ হওয়া কত কঠিন হবে। আর এই রাত্রেই বিবাহ দেওয়া সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে অসম্ভব। তুমি জিজ্ঞাসা কচ্ছো---তোমার কি অপরাধ? তুমি যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যার জাতি নাশ করে এসেছ, সে বিষয়ে তোমার চৈতন্য নাই! ছি! ছি!!

ত্রিলোচন। থাক্ ও সব কথা, এখন ঘুমিয়ে পড়, রাত হয়েছে।

গৃহিণী। কত রাত হবে কত রাত যাবে, কিন্তু, তোমার এ কলঙ্ক কিছুতেই ঘুচ্‌বে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পাশ্চাত্য সভ্যতায় সুসভ্য, পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার অনুকরণপ্রিয় এক মহাধনী কন্যার সহিত দেবেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নব্যশিক্ষিতা নববধূর চালচলন, আচার ব্যবহার সকলই সুমার্জ্জিত। সমাজের আবর্জ্জনাগুলি বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত সে সর্ব্বদাই সমার্জ্জনী ধারণ করিয়া থাকে। এদিকে দেবেন্দ্রনাথের মাতা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কন্যা, খাঁটি হিন্দু ঘরের নিকষ পাথরে ঘসিয়া মাজিয়া তিনি নৈকষ্য কুলীন। লক্ষ্মী ঘরে অধিষ্ঠিত হওয়া অবধি তাহার রকম সকল দেখিয়া দেবেন্দ্রের মাতার প্লীহা চমকিয়া উঠিতে লাগিল তিনি মনে মনে বুঝিলেন, এই শ্বশুরের যোগ্য বধূ লইয়া, হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়া, মান ইজ্জৎ ভুজনে ঠিক রাখিয়া, সংসার করা সম্ভবপর হইবে না। দেবেন্দ্রের মাতা গৌরীর কথা মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন। বধূকে প্রার্থিত পথে শিক্ষা দিতে গেলে, শাস্ত্রের কথা শুনাইতে বুঝাইতে গেলে, সে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া বলে "আপনি অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন।"

শ্বশ্রূ। মা! আমরা সর্ব্বোচ্চ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেছি; ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার রক্ষা করা আমাদের উচিত।

বধূ। উচ্চ বংশ, নীচ বংশ আবার কি? ঈশ্বরের সৃষ্ট সমস্ত জীবই সমান।

শ্বশ্রূ। মা! সে জ্ঞান কি তোমার হয়েছে?

বধূ। আমি পুস্তকে পাঠ করেছি।

শ্বশ্রু। পুস্তকে কি হবে মা? সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান লাভ করতে প্রাণপণ সাধনার আবশ্যক।

বধূ। আমার কতকটা হ'য়েছে বুঝতে পারি।

শ্বশ্রু। কিসে বুঝলে?

বধূ। আমার যদি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় ব্যক্তির সহিত বিবাহ হ'ত, তা' হলেও আমি অসুখী হ'তাম না; এখনও আমি ভিন্ন জাতীয় লোকের অন্ন গ্রহণ করতে পারি, তাহতে কিছুমাত্র ঘৃণা বোধ করি না।

শ্বশ্রু। ছি, ছি! ও সব কথা মুখে এনো না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হ'য়ে ও সব চিন্তা করলেও পাপ হয়। আহারে, বিহারে ব্যভিচার করলেই কি উন্নত হওয়া যায়? ওটা অধঃপাতের সূত্রপাত। তোমার পিতা তোমাকে যদি একজন ভদ্রবংশীয় দরিদ্রের সহিত বিবাহ দিতেন, ভেবে দেখ দেখি তাহ'লে কি তুমি সন্তুষ্ট হ'তে পারতে? সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান বহুদূরের কথা। সাবিত্রী রাজকন্যা হয়েও বনবাসী দরিদ্রকে পতিত্বে বরণ করে ছিলেন। সীতা রাজকন্যা—রাজবধূ হয়েও পতির সহিত অকাতরে অরণ্যবাস-ক্লেশ সহ্য ক'রে ছিলেন। বেহুলা বিবাহরাত্রে-মৃত স্বামীর মৃতদেহ বক্ষে ধারণ করে ভেলা অবলম্বনে নদীতে ভেসে ভেসে কত কঠোর সাধনার পর পতির পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হয়ে ছিলেন! আরও কত শত আর্য্যরমণী এদেশের শিক্ষা-প্রভাবে এমন অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশীয় স্ত্রীলোক ধারণায় আনতেও অক্ষম। এখনও সেই সমস্ত উপাদান আমাদের হৃদয়ের অণুপরমাণুতে

নিশ্রিত আছে। বিষম উপাদানের সাধনায় বৈষম্য উপস্থিত ক'রে পথহারা শান্তিহারা না হ'লে, তাঁদের আদর্শে জীবন গঠিত করতে চেষ্টা কর ; যদি তাঁদের গুণগ্রামের কণিকামাত্রও লাভ করতে সক্ষম হও, তোমার রমণী-জীবন ধন্য হবে, ইহকালে ও পরকালে কখনও তোমার সুখ শান্তির অভাব হবে না। বিজাতীয় ভাবে গঠিত হ'য়ে আমাদের জাতি-ধর্ম্মে অবিশ্বাসিনী হয়েছ, এ অবিশ্বাস দূর কর। তোমরা অর্দ্ধ-বিদ্যা-ভয়ঙ্করী। তোমরা, আমাদের জাতিধর্ম্ম চাল-চলন যতটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখ, বিলাতী লোকেরাও ততটা দেখেননা। তোমরা তাদের অনুকরণ করতে গিয়ে তাঁদের মনুষ্যত্বের সন্ধান করতে পারনি, শুধু নিজের মনুষ্যত্ব টুকুই হারিয়ে বসেছ। এ মোহ ত্যাগ কর। হিন্দুর গৃহে প্রায় নিত্যই পূজা পর্ব্ব হয়ে থাকে, সেই সকল যথাবিহিত সম্পন্ন করে মহালক্ষ্মীরূপে গার্হস্থ্যজীবন সুখশান্তিময় করে তোল। পাশ্চাত্য স্ত্রী-স্বাধীনতার উশৃঙ্খল ভাবাংশ নিয়ে হৃদয় গঠন করো না। আমার অবর্ত্ত-মানে এই সংসারের ভার তোমাকেই নিতে হ'বে। যাতে আপন সংসার সুখে-শান্তিতে পূর্ণ করতে পার, এখন হ'তেই তা যত্নের সহিত শিক্ষা কর। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ ক'রে সাংসারিক কার্য্যে আমার সহায়তা করতে আরম্ভ কর। দেখ, আমার এত দাসদাসী সত্ত্বেও আমি সংসারের সব কাজ নিজে দেখি এবং সকলের আহারের পর নিজে ভোজন করি। তুমিও এই সমস্ত শিক্ষা করলে সুখী হ'তে পারবে। কেন, আমি কি ভোগবিলাসে মত্ত থেকে অন্যের সুখশান্তিতে উদাসীন থাকতে পারি না? পারি; কিন্তু, আমার উপর যারা নির্ভর করে, আমার সংসারের ছায়ায় যারা বাস করে, তা'দিগকে

সুস্থ, শান্ত, তৃপ্ত না করে অন্নজল গ্রহণ করতে আমার তৃপ্তি হয় না ; দশ-জনকে তৃপ্ত করেই আমার তৃপ্তি। এইরূপ তৃপ্তিই আমাদের সংসারের ধর্ম্ম। তুমি একবার এসকলের ভিতরে ঢুকতে পারলে বুঝতে পারবে এ সংসারে কত শান্তি।"

দেবেন্দ্রের স্ত্রী কাণ পাতিয়া এই সকল উপদেশ শুনিত, এবং অবজ্ঞার সহিত একটু হাসিত। রন্ধনাদি গৃহকার্য্য পরিদর্শন সামান্য দাস দাসীর কার্য্য বলিয়াই তাহার ধারণা ছিল। সে প্রাতঃকালে শয্যা-ত্যাগ করিয়া প্রথমে 'চা' পান করিত, তার পরে কেশ ও বেশ বিন্যাস করিয়া পিয়ানো বা হারমোনিয়ম সহযোগে একটু গান গাহিত; কিম্বা "ঝুর্ ঝুরে বয় মলয় পবন, কোথায় আমার জীবন রতন" ইত্যাদি প্রকারের পদ্য রচনা করিয়া, যে সমস্ত হিন্দু স্ত্রী সংসারে শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী, দেবর ও বালক বালিকাগণের সেবা-শুশ্রূষা এবং পূজা-আহ্নিক-অতিথি-সৎকারাদি করিয়া সময় অতিবাহিত করেন, তাহাদের অপেক্ষা নিজেকে একটু উচ্চতর মনে করিত, এবং দেবেন্দ্রের মাতাকে বলিত "দেখুন, আজ কাল মাসিক পত্রিকায় যত পদ্য দেখতে পান সবই প্রায় শিক্ষিতা রমণীগণের লিখিত। এর চেয়ে আপনি আর কি উন্নতি চান? এতদিন সমাজের অর্দ্ধ অঙ্গ অসাড় ছিল, এখন সে অর্দ্ধাঙ্গও সবল হওয়ায় সমাজ পূর্ণবেগে উন্নতির পথে ধাবিত হ'তে পারবে।"

দেবেন্দ্রের মাতা বধূর ভাবগতিক দেখিয়া যদিও তাহার কার্য্যে প্রায়ই প্রতিবাদ করিতেন না, তথাপি হাজারও হউক স্ত্রীলোক, মাঝে মাঝে উত্তর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি বধূর কথা

শুনিয়া বলিতেন "পূর্ব্বে সমাজের অঙ্গ অসাড় ছিল, না এখন তোমাদের মত অপূর্ব্ব-শিক্ষিতা রমণীগণের আবির্ভাবেই অসাড় হয়ে পড়েছে? পূর্ব্বে স্ত্রীলোকগণ মহাবিপদের সময় তরবারি পর্য্যন্ত ধারণ করেছেন; আপন হাতে রন্ধনাদি করে স্বামী-পুত্রকে যত্ন আদরে খাইয়ে তৃপ্ত করে নিজে তৃপ্ত হয়েছেন, আবার প্রয়োজন হ'লে সেই হস্তে অস্ত্রধারণ করে, পাপীর বিরুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে ভীষণ শক্তি প্রয়োগ করেছেন। সে চরিত্রবল, সে শক্তি, সে প্রাণের উদারতা তোমাদের কয় জনের আছে? এই বিভিন্ন ভাবের কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করেও এদেশে মৈত্রেয়ী,গার্গী, খনা,লীলাবতীর প্রভৃতির ন্যায় বিদুষী স্ত্রীলোক জ্ঞান-প্রচারে জগৎকে তন্ময় করেছিলেন। আর তোমাদের আমলে এখন পুরুষদের দু'টী ভাতের জন্য ও লালায়িত হ'য়ে প'ড়তে হ'য়েছে। যাদা বাড়ীতে তোমার মত শিক্ষিতা পত্নী এসেছেন, তাদের ঘাড়ে হুকো গড়াবার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদিগকে অর্থ উপার্জ্জন হাটবাজার প্রভৃতি পুরুষের কার্য্যও করতে হবে, আবার রন্ধন,পরিবেশন, সন্তান-পালন ইত্যাদি স্ত্রীলোকের কার্য্যেরও সাহায্য এবং ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একদিন পাচক ব্রাহ্মণ না আসলে তোমাদের চক্ষু চড়ক গাছে উঠে। হয়ত বাজারের খাবার দিন কাটাতে হয়, না হয় হোটেল না, না, হোটেল ত খোলা পড়েই আছে। এসব কি সংসারের ব্যবস্থা, না সংসারী লোকের এমন চাল চলন শোভায়? নিজের স্বামীকে, নিজের পেটের সন্তানকে, যদি দু'টী ভাত বেঁধে দিতে না পারলে, নিজের শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর,ভাশুর,দাস,দাসীকে,যদি যত্ন আদর করে পালন করবার ক্ষমতা না রাখলে, তাহ'লে তোমাদের দ্বারা হিন্দুসমাজের কোন

অন্ধ অঙ্গ বলবান হ'চ্ছে বুঝিয়ে দিতে পার ?. আমরাত দিবা চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি, তোমাদের কাজ-কর্ম্ম চাল-চলন হাব-ভাবের এই ধারায়, আমাদের সংসার আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম কর্ম্ম--এমন অসাড় হ'য়ে পড়্‌ছে যে, কিছুদিন এই ভাবে চল্‌লে. ঐ অঙ্গে বল ফিরে আসা অসম্ভব হ'য়ে পড়্‌বে। "ফুর্ ফুরে বয় মলয় পবন লিখেই সংসারের ভাবী উপকার ক'রে ফেল্লে মনে করো না।"

শাশুড়ীর সকল প্রকার উপদেশ অনুবোধই বধূ অবজ্ঞার সহিত অবহেলা করিয়া কখনও হাসিয়া উড়াইয়া দিত, কখনও তর্ক বিতর্কে তিক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিত। এই ভাবে ত্রিলোচন বাবুর সংসার চলিতে লাগিল। শ্বশ্রু ও বধূর প্রবৃত্তি সমূহ বিপরীত হওয়ায় সংসারে অশান্তির মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে দেবেন্দ্রের মাতা বধূর সহিত অধিক বাক্যালাপ করা বন্ধ করিয়া দিলেন; সংসারের কাজ কর্ম্মে, ও অবশিষ্ট সময় ইষ্টারাধনায়, কাটাইতে লাগিলেন। দেবেন্দ্র এ ভাব লক্ষ্য করিয়া, সময় সময় মায়ের চক্ষে জল দেখিয়া, ক্রমে ব্যথিত হইতে লাগিল। নিজেও শিক্ষিতা পত্নীর নিকট অকপট ভালবাসা না পাইয়া বড়ই চঞ্চল হইয়া পড়িল।

তখনও দেবেন্দ্রের মানসপটে গৌরীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি চিত্রিত ছিল। সে নির্ম্মল চন্দ্রের ছাপ হৃদয় হইতে ধুইয়া ফেলা বুঝি কাহারও পক্ষেই সহজ নহে। ৫০০৲ টাকার জন্য বাবা কেন সংসারে এ অশান্তি আনয়ন করিলেন, এই চিন্তায় দেবেন্দ্রের দেহ-মন দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু, পিতার মনে পাছে দুঃখ হয় সেইজন্য দেবেন্দ্র মনের ভাব গোপন করিয়া সংসারে গা ভাসাইয়া দিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

কিছুদিন পরে সহসা ত্রিলোচন বাবু কঠিন জ্বর-রোগে আক্রান্ত হইলেন; সেই আক্রমণেই তাঁহার জীবন শেষ হইল। বধূ শ্বশুরের অন্তিম শয্যায় পদার্পণ করিতেও তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিল না; দেবেন্দ্র ব্যথিত প্রাণে তাহাও সহ্য করিল। শ্রাদ্ধাদির পর দেবেন্দ্রের মাতা কাশীবাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন; দেবেন্দ্র অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে এত শীঘ্র সংসার ত্যাগ না করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু মাতা কিছুতেই শুনিলেন না। তিনি বলিলেন "বাবা, এসংসারের কাজ আমার শেষ হয়েছে, এখন তোমরা সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার কর। আমার কর্ত্তব্য-পথে তুমি আর আমাকে বাধা দিও না।" দেবেন্দ্রের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাতা এত যত্নে-গড়া সংসারের মায়া কাটাইয়া কাশীধাম যাত্রা করিলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই সংসারে অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। দাস দাসী প্রভৃতি সমস্তই পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান থাকিলেও, যত্ন, আদর, পরিদর্শন, পরিচর্য্যা অভাবে সকলই যেন লক্ষ্মীহীন হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে সময় মত, দস্তুর মত অতিথি-সেবার সুন্দর ব্যবস্থা ছিল; এখন অতিথি আসিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া চলিয়া যায়। গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগণ পরিচর্য্যার অভাবে জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন হইয়া মরণের পথে চলিয়াছে. দাসদাসিগণের মধ্যে সর্ব্বদাই কলহ গণ্ডগোল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। অমন সোণার সংসারের এহেন পরিবর্ত্তন, এহেন দুরবস্থা, দেখিয়া দেবেন্দ্রের প্রাণে একটু আঘাত লাগিল। অমন সাহেবী-ফ্যাসান-ধরণে গঠিত দেবেন্দ্রনাথও বিবাহের পর শিক্ষিতা স্ত্রীর ভাবগতিক দেখিয়া এবং মায়ের মলিন বদনের দিকে চাহিয়া মায়ের উপদেশ অনুসারে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল।

দেবেন্দ্র উশৃঙ্খল হইলেও মাতৃভক্ত ছিল ; এই মাতৃভক্তিই ক্রমে তাহাকে পতন হইতে বাঁচাইয়া রাখিতেছিল। মায়ের সংসার ত্যাগের পর মায়ের অভাবজনিত কষ্টের সহিত, তাঁহার সেই চক্ষের জল ও সলিলাক্ত বদনের অমিয় মধুর উপদেশ সর্ব্বদাই তাহার প্রাণে আঘাত করিতেছিল। তাহার উপর পত্নীর তুচ্ছতাচ্ছিল্য এবং কপটবিলাসী ব্যবহারে নববধূকে সে ক্রমেই অধিকতর অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিল।

দেবেন্দ্র একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল -"মা এই সামান্য কয়েক দিন মাত্র কাশীযাত্রা ক'রেছেন, এরই মধ্যে সংসারে এত গোলযোগ উপস্থিত হ'য়েছে। তুমি কি মানুষ নও? তুমি কি কিছুই দেখতে পাব না? কেবল বসে বসে পিয়ানো বাজালেই সংসার চলবে? যদি সংসার করতে হয়, সংসার রাখতে হয়, শুধু গান-বাজনা পদ্য-রচনায় মত্ত না থেকে সব কাজের একটা সামঞ্জস্য ক'রে নেও। সংসারের দিকে দৃষ্টি না দিলে সংসার থাকবে কেন? মা কেমন ক'রে সংসার চালিয়ে ছিলেন, দেখেছত!"

শুরুচিসম্পন্না স্ত্রী স্বামির কথা গুলি উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়া বলিল -"আমি তোমার সংসারে দাসীগিরি করতে আসিনি। শিক্ষিতা স্ত্রীলোক যে ভাবে থাকে, আমাকে সেই ভাবে থাকতেই হবে। তোমার ছাই সংসারের জন্য আমি আমার এই মূল্যবান্ জীবনটাকে হাল্‌কা করতে পারি না।"

উভয়ে বহুক্ষণ বচসা চলিতে লাগিল। উভয়েই ক্রমে উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দেবেন্দ্রের স্ত্রী মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথকে শতের উপর শত কথা শুনাইতে লাগিল। দেবেন্দ্রেরও

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সে দিন মস্তিষ্ক ঠিক ছিল না , রাগ সামলাইতে না পারিয়া সে স্ত্রীকে এক চপটাঘাত করিয়া বসিল। শিক্ষিতা রমণী এ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া ভীষণ গণ্ডগোল আরম্ভ করিল, অবশেষে নিজের ব্যক্তিগত জিনীস পত্র লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

স্ত্রী চলিয়া যাওয়ার পর দেবেন্দ্র আরও অস্থির হইয়া পড়িল। তাহার শান্তিহীন চিত্ত অবলম্বন অভাবে কোনও বন্ধন না মানিয়া মুক্ত সুখের অনুসন্ধানে বিব্রত হইয়া পড়িল। ধীরে ধীরে গৌরীর চিত্র না জানি কোথা হইতে আসিয়া তাহার হৃদয় জুড়িয়া বাসস্থান নির্ম্মান করিয়া বসিল। ভাবের ও অভাবের উত্থান পতনে মানুষের চিত্ত এইরূপেই উত্থিত ও পতিত হয়। বাল্যে যাহারা শাসনের শৃঙ্খল পায়ে পরিয়া, কোনও নির্দ্ধারিত ব্যবস্থিত সুপথে চলিয়া, জীবনের ভিত্তি গঠনের সুযোগ না পায়, তাহাদের জীবনের ভবিষ্যৎ এইরূপ ভিত্তিহীন, চঞ্চল, ও অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে; সাময়িক ভাব-স্রোত যখন যেমন আসে, তখনই তেমন ভাবে তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়। পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, মাতা কাশী-বাস করিতেছেন, স্বার্থপরায়ণা পত্নী স্বামির মুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পিত্রালয়ে গমন করিয়াছে; দেবেন্দ্রের প্রাণ-মন এখন শূন্য। মনের এই অবস্থায় দেবেন্দ্রকে সঙ্গীহীন পাইয়া অনেক কুসঙ্গী চারিদিক হইতে অনেক উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল; তাহার অপরিপক্ক ভিত্তির উপর গঠিত অব্যবস্থিত সাময়িক-উচ্ছ্বাসপূর্ণ জীবনের ভিত্তির উপর আঘাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। গৌরীর চিন্তাতে দেবেন্দ্রের মন ক্রমশঃ অধিকতর অস্থির হইয়া উঠিলে চিত্তকে দমন করিবার জন্য দেবেন্দ্র

অনেক চেষ্টা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু উন্মাদ মন কিছুতেই বাধা না মানিয়া গৌরীময় হইয়া তাহাকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল। এই সুযোগে দেবেন্দ্রকে অন্যমনস্ক রাখিবার জন্য তাহার একটী সুন্দর সঙ্গী জুটিল, তাহার নাম "সুরা"। যন্ত্রণা অসহ্য হইলেই দেবেন্দ্র সুরা পান করিত। এই বন্ধুর একটি প্রধান ক্ষমতা এই যে মত্তাবস্থায় মানুষ যে বিষয় চিন্তা করে সে সেই বিষয়ে তাহার অধিকতর একাগ্রতা আনিয়া দেয়। দিবা-নিশি গৌরীর নিষ্কলঙ্ক ছবি চিন্তা করিতে করিতে দেবেন্দ্রনাথ গৌরীকে পাইবার নিমিত্ত আকুল হইয়া উঠিল। প্রথমে দেবেন্দ্র এই পাপ ইচ্ছা দমন করিবার আশায় অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, যতই গৌরীর চিন্তা ত্যাগ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই গৌরী শত মূর্ত্তিতে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বাসনার তৃষ্ণা অধিকতর বলবতী করিয়া দিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে এ চিন্তা দেবেন্দ্রের প্রকৃতিগত হইয়া পড়িল, এবং ক্রমে ইহা যে ভীষণ পাপ-কার্য্য দেবেন্দ্র তাহাও বিস্মৃত হইয়া গেল।

পাপ যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল, তখন তাহার এক গন্তব্য পথের সন্ধান বিধাতার আদেশের মত অযাচিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইল। একদিন দেবেন্দ্র সুরাপান করিয়া গৌরী-চিন্তায় বিভোর হইয়া একাকী বারান্দায় বসিয়া আছে, এমন সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া সুমধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ-বিষয়ক একটী গান আরম্ভ করিল। হরিদাসীর গান শ্রবণ করিয়া দেবেন্দ্রের মনের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গান শেষ হইলে দেবেন্দ্র হরিদাসীকে নিকটে ডাকিল। হরিদাসী নিকটে আসিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "দাদাবাবু, তোমার চোখ দু'টী আজ বড় লাল দেখছি; নিকটে যেতে

ভয় হয়, যা বল্‌বে ওখান থেকেই বল না। আর মা নাই, আমার এবাটীতে আসাও উঠে গেছে। যা কিছু অভাব হ'তো, মায়ের কাছে চাইলেই পেতাম।"

দেবেন্দ্রের মা কৃষ্ণলীলাবিষয়ক গান ভালবাসিতেন; হরিদাসী মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহাকে কৃষ্ণ-সঙ্গীত শুনাইয়া তৃপ্ত করিত।

দেবেন্দ্র। এখন ত আসাই বন্ধ করেছিস। এলে কি আর কিছু পাস্ না?

হরিদাসী। তাত ঠিকই দাদাবাবু, এ বাড়ীতে চাইলে পাইনাত আর কোথায় পাব? কিন্তু, বাড়ীটী যে ফাঁক করে রেখেছ, কার কাছে এসে দাঁড়াব? আচ্ছা দাদাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

দেবেন্দ্র। কি কথা?

হরিদাসী। বাড়ীতে কেউ নেই, আর বৌ-দিকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিলে কেন?

দেবেন্দ্র। সে রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেছে।

হরিদাসী। সে কি কথা দাদাবাবু! তাও কি কখনও হয়? বৌদি কি নিজের ইচ্ছায় বাপের বাড়ী যেতে পারে?

দেবেন্দ্র। হ্যাঁরে, আমি কি আর মিছে কথা বলছি?

হরিদাসী। তা হ'লে ত দাদাবাবু, আপনার বড় কষ্ট হ'চ্ছে!

দেবেন্দ্র। কষ্ট হচ্ছে বলে আর কি করব? তুই কি আমার কষ্ট দূর করতে পারবি?

হরিদাসী। আমি সামান্য বৈষ্ণবী, রাজারাজড়ার কষ্ট দূর করবার সাধ্য আমার কি ক'রে থাকবে দাদাবাবু?

দেবেন্দ্র। চেষ্টা করলে পারিস।

হরিদাসী। আমি যদি চেষ্টা করলে আপনার কষ্ট দূর হয়, তাহলে প্রাণপণ চেষ্টা করতে রাজী আছি।

দেবেন্দ্র। ঠিক বলছিস?

হরিদাসী। আপনার দিব্যি।

দেবেন্দ্র। বিলাসপুরে ভবকান্ত চাটুয্যের বাড়ীতে গান টান করতে যাস?

হরিদাসী। হাঁ দাদাবাবু, যাই বই কি? তবে গিন্নির বড় ব্যারাম ব'লে আজ কাল বড় বেশী যাই না।

দেবেন্দ্র। কি ব্যারাম?

হরিদাসী। চাটুযো মশাই মারা যাবার পর থেকে গিন্নি শয্যাগত হ'য়ে পড়েছেন, কি ব্যারাম ঠিক বলতে পারি না।

দেবেন্দ্র। কে সেবা শুশ্রূষা করে?

হরিদাসী। কেন, তার মেয়ে; অমন মেয়ে আমি কখনও দেখিনি;—যেমন রূপ, তেমন গুণ। দাদাবাবু, তোমার অদৃষ্টে নেই, তা না হ'লে সামান্য অর্থের জন্য অমন অমূল্য বস্তু ছেড়ে দিতে হয়?

প্রবল দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া দেবেন্দ্র বলিল "হরিদাসী! আমি নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুর্ভাগা! আমার আপনার বলতে কেউ নেই, এত বড় পৃথিবীটায় আমার ভালবাসার কেউ নাই! তুই যদি দয়া ক'রে আমায় রক্ষা করিস, যাবজ্জীবন আমি তোর কেনা হ'য়ে থাকবো। আর আমি তোকে নগদ পঁচিশ হাজার টাকা দিব।

পঁচিশ হাজার টাকা! হরিদাসীর বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল। চক্ষু

অস্থির হইয়া পড়িল। দেবেন্দ্র সে ভাব লক্ষ্য করিলেও হরিদাসী সামলাইয়া লইয়া বলিল "কি কর্ত্তে হবে দাদাবাবু?"

দেবেন্দ্র। হরকান্ত চাটুয্যের মেয়ে গৌরীকে আমায় যোগাড় ক'রে দে। এর জন্য যদি লক্ষ টাকা খরচ ক'র্ত্তে হয়, তাও ক'র্ত্তে রাজী আছি।

হরিদাসী শিহরিয়া উঠিয়া প্রশস্ত নেত্রে দেবেন্দ্রের বদনের দিকে চাহিয়া বলিল "সে কি ক'রে হবে দাদাবাবু? সে ক'র্ত্তে গিয়ে ফিরে এলে, এখন আর উতলা হ'লে কি হ'বে?"

দেবেন্দ্র। এইত বল্লি প্রাণপণ চেষ্টা করবো। চেষ্টা করলে কি না হয়? আমিত আর টাকা খরচের কসুর করছি না।

হরিদাসী। গৌরী অতি সাধ্বী মেয়ে। সেত আর আপনার কাছ থেকে টাকা নেবে না।

দেবেন্দ্র। কিরূপে তাকে লওয়ান যায় তার পরামর্শ বল্। তুইত একজন পাকা লোক।

কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে হস্তস্থিত একতারাটি টুন্ টুন্ করিয়া হরিদাসী বলিয়া উঠিল "হাঁ, ব্রজেশ্বর বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

দেবেন্দ্র। হ্যাঁ আছে, তবে খুব মাখামাখি নাই।

হরিদাসী। তার সঙ্গে খুব মাখামাখি কর। মদ খাওয়া ছাড়। তবে যদি কিছু কিনারা হয়!

দেবেন্দ্র। আমি ব্রজবাবুর সহিত খুব বেশী বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করব; আর তুই যেমন ক'রে পারিস্ গৌরীকে হাত কর্। যত টাকা লাগে খরচ করব। আজ এই একশত টাকা নিয়ে যা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

হরিদাসী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্র আবার তাহাকে ডাকিয়া তে কাণে কি কথা বলিল। হরিদাসী শিহরিয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তার নয়ন-বদন মলিন হইয়া পড়িল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হরিদাসী দেবেন্দ্রের নিকট হইতে টাকা লইয়া দ্রুতপদে গঙ্গাভিমুখে প্রস্থান করিল এবং টাকাগুলি সযত্নে রক্ষা করিয়া ভাবিতে লাগিল "বাবু যেরূপ গৌরার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে গৌরীকে হস্তগত করিবার চেষ্টাচ্ছলেই বড় অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইব। আর শ্রীকৃষ্ণ যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করেন তবে ত কথাই নাই, প্রকৃতই লক্ষ টাকা বাবুর নিকট হইতে লইব। কিন্তু ব্রজেশ্বর বাবু।"—হরিদাসী আর একবার শিহরিয়া উঠিল, তারপর চিন্তায় অবসন্ন হইয়া ম্লানমুখে স্নানাহার করিতে গেল।

অপরাহ্নে হরিদাসী বিলাসপুর অভিমুখে গমন করিল এবং হরকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। হরিদাসীর কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া শয্যাগতা গৌরীর মাতা তাহাকে ডাকিতে বলিলেন। গৌরী হরিদাসীকে মাতার নিকট ডাকিয়া লইয়া গেল। হরিদাসী গৌরীর মাতাকে ভাল ভাল ধর্ম্মবিষয়ক গান শুনাইল। গৌরীর মা সন্তুষ্ট হইয়া হরিদাসীকে বলিল, "মা তুই আর এদিকে আসিস্ না কেন? তোর মুখে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক দুই একটা গান শুনিলেও প্রাণটা অনেক সুস্থ হয়।"

হরিদাসী অতিশয় আত্মীয়তার ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল "মা, আপনি

জানেন কর্ত্তাবাবু আমাকে নিজ কন্যার মত ভালবাসতেন, আমিও তাঁকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করতাম। তার মৃত্যুর পর হতে আমার এ বাড়ীতে প্রবেশ করতে প্রাণে বড় কষ্ট হয়; তাই আর বড় একটা এদিকে আসতে পা সরে না। আজ হঠাৎ কেমন মনটা খারাপ হ'লো, আপনাকে দেখবার জন্য এসে পড়লাম।

গৌরী-মা। হরিদাসী, মা, দেখছিস ত আমার কি দশা হ'য়েছে! এক এক বার এসে ভগবানের নাম শুনাস।

হরিদাসী। আহা, মা! আপনার সে চেহারার আর কি আছে! আপনি সতী সাধ্বী, কর্ত্তাবাবুর মৃত্যুর পর থেকেই শয্যাগত হ'য়ে পড়েছেন। আজ হতে আমি রোজ আপনাকে দেখতে আসবো।

গৌরী-মা। না, মা, রোজ আসতে হবে না, তুই গরিব লোক, পাঁচবাড়ী তোকে বেড়াতে হবে ত!

হরিদাসী। আমি ত রোজই এ গ্রামে আসি। পাঁচ বাড়ী ঘুরে আপনার কাছে আর এক আধ ঘণ্টা বসতে পারবো না? পয়সাই কি জীবনের সব মা?

গৌরী-মা। না, হরিদাসী, তুই ভগবানের নাম কীর্ত্তন ক'রে ক'রে বাস্তবিকই তোর মন সবল ও পবিত্র হ'য়েছে। আসতে পারিস ভালই, আমার গৌরীও ত একলাটী থাকে, তুই এলে বাছা তোর সঙ্গেও দুটো মনের কথা কইতে পাবে!

হরিদাসী। জামাই বাবু আসেন না?

গৌরী-মা। প্রত্যহ আসে না; সংবাদ পাঠালে আসে। তোর বাড়ীর কাছেই ত কোন্ ব্রাহ্মণীর বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করে।

হরিদাসী। জামাই বাবুইত তাদের সংসার চালাচ্ছেন। ব্রাহ্মণীর কন্যা মনোরমাকে ভাল কাপড় চোপড় কিনে দেন। পূর্ব্বে মনোরমার মাথায় তেল জুটত না, এখন মনোরমার বাহার দেখে কে?

গৌরী-মা। মনোরমার বয়স কত? দেখতে কেমন?

হরিদাসী। মনোরমা যুবতী; দেখতেও সুন্দরী। জামাই বাবু উচ্চমনা বটেন, কিন্তু তা হ'লেও সেখানে খাওয়াটা বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা করুন; কি জানেন মা, আগুন আর ঘি একত্রে থাকলে, ঘি গলবেই।

গৌরী-মা। ঠিক বলেছিস, হরিদাসী। আমারও সন্দেহ হয়। তা না হ'লে আমার বাছা একলাটি বাড়ীতে প'ড়ে প'ড়ে কাঁদে, বাবু এখানে এসে থাকতে পারে না!

হরিদাসী। মা, আজ জামাই-বাবুকে ডাকিয়ে পাঠান। তিনি বাড়ীতে এলে তাঁকে বুঝিয়ে বাড়ীতে থাকতে বলবেন।

গৌরী-মা। মা, মেয়ে আমার সেরূপ নয়। জামায়ের মুখের উপর কোন কথাই বলতে পারে না।

হরিদাসী। আপনিই না হয় বুঝিয়ে বলবেন?

গৌরী-মা। আমার কি ও সব কথা বলা ভাল দেখায়?

হরিদাসী। গৌরী-দিদি, তুমি জামাই-বাবুকে কিছু বলতে পার না?

গৌরী। কি আর বলবো?

হরিদাসী। এখানে থাকতে!

গৌরী। তিনি বলেন,—যখন আবশ্যক হবে তখন থাকবেন।

গৌরী-মা। দেখলি হরিদাসী, মেয়ের কথা শুনলি ত? জামাই যা বলেন তাই শিরোধার্য্য।

হরিদাসী। কেন দিদি, স্বামীকে দু'কথা বল্‌বে, তা আর পার না ?

গৌরী। স্বামীকে আবার কথা বলবো কি ? তাঁর কথা শুন্‌বো। তিনি স্বামী; আজ্ঞা কর্‌বেন, আমি আনন্দে সেই আজ্ঞা পালন কর্‌বো।

হরিদাসী। তিনি যদি তোমায় ভুলে যান ?

গৌরী। তিনি আমায় ভুলতে পারেন না।

হরিদাসী। কিরূপে জান্‌লে ?

গৌরী। আমার নিজের প্রাণ আমি বুঝিনা ?

হরিদাসী। তোমার নিজের প্রাণ বুঝতে পার, জামাই-বাবুর প্রাণ কি ক'রে বুঝবে ?

গৌরী। হরিদাসী, তোমাকে তা কি করে বোঝাব ?

হরিদাসী। বল না, বল্‌লে আর বুঝতে পারব না ?

গৌরী। না ; এ বুঝাবার জিনীস নয়।

হরিদাসী। দেখ দিদি, আমি তোমার চেয়ে অনেক দেখেছি। জামাই-বাবু তোমাকে বোকা বুঝিয়ে রেখেছে। অতটা বিশ্বাস পুরুষ মানুষকে করা ভাল নয়।

গৌরী। দূর, হতভাগী ! তোর বুঝতে অনেক বাকী। স্বামীর সহিত কি আমার কেবল দেহের সম্বন্ধ ? তাঁর প্রাণ ও আমার প্রাণ যে এক হ'য়ে গেছে ; তাঁর প্রাণে যে ভাবের উদয় হবে, আমার প্রাণেও তার ছায়া পড়্‌বে।

হরিদাসী। তোমার কথাত, দিদি, কিছুই বুঝ্‌লাম না।

গৌরী। বলেছিত এ বুঝ্‌বার জিনীস নয় : এ অনুভবের জিনীস।

তুমি যদি তোমার প্রাণ পূর্ণমাত্রায় কাকেও অর্পণ করতে পার, তবেই এ ভাব অনুভব করতে পারবে !

হরিদাসী। যাই হোক্, ভাই, তোমার মায়ের সন্তোষের জন্য আজ জামাই বাবুকে আনতে পাঠাতে দোষ কি ?

গৌরী। আজ তিনি আসবেন।

হরিদাসী। তুমি কিরূপে বুঝলে ?

গৌরী। এইত বল্লাম যে তাঁর মনে যখন যে ইচ্ছার উদয় হয় আমার মনেও তার প্রতিবিম্ব পড়ে।

হরিদাসী। আচ্ছা, দেখা যাবে আজ তিনি আসেন কি না।

গৌরী। কাল আসিস, এসে শুনে যাস।

হরিদাসী। তুমি কি জান যে তিনি তোমাকে ছাড়া আর কাকেও ভালবাসেন না ?

গৌরী। কেন বাসবেননা ? তিনি সকলকেই ভালবাসেন।

হরিদাসী। সে ভালবাসার কথা বলছিনা। অন্য কোনও রূপ ভাব ভালবাসায় পড়ে তিনি যদি তোমাকে ভুলে যান--

গৌরী বিরক্তির সহিত বাধা দিয়া বলিল--"হরিদাসী, তুই পাগলের মত কি কথা কি বকছিস্ ? তাঁকে তুই জানিস্ না ? তিনি যে দেবতুল্য ! তাছাড়া, আমার যদি পবিত্র ভালবাসার জোর থাকে, তাঁর সাধ্য নেই তিনি আমায় ভুলতে পারেন ! সতী সম্পূর্ণ মন-প্রাণ দিয়ে পতির মন-প্রাণ কেড়ে নিতে পারে, আদান-প্রদানে এক হয়ে যেতে পারে তা জানিস্ ? আমি যদি তার মন-প্রাণের অণুপরমাণুতে আমার নিষ্কাম মন-প্রাণ মিশিয়ে

দিতে পারি, তবে জগতের যাকেই তিনি মনে করবেন, আমাকে বাদ দিয়ে করা হবেনা — আমার অগোচরে করতে পারবেননা।'

নির্ব্বাক্ হরিদাসী নিস্পন্দ বিস্ফারিত নেত্রে গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গৌরীর রূপমাধুর্য্য যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে গৌরী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিল।

লোভের বশীভূত হইয়া হরিদাসী যাহাই কেন করুক না, যাহাই কেন বলুকনা, সে বুদ্ধিমতী।

গৌরীর সহিত কথাবার্ত্তায় সে বুঝিয়াছিল যে — গৌরীর মন অচল অটল, ব্রজেশ্বরের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোন সন্দেহই তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না। গৌরী সামান্যা রমণী নহে। এই সাধ্বী পতিব্রতা নারীকে হস্তগত করা দূরে থাকুক, পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের চিন্তামাত্রও ইহার হৃদয়ে চিন্তিত করা অসম্ভব। কিন্তু, দেবেন্ বাবু বহু অর্থ দিবেন স্বীকার করিয়াছেন; যদিও ইহার পরিণাম ভীষণ, তথাপি এ প্রলোভন কিছুতেই ছাড়া যাইতে পারে না। গৌরীকে হাত করিতে পারি বা না পারি, চেষ্টা করিতেছি এই ছলনায়ও দেবেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব।

ব্রজেশ্বরের কথা বলিতে বলিতে হরিদাসী সহসা শিহরিয়া উঠিল। ব্রজেশ্বরের ন্যায় সুন্দর, পরোপকারী, উচ্চমনা যুবকের সর্ব্বনাশ করিতে হইবে মনে করিয়া হরিদাসীর রমণী-প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু, হরিদাসী মনকে কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়া বুঝাইতে লাগিল "অর্থের জন্য পুত্র পিতাকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভাই ভাইকে হত্যা করিতে পারে; অর্থের

লালসায় রাজার রাজত্ব উচ্ছন্ন হয়ে যায়! না. না, এত অর্থ কিছুতেই পরিত্যাগ করা হবে না।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে চিন্তা করিয়া হরিদাস আবার মনে মনে বলিয়া উঠিল - "ঠিক হয়েছে। মনোরমা ব্রজেশ্বরকে আয়ত্ব করতে উন্মত্ত! ব্রজেশ্বর তার দিকে ফিরেও চায়না! ঠিক হয়েছে! মনো-রমাকেই যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার ক'রে তার সাহায্যেই আমার এ কাজ করতে হবে। মনোরমাকেই আমি চাই।"

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। মনোরমার আজ কোন কাজ নাই, কারণ ব্রজেশ্বর বাড়ী গিয়াছেন। মায়ে-ঝিয়ে আজকার রাত্রি সামান্য জলযোগ করিয়া কাটাইয়া দিবে স্থির করিয়াছে।

মনোরমা একমনে আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে—"আমি বিধবা হয়েছি, আমি হিন্দু ব্রাহ্মণ-কন্যা, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে থাকাই আমার উচিত, কিন্তু মন শত সহস্র নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রেও পুরুষের সঙ্গে মিশবার জন্য অত লালায়িত হয় কেন? এই পূর্ণযৌবনে কি উপায় অবলম্বন করলে আমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করতে পারি? লোকে বলে নিজ ইষ্টদেবতাকে পতিভাবে উপসনা কর, শ্রীরাধিকা যেমন ক'রে ছিলেন; কিন্তু, শ্রীরাধিকা জীবন্ত শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন, —আমার ইষ্টদেবতা যে দেহশূন্য! কেমন ক'রে ইষ্টদেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হয় জানি না,— শিক্ষা দিবারও কোন লোক দেখ্‌তে পাই না। প্রকৃতই কি পৃথিবীতে এমন কোন বালবিধবা জন্মগ্রহণ করেছে যে জীবনে কখনও কোন পুরুষের চিন্তা প্রাণে স্থান দেয় নাই। যদি কেউ সেরূপ জীবন যাপন করতে পেরে থাকে, নিশ্চয়ই তাদের সংখ্যা অতি অল্প। অল্পাহার, অতিরিক্ত পরিশ্রম, পিত্রালয়ে পিতা-মাতা ভগ্নী-ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্রাদির মধ্যে বাস করলে, এবং অন্য পুরুষ চিন্তা করলে মহাপাপ হবে এমন অটল বিশ্বাসে মনকে ভীত করতে পারলে, তবে যদি কোনো বালবিধবা

জীবনের দুঃখময় দিন ক'টা কোনোরূপে নিরাপদে কাটিয়ে দিতে পারে! কিন্তু, আমারত এ সকল সুযোগের একটিও নাই।" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ রহিয়া আবার মনে মনে বলিয়া উঠিল "কোনো সংসারেই ব্রহ্মচর্য্য নাই। যে সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূগণ বিলাসতরঙ্গে পড়ে সর্ব্বদা হাবুডুবু খাচ্ছে, সে সংসারের মধ্যে একটা বালিকা বিধবা কিরূপে আত্মসংযমে সমর্থ হয় আমিত কিছুই বুঝতে পারি না। বালিকা বয়সে বিবাহ হয়েছিল: প্রাণত কাকেও অর্পণ করিনি, কি ক'রে করতে হয় তাও বুঝিনি। পূর্ণ প্রাণ নিজের সম্পূর্ণ অধিকারেই আছে। বাল্য কালেত প্রাণ এমন কিছুই চাইতনা: যৌবনে বিনা-শিক্ষায়ই কেন আপনা হইতেই সে পুরুষের চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ইহা বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ম। পক্ষিনী পক্ষীর সহিত মিল্‌বার জন্য আকুল, লতা একটু মাথা তুলতে পারলেই অবলম্বনের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, সমুদ্রের জল, সে কিনা অত দূর থেকে অত বড় চন্দ্রটাকে চুম্বন কর্‌বার আশায় মুখ বাড়িয়ে দেয়! প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে সমাজ-শাসন হিন্দুসমাজ ভিন্ন অন্য কোথাও নাই। তার ফলে এই বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো হয়ে পড়েছে।"

মনোরমা এইরূপ চিন্তা করিতেছে এমন সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী তথায় হাজির হইয়া বলিল, "একলাটি বসে বসে কি ভাবছ, মনোরমা?"

মনোরমা। কেও, হরিদাসী? এস ভাই, তোমারই কথা ভাব্‌ছিলাম; প্রাণটা বড় খারাপ হ'য়েছে: দুজনে ব'সে একটু কথা কই এস।

হরিদাসী। রান্নাবান্না সব হ'য়ে গেছে নাকি?

মনোরমা। এ বেলা আর রাঁধিনি।

হরিদাসী। ব্রজবাবু খাবেন না?

মনোরমা। তিনি বাড়ী গেছেন।

হরিদাসী। আচ্ছা, ভাই, কি ভাব্‌ছিলি আমায় বল্‌বি না?

মনোরমা। তুমি ত, ভাই, আমার সবই জান: কোন্ কথা তোমাকে না ব'ল? তোমার মতন বন্ধু আমার আর কে আছে, হরি?

হরিদাসী। কেন, ব্রজ বাবু?

মনোরমা। জেনে শুনে ন্যাকা সাজ্‌লে বড় রাগ হয়। ব্রজ বাবু যদি আমায় ভাল বাস্‌বেন্ তা'হ'লে কি আর এমন করে শূন্য মনে আকাশ পাতাল ভাব্‌তে হয়।

হরিদাসী। ব্রজবাবু ভিন্ন কি আর অন্য লোক নেই?

মনোরমা। আছে বটে, কিন্তু মন চায় না।

হরিদাসী। ভাই, তোমার কষ্ট দেখে প্রাণে বড় লাগে, তাই বল্‌ছি, একটা কায কর্ত্তে পার্‌লে ব্রজবাবু নিশ্চয়ই তোমার বশীভূত হন।

মনোরমা। কি কায ভাই, বল না! আমি কি কর্‌তে পারব না?

হরিদাসী। কেন পারবে না? কায খুব সহজ।

মনোরমা। কি বল না ভাই।

হরিদাসী। টোট্‌কা টাট্‌কা ওষুধে পুরুষ মানুষ বশ হয়, ত জানত?

মনোরমা। শুনেছি বটে, কিন্তু পাব কোথায়?

হরিদাসী। তোমার যদি উপকার হয়, আর প্রকাশ না কর, আমি যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

মনোরমা। তোমার সাহায্যে যদি ব্রজেশ্বরকে আমার কর্‌তে পারি, তা হ'লে তোমার নিকট চিরকাল ঋণী হ'য়ে থাক্‌বো।

হরিদাসী। তোমাকে প্রাণের তুল্য ভালবাসি ব'লেই এ সব গোপনীয় কথা তোমায় বললাম ; দেখো, ভাই, বড় শক্ত কথা—আমি জানলুম আর তুমি জানলে, আর কেউ যেন জানতে না পারে।

মনোরমা। এ কথা কি আর কাকেও বলতে আছে ? প্রাণান্তেও এ কথা আর কারও কাছে প্রকাশ করব না।

হরিদাসী স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়া আনন্দভরে মনোরমাকে বলিল, "আচ্ছা,আমি দুই এক দিনের মধ্যেই ঔষধ সংগ্রহ ক'রে দিচ্ছি।"

আরও কিছুক্ষণ নানা প্রকার গল্প গুজবে কাটাইয়া হরিদাসী মনোরমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল এবং দেবেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য উৎসাহিত পদবিক্ষেপে তাহার বাটীর দিকে অগ্রসর হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে। পল্লী-পথের নিস্তব্ধতার সুযোগে নিদ্রিত পল্লীবাসিগণের গৃহদ্বার দিয়া অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব এবং পাহারা-ওয়ালা কুক্কুরগণের বিকট চীৎকার শুনিতে শুনিতে হরিদাসী বৈষ্ণবী দেবেন্দ্র বাবুর সুবৃহৎ অট্টালিকার তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বারবান কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া তন্দ্রাবেশে ঢুলিতেছে। হরিদাসী ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল -"পাঁড়েজি, বাবু কোথায়?" দ্বারবান চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিল "তোম্ কোন্ হ্যায়?"

হরিদাসী। আমি হরিদাসী বৈষ্ণবী। বাবুর নিকট আবশ্যক আছে।

দ্বারবান। তোম্ জেনানা আদমি, এত্না রাত্মে বাবুকো পাশ কেয়া দরকার?

হরিদাসী। বাবুকে খবর দেও। জরুরি কাম হ্যায়।

তখনও-অনিদ্রিত দেবেন্দ্রনাথ উপর হইতে হরিদাসীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া দ্বারবানকে পথ ছাড়িয়া দিতে আজ্ঞা করিল। হরিদাসী সটান বাবুর বসিবার কক্ষে হাজির হইয়া সহাস্য বদনে লম্বা অভিবাদন করিল।

দেবেন্দ্র। কি হরিদাসী, এত রাত্রে হাস্‌তে হাস্‌তে কোথা হ'তে আস্‌চ? সংবাদ শুভ নাকি?

হরিদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল- "হুজুরের সঙ্গে অনেক গুরুতর গোপনীয় পরামর্শ আছে, তাই এত রাত্রে দেখা করতে এসেছি; কিছু মনে করবেন না।"

দেবেন্দ্র। রহস্য ছাড় ; এখন কাযের কথা বল, তুমি গৌরীর সাথে দেখা করেছিলে ?

হরিদাসী। দেখা করেছিলাম বটে ; কিন্তু, ব্রজবাবুর প্রতি গৌরীর যেরূপ অটল বিশ্বাস ও ভালবাসা, তাতে কোনো ফল হবে না।

দেবেন্দ্র। স্ত্রীলোকের মনে একটা অবিশ্বাস ক'রে দিতে আর কতক্ষণ লাগে ?

হরিদাসী। গৌরীর মায়ের মনে বরং অবিশ্বাস স্থান পেয়েছে ; কিন্তু গৌরীর মন অটল,—পতির প্রতি প্রেমভক্তিতে পরিপূর্ণ।

দেবেন্দ্র। তবে কি কিছুই কর্ত্তে পার্ব্বে না ?

হরিদাসী। গৌরীর মনে পতির প্রতি অবিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া অসম্ভব। সে উপায়ে কায হবে না ; অন্য উপায় অবলম্বন করতে হবে। তাই এত রাত্রে দেখা করতে এলাম।

দেবেন্দ্র। অন্য কি উপায় স্থির ক'রেছ ?

হরিদাসী। অমূল্য রত্ন লাভ কর্ত্তে হলে অনেক অসাধ্য সাধন কর্ত্তে হয়।

দেবেন্দ্র। কি অসাধ্য সাধন কর্ত্তে হবে, বলই না কেন।

হরিদাসী। আপনি ব্রজবাবুর সহিত আলাপ পরিচয় করেছেন ?

দেবেন্দ্র। ব্রজবাবুর সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছে।

হরিদাসী। কিরূপে ব্রজবাবুর সহিত বন্ধুত্ব হল ?

দেবেন্দ্র। দেখ্‌লাম ব্রজবাবু একজন ধার্ম্মিক লোক। ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা দ্বারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব জন্মিয়েছি।

হরিদাসী। তিনি আপনাকে বিশ্বাস করেন ত ?

দেবেন্দ্র। আমি অত্যন্ত ধাম্মিক ও উন্নতমনা বলে তাঁর ধারণা জন্মিয়ে দিয়েছি।

হরিদাসী। তা হলেই কার্য্যোদ্ধারের সুবিধা হবে।

দেবেন্দ্র। তুমি কি উপায় স্থির করেছ, হরিদাসী?

হরিদাসী। যা কাণে কাণে বলেছিলেন?

দেবেন্দ্র সহসা শিহরিয়া উঠিল! ব্রজেশ্বরের সহিত দেবেন্দ্রের আলাপ হওয়ায় বাস্তবিকই ব্রজেশ্বর দেবেন্দ্রনাথের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ একটু থতমত খাইয়া বলিল- "বলে-ছিলাম বটে হরিদাসী, কিন্তু, কাযটা যে কতদূর ভীষণ' এখন ভাবছি ব্রজবাবুর ন্যায়—

হরিদাসী। আপনার মুখে ন্যায় ও ধর্ম্মের কথা শুনে হাসি পায়, দাদাবাবু! পরস্ত্রী হরণ বুঝি ন্যায় ও ধর্ম্মানুমোদিত? পাপকার্য্য করতে গেলে পাপ উপায় অবলম্বন করতেই হবে। তাতে যদি ভয় হয় তবে আশা ছাড়তে হয়। যা বলেছিলেন, এখন যদি তা কার্য্যে নিষেধ করেন—গৌরীর আশা ত্যাগ করতে হবে।

দেবেন্দ্র আবার শিহরিয়া উঠিয়া সজোরে হরিদাসীর হাতখানি ধরিয়া পাগলের ন্যায় বলিয়া উঠিল—"আমি পাগল হয়েছি হরিদাসী। যা কর্ত্তে হয় তুই কর্। আমি প্রাণ থাকতে গৌরীর আশা ছাড়তে পারব না।"

হরিদাসী। শুধু কথায় ত হবে না; আপনি আজ দশ হাজার টাকা আমায় দিন। আমি যে কোনও প্রকারেই পারি গৌরীকে আপনার করে দিব।

দেবেন্দ্র। টাকা দিতে আমি স্বীকৃত আছি, কিন্তু---

হরিদাসী। কিন্তু করলে চল্‌বে না বাবু। আপনার কোনো ভয় নাই, আপনার কিছুই করতে হবে না। আপনি শুধু টাকা দিন, আপনার কায হাসিল হয়ে যাবে।

দেবেন্দ্রনাথ প্রতিশ্রুত টাকার অংশ স্বরূপ ১০০০৲ টাকা দিল। হরিদাসী টাকা লইয়া দেবেন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

হরিদাসী বাড়ী আসিয়া টাকাগুলি ঘরের মধ্যে মাটীর নীচে পুঁতিয়া রাখিয়া কিছু জল যোগ করিয়া শয়ন করিল; কিন্তু, গুরুতর চিন্তায়---ভীষণ পাপে---যাহাদের চিত্ত উন্মাদ, নিদ্রাও তাহাদের কাছে আসিতে ভয় পায়। হরিদাসীর নিদ্রা হইল না, শুধু বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বরের বড় কঠিন অসুখ; তাহার দেহ দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয় করিতে না পারিয়া চিকিৎসার কোনও সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারিলেন না; সহস্র চেষ্টায়ও ব্রজেশ্বরকে দিন দিন ধ্বংসের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইলেন না।

দেবেন্দ্রনাথ এখন ব্রজেশ্বরের পরম বন্ধু। দিবসের অধিকাংশ সময়ই সে ব্রজেশ্বরের কাছে থাকে। এজগতে কেহ কাহারও আপন না কেহ কাহারও পর নাই। ব্যবহারেই শত্রু এবং মিত্রের উৎপত্তি হয়। ব্যবহার প্রদর্শন করিয়া দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে ব্রজেশ্বরের এক পরিবারস্থ লোকের ন্যায় হইয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বরের জীবনের আশায় কতক নিরাশ হইয়া একদিন গৌরীর মাতা গোপনে দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "বাবা দেবেন্দ্র, আমি ব্রজেশ্বরকে ও তোমাকে একই রূপ দেখি, এই বিপদের সময় তোমাকে পেয়ে আমরা বড়ই বল পেয়েছি। ব্রজের দেহ দিন দিন যেরূপ খারাপ হয়ে পড়ছে,—দেহে রক্ত নাই, চক্ষু ব'সে গেছে, হাড় বেরিয়ে পড়েছে,—তাতে কি যে বিপদ হবে ভাবতে প্রাণ শিউরে উঠছে! যে সুন্দর দেহ দেখলে শত্রু পর্য্যন্ত ফিরে চাইত, সেই দেহ এমন বিশ্রী হয়ে পড়েছে যে লোকে দেখতে ভয় পায়। দিন দিন আহার কমে আসছে,

শরীরের সহিত সবই যেন দিন দিন ক্ষয় হয়ে আসছে! এই অবস্থায় আমার গৌরীরও আহার নাই, নিদ্রা নাই, সে রূপ নাই ; গৌরীও এখন কঙ্কাল-সার হয়ে পড়েছে। তুমি যদি এ সময়ে কোনও উপকার না কর, রজ্জ যাতে সুস্থ হয়ে উঠ্তে পারে তার একটা সুব্যবস্থা না কর, তাহ'লে আমি ইহাদের একজনকেও বাচাতে পারব না। গৌরীকে এত বলি, "তুই পেট ভরে খা, না খেলে রোগীর সেবাইবা কি করে করবি, জীবনটাই বা এভাবে কত দিন চল্‌বে?" কিন্তু, সে তাতে কোনো উত্তর করে না; সর্ব্বদাই অন্যমনস্কভাবে কি চিন্তায় আত্মবিহ্বল থাকে বুঝ্তে পারি না!

দেবেন্দ্র। মা, ডাক্তাররাত ব্রজবাবুর কোনও রোগই ধর্‌তে পার্‌লেন না! এখন তাঁরা হাওয়া পরিবর্ত্তন করবার পরামর্শ দিচ্ছেন। আমারও মত যে একবার হাওয়া বদ্‌লাতে যেতে পারলে ভাল হয়।

গৌরীর-মা। বুঝ্তে পাচ্ছি: ডাক্তারবা যখন কোনও রোগ ঠিক কর্‌তে বা সার্‌তে না পারেন তখন তাঁরা ব্রহ্ম-অস্ত্র হাওয়া বদল কথাটা প্রয়োগ করেন। কিন্তু, বাবা, আমার ত এই অবস্থা। যদিও কোথাও পাঠাবার বন্দোবস্ত হয়, মেয়ে আমার কিছুতেই এখানে থাক্‌বেনা, সেও সঙ্গে যাবেই। গৌরী যদি এখানে না থাকে, তা হ'লে আমার এই অসুখ অবস্থায় আমাকেইবা কে দেখে? তাই ভাব্‌ছি, কি করা যায়। তা ছাড়া, ব্রজোর অসুখ আরম্ভ হ'তে মেয়ের আমার দিন দিন যে অবস্থা দেখ্তে পাচ্ছি তাতে এখন ওকে ব্রজোর কাছ থেকে দূরে রাখ্‌লে--ওকেও বাচাতে পারব এমন মনে হয়না। এইত, অবস্থা; এখন তোমরা বুঝে শুঝে যা ভাল মনে হয় কর। আমার ত শেষ দশা; এখন আর আমার

এসব যন্ত্রণা সহ্য হয় না। আমার কপালে এত দুঃখ ছিল তা পূর্ব্বে বুঝতে পারিনি। আরও কত কষ্ট পেয়ে এ প্রাণ যাবে তার ঠিক কি ?"
গৌরীর-মা ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্র। কেঁদে আর লাভ কি ? চিন্তা করলেও কোনো ফল নাই। ডাক্তার যা বলেন তাই করাই এখন যুক্তিসঙ্গত। আমার মতে হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে যাওয়াই উচিত। গৌরীকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে এখানে রাখা যাবে'খন . তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

দেবেন্দ্র। না, কাশীতে আমার একখানা বাড়ী আছে, এবং সেখানে আমার অনেক লোকজনও আছে। ব্রজ বাবুকে আমার কাশীর বাড়ীতে পাঠাতে পারলে সব দিক রক্ষে হয়।

গৌরীর-মা। আমার তাতে আপত্তি কি ? তোমরা যা ভাল বোঝ, কর। তবে ব্রজকে একবার এ বিষয়ে জিজ্ঞেস্ ক'রে নিও। আমি কখনও এসব বিষয়ে তার সাথে কথা কইনি।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রজেশ্বরের সহিত এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কাশী যাওয়ার প্রস্তাবে তাঁহাকে সম্মত করিলেন।

গৌরী কঠিন সমস্যায় পতিত হইল। এক দিকে মাতা শয্যাগত, দেখিবার শুনিবার অপর কেহই নাই ; অন্যদিকে স্বামীর এই অবস্থা। অথচ যখন স্থান পরিবর্ত্তন না করিলে ব্রজেশ্বরের স্বাস্থ্য ভাল হইবার আশা নাই ইহাই চিকিৎসকের মত, তখন ব্রজেশ্বরকে স্থানান্তরে যাইতেই হইবে। ব্রজেশ্বরের শরীরের এই অবস্থায় তাহাকে একাকী পরের উপর নির্ভর করিয়া বিদেশ পাঠাইতে গৌরীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। পতিপ্রাণা গৌরীর প্রাণ কিছুতেই এঅবস্থায় পতিকে একাকী দূরদেশে পাঠাইতে সম্মত হয়না ;

অথচ মাকে একাকিনী পরের দয়ার উপর ফেলিয়া রাখিয়া পতির সহিত যাইতেও গৌরীর প্রাণ সরে না। মায়ের একমাত্র সন্তান—অত আদরের গৌরীকে এক দণ্ড না দেখিলে মা যে পাগলিনীর মতন হইয়া উঠেন। উভয় সমস্যায় পড়িয়া গৌরী ব্রজেশ্বরের নিকট সুপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ব্রজেশ্বর তাহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া বলিলেন মায়ের দেহ আমার দেহ অপেক্ষা বেশী ভগ্ন হ'য়ে পড়েছে। বোধ হয় তিনি আর বেশী দিন বাচবেন না। এ অবস্থায় মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করবার জন্য তুমি তাঁহারই নিকট থাক,—তাঁর আর কে আছে গৌরী? আমার জন্য তোমার চিন্তা নাই। আমি মরবো না। সুস্থ হ'য়ে আবার তোমার কাছে ফিরে আসবো।

গৌরী। জীবন মরণের কথা কে বলতে পারে? আমার কপালে যদি দুঃখই থাকে, তবে তোমার কাছে থেকেও আমি বাঁচতে পারবো না। কিন্তু, সে কথায় আজ মনকে বুঝোতে পাচ্ছিনা। বিনা রোগে তোমার দেহ দিন দিন শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে দেখে আমার প্রাণে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে। এ সময়ে তোমার কাছ ছাড়া হয়ে থাকলে আমার কি দশা হবে বলতে বুঝতে পাচ্ছি না। আচ্ছা এই ঘোর দুর্দ্দিনে এমন ছাড়াছাড়ি না হয়ে সকলে মিলে কাশী গিয়ে থাকলে হয় না?

ব্রজেশ্বর। সে কথা আমিও মনে ভেবেছিলাম; ডাক্তারবাবু বলেন, মা যেরূপ দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন তাতে স্থানান্তরিত করা উচিত নয়। পথের শ্রমে হয়ত পথের মধ্যেই একটা বিপদ ঘটতে পারে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

গৌরী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। ব্রজেশ্বর গৌরীকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। তাঁহারও আজ চক্ষের জলে উপাধান সিক্ত হইতেছিল। অবশেষে পাষাণে বুক বাঁধিয়া গৌরী পতির আদেশ উপদেশ মস্তকে গ্রহণ করিয়া মায়ের সেবা শুশ্রূষার নিমিত্ত তাহারই নিকটে রহিতে সম্মত হইল। অশ্রুজলে ভাসাইয়া পতির অশ্রুপূর্ণ বদনখানি কে জানে কত কালের জন্য বিদায় দেওয়ার সময় গৌরী বলিল -"যখন যেতেই হবে,যাও। আমি যদি এক মনে ভগবতীর আরাধনা করে থাকি, আমি যদি সতীর ন্যায় প্রাণের সর্ব্বস্ব পতির চরণে অর্পণ করতে সক্ষম হয়ে থাকি, তাহ'লে আমার হাতের শাঁখা, কপালের সিন্দুর, বুকের বাঁধন নিশ্চয়ই অক্ষয় থাকবে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর কাশীবাস চলিয়া গিয়াছেন। গৌরী মায়ের সেবার জন্য তাহার কাছে আছে। দেবেন্দ্রনাথ এখন এ বাড়ীর কর্ত্তা। যে দেবেন্দ্রের পিতা গৌরীর বিবাহের দিনে তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া ছিলেন, সেই দেবেন্দ্র এখন এই পরিবারের অযাচিত অসীম হিতাকাঙ্ক্ষী। এ অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ গৌরীর প্রাচীনা মাতার স্নেহ যতই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হউক না কেন, গৌরীর চিত্তের নিকটবর্ত্তী হওয়া তাহার পক্ষে স্বপ্নাতীত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

দেবেন্দ্রনাথ গৌরী ও তাহার মাতার নিমিত্ত বিবিধপ্রকারের মুখরোচক ও পুষ্টিকর খাদ্যের বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। নিজ-হস্তে গৌরীর মাতার সেবাশুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দাসদাসী ও পাচক নিযুক্ত করিল। গৌরীর ব্যবহারের জন্য মূল্যবান বস্ত্রালঙ্কারাদি আনিয়া দিল। দেবেন্দ্র এই সকল কার্য্য এরূপ কৌশলের সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিল যে উহাতে তাহার স্বার্থের গন্ধটুকুও প্রকাশ পাইল না।

এই সংসারে দেবেন্দ্রনাথের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে সঙ্গেই হরিদাসী বৈষ্ণবীর মায়া মমতা ও প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া উঠিল। হরিদাসী নানা প্রকার আমোদপ্রমোদে গান বাজনায় গৌরীর মন প্রফুল্ল রাখিতে, ও দেবেন্দ্রনাথপ্রদত্ত বস্ত্রালঙ্কারে তাহাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে

লাগিল। কিন্তু, গৌরীর সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই; সে দেবেন্দ্রনাথের বস্ত্রালঙ্কার পায়ে ঠেলিয়া রাখিয়া, এ সময়ে ইহাদের এইরূপ আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবহারে দিন দিন অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহার শিক্ষাজ্ঞানের সম্মুখে এই সকল কপট আচরণ অস্বাভাবিকরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল।

গৌরীর দেহ এখানে থাকিলেও তাহার মন ব্রজেশ্বরের নিকটই চলিয়া গিয়াছে। সে সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে, কিছুই খাইতে চায় না, মাথায় তেল মাখে না, দিন দিন তাহার শরীরের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিল। এই পরিবর্ত্তিত শরীর ও অন্যমনস্কভাব লইয়া গৌরী দেবেন্দ্রের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াও মায়ের সেবা-শুশ্রূষায় আপনাকে সমর্পণ করিয়া ম্লান মুখে দিন কাটাইতে লাগিল।

গৌরীর চেহারার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া তাহার মায়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল; একমাত্র সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি অসুস্থ অবস্থায় আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন।

একদিন দেবেন্দ্রনাথ গৌরীর মায়ের পাশে বসিয়া সেবা করিতেছে, এমন সময়ে গৌরীর মা দেবেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া অনুনয় সহকারে বলিতে লাগিলেন "বাবা দেবেন্দ্র, তোমাকে আর আমার সেবাশুশ্রূষা করতে হ'বে না, আমার দিন প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে, তুমি আমার গৌরীকে দেখ; গৌরীর আমার দিনে দিনে এমন হ'লো কেন?" বৃদ্ধা চক্ষের জল ফেলিতে লাগিলেন।

দেবেন্দ্র। উহার দিকে আমার বিশেষ দৃষ্টি আছে; কিন্তু পাছে

আপনারা কিছু মনে করেন সেইজন্য আমি উহার নিকটে যেতে সাহস করি না।

গৌরীর মা। বাবা, তোমার চরিত্র পবিত্র ; তোমার উপর আমার বিন্দুমাত্রও অবিশ্বাস নাই।

বিষণ্ণ মনে গৌরী বসিয়া আছে, হরিদাসী নানাপ্রকার আলোচনায় ব্রজেশ্বরের চিন্তা হইতে তাহার চিত্তকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে ; দেবেন্দ্রনাথের প্রাণভরা ভালবাসা তাহার প্রতি প্রাণের কত টান-- প্রসঙ্গক্রমে তাহাও বলিতেছে ; কিন্তু, গৌরীর তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। সে ধ্যানস্থার ন্যায় এক একবার বিরক্তির সহিত হরিদাসীর মুখের দিকে চাহিতেছে, আর একবার অন্য মনে আপন কার্য্য করিয়া যাইতেছে ; এমন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া গৌরী তটস্থ হইয়া উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলে দেবেন্দ্র বলিল —"গৌরী, দিন দিন তোমার শরীরের অবস্থা বড়ই খারাপ হয়ে যাচ্ছে ; আজ মা বড়ই দুঃখ ক'রে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করবার কথা বল্লেন। এসত দেখি তোমার কি হয়েছে ?"

গৌরী থামিল ; কিন্তু, মুখ তুলিল না।

দেবেন্দ্র। তোমার শরীরের ও মনের এই ভাব অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করে আস্‌ছি ; কিন্তু, কে কি বলে এই ভয়ে আমি আপনা হ'তে তোমার কাছে এসে দেখ্‌তে শুন্‌তে সাহস করিনি। আজ মা যেরূপ দুঃখ ক'রে বল্লেন, তাতে সে সঙ্কোচ আর রাখ্‌তে পার্‌লাম না।

হরিদাসী। আপনি, বাবু, আপন মনে ক'রে এদের জন্য যা কচ্ছেন, তেমন কে করে না। এমন স্থানে সঙ্কোচ না করাই উচিত। আর

দিন দিন গৌরীর যেরূপ দশা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তাতে এখনই ডাক্তার দেখাবার দরকার। আপনিও ত ওষুধ টষুধ দিয়ে থাকেন ; আগে নিজে দেখুন। তারপর দরকার হ'লে ভাল লোক এনে দেখাতে পারেন। দেখা না, গৌরী দিদি, বাবুকে হাতখানা দেখানা।

গৌরী কোনও উত্তর না করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেবেন্দ্রনাথ গৌরীর নিকটে যাইবামাত্র দলিতা ফণিনির ন্যায় সেই রুগ্ন শীর্ণ দেহের অভ্যন্তর হইতে প্রবল প্রাণের-বল গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তীব্র চক্ষে হরিদাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া গৌরী বলিয়া উঠিল --

"তোদের ব্যাপারখানা , কি লো, হরিদাসী ? তোরা কি ভেবেছিস্ ? তোর বাবুকে এখনই এখান থেকে চ'লে যেতে বল্ ; না হ'লে ভাল হবে না !"

দেবেন্দ্রনাথ শিহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; ভয়ে অধিকক্ষণ তথায় থাকিতে না পারিয়া দেবেন্দ্রনাথ অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। হরিদাসীও কোনও কথা না কহিয়া দেবেন্দ্র-নাথের অনুসরণ করিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ বড়ই বিপদের দিন। সহসা গৌরীর মায়ের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষুদ্বয় মুদিতেছে, ঘন ঘন গভীর শ্বাস বহিতেছে, হস্তপদ অসাড়, বরফের মতন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কথা বলিবার শক্তিও লুপ্ত হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ হাত দেখিয়া বলিল "নাড়ী নাই!" দেবেন্দ্র দ্রুতপদে কবিরাজ আনিতে চলিয়া গেল; হরিদাসী ও গৌরী বৃদ্ধার নিকটে বসিয়া রহিল। গৌরী মায়ের মুখে গঙ্গাজল দিতে দিতে তারকব্রহ্ম দুর্গা নাম শুনাইতে লাগিল। কবিরাজ আসিবার পূর্ব্বেই কন্যার মুখে দুর্গা নাম শুনিতে শুনিতে গৌরীর মাতা চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে; গৌরী কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দভাবে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তারপর হরিদাসীকে সেখানে বসিয়া থাকিতে বলিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

আজ মাতৃহীনা গৌরীর কাঁদিবার দিন। একাকিনী বসিয়া গৌরী প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেছে। হৃদয়ের আবেগ একটু সংযত হইলে, দেবেন্দ্র-নাথের কথা তাহার মনে পড়িল। দেবেন্দ্রের হাবভাব কথা বার্ত্তায় গৌরী তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিল; এবং শুদ্ধ মায়ের ব্যারামের জন্য এতদিন সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়াও আত্মরক্ষা ও আত্ম-সংবরণ করিতেছিল। কিন্তু, এখন সে কি করিবে? মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলেও গৌরী এতদিন মনকে প্রবোধ দিয়াছে, তাহার মা আছেন;

কিন্তু, আজ সে যে সহায়হীনা, সম্বলহীনা, অবলম্বনবিহীনা। গৌরীর প্রাণ আর পলমাত্র তথায় থাকিতে অসম্মত হইল। গৌরী স্থির করিল মায়ের চিতাভস্ম অঙ্গে মাখিয়া, সেই পবিত্রতম শেষ আশীর্বাদ অঞ্চলে বাঁধিয়া কাশীধামে যাত্রা করিবে। গৌরীর প্রাণ ধীরে ধীরে পতিপদদর্শন লালসায় সবল হইয়া উঠিল। সতীর কাছে সবই, সেই পতিদেবতা একাকী অন্তরে ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছেন তাঁহার সেবা করিতে যাত্রা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞায় গৌরী সাহসে বুক বাঁধিয়া ফেলিল।

দেবেন্দ্রনাথ পুরোহিত সঙ্গে করিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল আর কাহারও সাড়াশব্দ নাই। হরিদাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "সে কোথায়?"

হরিদাসী—বাহিরে গিয়েছে।

দেবেন্দ্র—দেখ হরিদাসী, এবার ওকে একদম আমার বৈঠকখানায় নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। একবার হাত করতে পারলে, আর যায় কোথায়?

হরিদাসী—যা করবে বাবু সাবধানে করো। মেয়েটি তেমন সোজা নয়।

দেবেন্দ্র—তুই তো বলেছিলি—

হরিদাসী—ব্যস্ত হয়োনা; হরিদাসী যা বলে তা ক'রে ছাড়ে। যে কাজ যত শক্ত, তার জন্য তত দীর্ঘ সময় দিতে হয়।

দেবেন্দ্রনাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কি বলিতে যাইতেছে, এমন সময়ে গৌরী অদূরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে দেখিয়া হরিদাসী চক্ষু টিপিয়া দিতেই সে থামিয়া গেল।

দেবেন্দ্রনাথ লোকজন ডাকিয়া গৌরীর মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিল। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, মায়ের শেষ চিহ্ন দেখিবার আশায়,

পাষাণে বুক বাঁধিয়া গৌরী শ্মশানে মায়ের চিতার দিকে চাহিয়া রহিল; তারপর যখন আর দেখিবার কিছুই রহিল না, তখন ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িল। মনুষ্যদেহের এই পরিণাম! এই দেহের ভোগ-লালসার আশায় মানুষ না করে এমন কাজ নাই!

শ্মশানানল নির্ব্বাপিত হইলে, গৌরী মায়ের চিতাভস্ম অঞ্চলে বাঁধিয়া শ্মশানানলদগ্ধ বান্ধবগণ-পরিত্যক্ত মাতৃআত্মার শান্তি কামনা করিতে করিতে অতি অশান্ত চিত্তে সকলের সহিত ঘরে ফিরিয়া আসিল। আজ গৌরী মাতৃহীনা! মায়ের মায়া সকলেরই আছে, সকলেরই মা মরে; কিন্তু, গৌরীর মা-মরায় ও সকলের মা-মরায় অনেক প্রভেদ। মাকে হারাইয়া গৌরী যে শুদ্ধ গৃহহীনা,সংসারহীনা,সহায়হীনা হইয়াছে তাহাই নহে; গৌরী জলজন্তুগণের অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া, সহ্য করিয়া, তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জলে থাকিতে পারে; কিন্তু, ঐ যে তীর ভূমিতে ভীষণ ব্যাঘ্র দেবেন্দ্রনাথ করাল বদন ব্যাদান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার সুযোগ সন্ধান করিতেছে, গৌরী তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে সমর্থ নহে!

এই ভাবে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। মাতার মৃত্যুর পরদিন দ্বিপ্রহরের সময় গৌরী হরিদাসীকে বলিল—"হরিদাসী, আজ আমি কাশী যাত্রা করিব। তোমার বাবুকে বাড়ী যেতে বল। এখানে এ ভাবে থাকাটা আমি পছন্দ করিনা।"

হরিদাসী। কেন বাবু কি তোমায় অযত্ন কচ্ছেন?

গৌরী। সে কথার কৈফিয়ৎ দিতে আমি বসিনি। আমি আমার সব বন্দোবস্ত করে কাশী যাব; তাঁর আর এখানে থাক্‌বার প্রয়োজন কি?

হরিদাসী। তাত বটেই! মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ! তা' কার সঙ্গে যাবে?

গৌরী—একা যাব।

হরিদাসী—সে কি? তুমি ঘরের বউ!

গৌরী- কি করবো? যার কেউ নেই, সে একাই যায়। ঠিকানা জানা আছে; যেতে পারবো নৈ কি? বিপদ ঘরেও আছে, বাইরেও আছে। সে বিপদকে গ্রাহ্য করলে, ভয় করলে, আমার ঘরেও থাকা হয় না, বাইরেও যাওয়া চলেনা।

হরিদাসী একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"দেবেন বাবুর বাড়ীতেইত ব্রজবাবু আছেন, তা, তিনিও তো দিয়ে আসতে পারেন।"

গৌরী- সে কথা আমি বলতে পারি না। দেখ্ হরিদাসী, এতদিন বলিনি আজ বল্ছি,—দেবেন বাবুর চাল্‌চলন ভাল নয়; ওঁকে দেখ্‌লেই আমার মনে ভয় ও ঘৃণার উদয় হয়।

হরিদাসী—অতটা অকৃতজ্ঞ হওয়া কি তোমায় উচিত, গৌরী-দিদি? তিনি তোমাদের জন্য এত কচ্ছেন, তাঁকে এমন কথা বলা উচিত হয়নি।

গৌরী। দেখ্ হরিদাসী, তোকে আমি তা বুঝোতে পারবোনা। স্ত্রীলোকের সব একদিকে, আর সতীত্ব একদিকে। তিনি যা কচ্ছেন বেশ কচ্ছেন, তারজন্য আমরা কৃতজ্ঞ; কিন্তু,—

হরিদাসী বাধা দিয়া বলিল—"তুমি ভুল বুঝেছ গৌরী। তিনি তেমন লোক নন্। এইত আমি আছি, আমিও তো মেয়ে মানুষ! তিনি বড় বেশী মিশ্‌তে ভাল বাসেন, এই যা দোষ।

গৌরী। হরিদাসী! তুই কাকে কি বোঝাচ্ছিস্! এতখানি নির্ম্মল

আকাশে যদি এতটুকু মেঘের উদয় হয়, তাও দর্শকের চক্ষের অগোচর থাকতে পারে না। যাক, সে কথা; আমি আর এখানে দেরী করতে পারি না। এদিকের কাজ তো হয়ে গেল, এখন যদি তাঁর কোন কূল কিনারা করতে পারি। আমি আজই কাশী যেতে চাই।

দেবেন্দ্রনাথ ঠিক এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইল। গৌরী মাথার কাপড় টানিয়া একটু সরিয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত হরিদাসীর, এবং হরিদাসীর সহিত গৌরীর এ বিষয় কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হইল দেবেন্দ্রনাথই গৌরীকে লইয়া কাশী যাইবে, হরিদাসী সঙ্গে থাকিবে, কিন্তু, সেই দিনই যাইতে হইবে।

সকলেই কাশী যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। গৌরী জিনীস পত্র সাবধানে রাখিবার ব্যবস্থায় সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকিয়া সন্ধ্যার পরের গাড়ীতে কাশী যাত্রা করিল; গৌরীর ইচ্ছাক্রমে হরিদাসী গৌরীর সহিত স্ত্রীলোকের কামরায় এবং দেবেন্দ্রনাথ পার্শ্বস্থিত পুরুষের কামরায় রহিল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর নির্জ্জন অবস্থায় একখানি তক্তপোষের উপর শয়ন করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে পার্শ্বস্থিত সেবকের সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে দেবেন্দ্রনাথ, গৌরী ও হরিদাসী সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

তাহাদিগকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর চমকিয়া উঠিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শান্তভাবে তাঁহার কাছে বসিয়া, ইতস্ততঃ না করিয়াই গৌরীর মায়ের মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিল। শয্যার পার্শ্বে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া গৌরী স্বামীর অস্থি ও চর্ম্মের সমাবেশ দেখিতে দেখিতে কাঁপিয়া উঠিতেছিল। তাহার সহিষ্ণু চক্ষের প্রান্ত হইতে প্রবল অশ্রু প্রবাহিত হইতেছিল। ব্রজেশ্বর গৌরীর দিকে চাহিলেন। চারি চক্ষুর মিলন হইল। গৌরী আরও নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সেবক ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

দেবেন্দ্র বাবু ও হরিদাসী যখন বসন পরিত্যাগ করিয়া হাত মুখ ধুইতে যায়, তখন হরিদাসী গৌরীকে ডাকিল। গৌরী গেল না।

দেবেন্দ্র ও হরিদাসী চলিয়া গেলে গৌরী ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিল। ব্রজেশ্বর গৌরীর হাতখানি ধরিয়া বুকের উপর স্থাপন করিল। গৌরী দেখিল যেন সমস্ত শরীর হইতে আগুন বাহির হইতেছে।

ব্রজেশ্বর। বোধহয় শেষ দেখা দেখবার জন্যই ভগবান্ এনেছেন।

গৌরী—ভয় নাই, তোমার। রোগ হয়েছে সেরে যাবে। না জানি এতদিন তোমার সেবা শুশ্রূষার কতকষ্ট হয়েছে!

ব্রজেশ্বর—না গৌরী, সেবার ত্রুটি হয়নি। তবে, আমার জীবনের আশা নাই। আমার সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে যায়, চোখ মুখ যেন শুকিয়ে যায়—পুড়ে যায়!

গৌরী—ডাক্তার কি বলেন?

ব্রজেশ্বর—কি বলেন, বুঝি না। আমার জন্য আমি ভাবি না; জন্মেছি মরতেই হবে; আমি ভাবি তোমার কথা,—তুমি যে কোথায় দাঁড়াবে তার কোনো কূল কিনারা নেই!

গৌরী—অত উতলা হয়ো না, তুমি। আমি ভাবছি এত চিকিৎসায়ও রোগের কিছুই হয় না; ডাক্তারেরা রোগ স্থির করতে পারেন না; এ কি ভীষণ রোগ আমার অদৃষ্ট এসে জুটেছে! আমার, জন্য তুমি ভেবো না। আমার পথ পরিষ্কার আছে।

ব্রজেশ্বর—কিছুই বুঝতে পারি না, গৌরী। ব্রজেশ্বর গৌরীর হাত খানি আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষের জল ছাড়িয়া বলিলেন—"আমি একটি যুবতী বিধবাকে পথের মাঝখানে ফেলে চলে যাচ্ছি, ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু র্ন চ বান্ধবঃ! বিবাহ করে তোমাকে যে সর্ব্বনাশ হ'তে বাঁচিয়েছিলুম, তার চেয়ে কোটিগুণ বেশী বিপদে ফেলে চলে যাচ্ছি!"

গৌরী অতি যত্নে আপন আঁচল দিয়া পতির চক্ষের জল মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—"তুমি অত উতলা হয়োনা। তোমার কোনো ভয় নেই। আমার শাঁখা সিঁদুরের জোর থাকলে তুমি সেরে উঠবে। আমি যদি এতদিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে ভগবতীর চরণে আত্মদান ক'রে থাকি, তিনি আমাকে নিশ্চয়ই বিপদ হ'তে রক্ষে করবেন।"

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া বলিলেন—"দেবেন্দ্র

বাবু আমাদের যে উপকার কচ্ছেন, তা ভুলবার নয়। তিনি অনুগ্রহ না করলে আমরা যে কি করতাম, এবিপদে কোথায় যেতাম, তার ঠিকানা ছিল না। অমন দয়ার শরীর যাঁর, একটা বিপদে পড়লে তুমি তাঁর সাহায্য নিশ্চয়ই পাবে-- এই যা আশা।"

সহসা গৌরীর সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল। সহসা তাহার মুখ চক্ষের উপর নিবন্ত বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; অতি কষ্টে গৌরী দন্তে অধরোষ্ঠ কাটিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ছাড়িয়া ঠিক সেই ভাবে সেইখানে বসিয়া রহিল; ব্রজেশ্বরের কথার কোনও উত্তর দিতে পারিলনা।

বুদ্ধিমান ব্রজেশ্বর গৌরীর এই ভাব-পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে না পারিলেন এমন নয়, তখনও তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ও অনুভবশক্তি লুপ্ত হয় নাই। তিনি অনেকক্ষণ গৌরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়া একটি প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"গৌরী, হরিদাসী বৈষ্ণবী তোমাদের সঙ্গে এসেছে কেন?"

গৌরী আত্মসংবরণ করিয়া কহিল---"আমি একা দেবেন্ বাবুর সঙ্গে কি করে আস্‌বো?"

ব্রজেশ্বর। আমি চ'লে আসার পর তোমাদের বাড়ীতে কে কে ছিল?

গৌরী। এঁরাই দু'জনে ছিলেন, এই তোমার বন্ধু, আর হরিদাসী-বৈষ্ণবী।

ব্রজেশ্বর---হরিদাসী কোথেকে জুট্‌লো?

গৌরী—সে কথা তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস্ করো। এখন ও সব চিন্তা কর্‌বার মতন অবস্থা তোমার নয়; সেরে ওঠো, তারপর তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রো।

ব্রজেশ্বর ব্যস্তকণ্ঠে কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে বাহির হইতে কে কবাটে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। গৌরী আস্তে আস্তে উঠিয়া কপাট খুলিয়া দিয়া ঘোমটা টানিয়া একপার্শে সরিয়া দাঁড়াইল. দেবেন্দ্রনাথ তখন আর একটি বন্ধুর সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। হরিদাসী তাহার পরেই সেই কক্ষে আসিয়া গৌরীকে কক্ষান্তরে যাইতে অনুরোধ করিল. গৌরী গেল না, যে ঘরে ব্রজেশ্বর বাবু ছিলেন, তাহারই পার্শ্বে ছোট একখানি স্নানের ঘর ছিল, তথায় বসিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া আবার পতির কক্ষে আসিয়া এক কোণে বসিয়া রহিল। আহারের জন্য হরিদাসী অনুরোধ করিলে গৌরী বলিল "আমি মানস করেছি, তিনদিন অনাহারে থেকে বিশ্বেশ্বরের পূজো কর্বো। পারিস তো তার ব্যবস্থা করে দে।"

হরিদাসী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেবেন্দ্রের বন্ধুটী চলিয়া যাইবার সময়ে আর একবার সহাস্য দৃষ্টিতে গৌরীর মুখের দিকে—তারপর দেবেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূ এবং চক্ষু উপর টান করিয়া একটু ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। দেবেন্দ্র সেই কক্ষেই রহিল।

ব্রজেশ্বর এক পলকের জন্য তাহাদের এই ভাব লক্ষ্য করিলেন। সন্দিগ্ধ চিত্তকে সংযত করিবার শক্তি তখনও তাঁহার ছিল।

দেবেন্দ্রনাথ আহারাদি করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরের শয্যাপার্শ্বে বসিল। উভয়ে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, গৌরী আবার কপাট খানি বন্ধ করিয়া ব্রজেশ্বরের শয্যার অপর পার্শ্বে গিয়া ঘোমটা খুলিয়া বসিয়া পড়িল। দেবেন্দ্রনাথ একবার লোলুপ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল —এ ত মানবী নয়! এই বিশুষ্ক শীর্ণ দগ্ধ বদন হইতেও কি যেন এক

অগ্নিতেজ বহির্গত হইতেছে, তাহার নয়নের জ্যোতিঃ যেন দেবেন্দ্রনাথকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে! দেবেন্দ্রনাথ সে দিকে আর চাহিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। দেবেন্দ্র এতদিন অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে এই মুখখানি দেখিবার তেমন সুযোগ পায় নাই; আজ বদন উন্মুক্ত করিয়া গৌরী তাহার দিকে কেন এমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, স্থির করিতে না পারিয়া আশা-নিরাশায়, ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কোথায় পলায়ন করিবে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলনা। ব্রজেশ্বর গৌরীর এই আকস্মিক ভাব-পরিবর্তন দেখিয়া বিস্ময়ে ও সংশয়ে বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ শয্যাপার্শ্ব হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে গৌরী ব্রজেশ্বরের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিল "একটু বসতে বলনা।" সরলপ্রাণ ব্রজেশ্বর একটু বিস্মিত হইলেন বটে, এই ভীষণ অসময়ে—এই তাঁহার জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে বসিয়া রুগ্ন শুষ্ক ঘনকৃষ্ণ মেঘসম গৌরীর মুখখানি হইতে, দেবেন্দ্র নাথের সম্মুখে নির্লজ্জ উন্মুক্ত মুখখানি হইতে, সহসা এই হাসির আলোক বিস্ফুরণ, আর দেবেন্দ্র-নাথের চঞ্চলতার পীড়নে কক্ষ ত্যাগ প্রয়াসে গৌরীর আপত্তি প্রকাশ, এতদুভয়ের একটা সামঞ্জস্য স্থির করিতে না পারিয়া ব্রজেশ্বর বাবু একটু বিস্মিত হইলেন বটে; তথাপি তিনি দেবেন্দ্র বাবুকে ডাকিয়া বলিলেন — "একটু বসুন, না। অনেকদিন পরে দেখা। আপনি আমাদের যে উপকার করেছেন, —

দেবেন্দ্র। না না, সে কিছু নয়, আপনি সেরে উঠুন, তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

এই সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া একটু দূরে

দাঁড়াইয়া ছিল। সে ও গৌরীর এই উন্মুক্ত ভাব দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিল।

গৌরী চীৎকার করিয়া ডাকিল "হরিদাসী।" হরিদাসী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল—"কি গৌরী দিদি?"

গৌরী কি দেখছিস্?

হরিদাসী। কি দেখ্‌বো? দেখ্‌ছি তোমাকে, দেখ্‌ছি ব্রজনাথকে, দেখ্‌ছি দেবেন্ বাবুকে।

গৌরী। কেমন দেখ্‌ছিস?

হরিদাসীর বুকের মধ্যে দপ দপ করিতেছিল, হাত পা কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সহসা কোনও উত্তর করিতে পারিল না। বারংবার দন্তদ্বারা অধরোষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল এবং হস্তদ্বারা মাথার চুল কপালের উপর হইতে সরাইয়া ফেলিতে লাগিল।

গৌরী ছুটিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া বলিল "হরিদাসী, দেখ্‌না একবারটি। দেখ্‌না, ভাই, জীবনটা কি নিয়ে এখনো আছে। সেই তখন দেখেছিলি—আর আজ একবার দেখ্‌ত। শয্যার সাথে মিশে গিয়েছেন, নাক মুখ সব অলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দারুণ পিপাসায় দিন্‌রাত্‌ ছটফট্ কচ্ছেন। ডাক্তার দেখাচ্ছেন, হাওয়া পরিবর্ত্তন্ কর্‌তে এসেছেন, কিন্তু সবই যে ক্রমে শেষ হয়ে এলো।"

হরিদাসী অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল—"ভয় নাই গৌরী-দিদি; বাবু এসেছেন, তিনি সব বন্দোবস্ত কর্‌বেন।"

গৌরী। না হরিদাসী, আমার এখানে মন টিক্‌বে না। আমি এঁকে নিয়ে গঙ্গার তীরে কুটির বেঁধে থাক্‌বো; এখানে আর তোরা আমায় রাখ্‌তে পার্‌বিনে। আমি এঁকে নিয়ে বাবা বিশ্বেশ্বরের দুয়ারে প'ড়ে থাক্‌বো;

তিনি কিছুতেই পায় ঠেল্বেন না। কাল আমি ঘোর দুঃস্বপ্ন দেখেছি, আমি কিছুতেই এখানে থাক্বো না।

গৌরীর নয়ন হইতে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরী পতির পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল।

ব্রজেশ্বর অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে ধীরে ধীরে দেবেন্দ্রকে বলিলেন "বুঝতে পারছেন, এ ভাবে কি ক'রে চলবে। শোকে তাপে পাগল হ'য়ে উঠেছে। আপনি একটু সুস্থ করবার চেষ্টা করুন, না হ'লে একটা বিপদ হবে।

দেবেন্দ্রনাথ এতক্ষণ পরে একটু স্থির হইয়া, একটু আশ্বস্ত হইয়া, সাহসে ভর করিয়া, গৌরীর নিকটে আসিয়া বলিল "এ কি গৌরী? আমরা আছি। আমরা থাকতে তোমার কোনও কষ্ট হবেনা; তুমি স্থির হও, ভাল ওষুধ দিলেই শঙ্করনাথ সেরে উঠবেন। তোমার শরীরও অসুস্থ। তোমারও ওষুধের ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। আমি থাকতে তোমাদের কোনো ভয় নাই।" চীৎকার করিয়া গৌরী পাগলিনীর ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল— "দেবেন্দ্রনাথ, আমি এজগতে ভয় করি একমাত্র তোমাকে। আমি বনের বাঘকেও অত ভয় করিনা। তোমার জন্যই —তোমার ভয়েই আমি অত ব্যস্ত হয়ে, সব ফেলে দিয়ে, আমার আশ্রয়তরুর কাছে —আমার প্রাণের প্রাণ প্রাণময় দেবতার কাছে ছুটে এসেছি; এখানেও আবার তুমি! একদিকে আমার জীবনের সর্ব্বস্ব-ধন দগ্ধ প্রাণে ঐ শেষ মুহূর্ত্তের নিমিত্ত অপেক্ষা করছে—আর একদিকে তোমার ঐ ভয়াল বদন দেখতে দেখতে আমার প্রাণের রক্ত শুকিয়ে শুকিয়ে জমাট বেঁধে আমাকেও অসাড় ক'রে নিয়ে আসছে; আমাকেও

ঔষধ তোমাকে আর দিতে হবে না, দেবেন্দ্রনাথ। আমার ঔষধ আমি নিজেই সঙ্গে করে এনেছি ! যে রোগের তাড়নায় তুমি আজ এত উদ্ভ্রান্ত, তাহারও ঔষধ আমার কাছে আছে --

গৌরী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে এক তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া দেবেন্দ্রনাথের মুখের সম্মুখে হাত তুলিয়া বলিল- "এই ঔষধ তোমার, আর এই ঔষধ আমারও। তুমি বনের পশু, তুমি ধনমদে মত্ত হয়ে ভুলে গিয়েছ, --সতী স্ত্রী তোমার মতন পশুকে তাহার উপাস্য দেবীর কাছে এইভাবে বলি দিতে বিন্দু মাত্রও ভীতা সঙ্কুচিতা হয় না।"

গৌরী দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করে সেই উজ্জ্বল যন্ত্র ধারণ করিয়া দেবেন্দ্রনাথের বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া আঘাত করিতে উদ্যত হইবা মাত্র মৃতপ্রায় ব্রজেশ্বর সহসা চীৎকার করিয়া হাতে ভর দিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন, ক্ষিপ্র হস্তে হরিদাসী গৌরীর হাত ধরিয়া ফেলিল। সেই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দর্শনে পাপী দেবেন্দ্রনাথ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। গৌরীর আরক্ত--বিস্ফারিত নেত্র হইতে সংহারক অগ্নি বিনির্গত হইয়া যেন দেবেন্দ্রনাথ ও হরিদাসীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। গৌরী আবার চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—"দেবেন্দ্রনাথ, তুমি মনে করেছিলে বিপদের সময়ে তোমার ধনৈশ্বর্য্যের কুহকে ভুলিয়ে আমাকে বাধ্য করবে ! সতীর শক্তি কত প্রবল তোমার মতন পশু তা ধারণায় আনতেও অক্ষম। ভেবেছিলুম, তোমায় কিছু বলবোনা, নিজমনে আত্ম রক্ষে করে যাব।—কিন্তু, এখানে এসেও——

উঃ ! তুমি এতদূর বেড়ে উঠেছ ! তোমার এতটা বাড়বাড়ন্ত দেখে আমার আর সহ্য হল না ; তাই,আমার ঐ প্রাণের দেবতার পদতলে তোমার মতন

পশু বলিদান দিয়ে, এ অভিনয় শেষ করতে উদ্যত হয়ে ছিলেম। মনে রেখো, আমার একমাত্র আরাধ্য ঐ মৃতপ্রায় পতি-দেবতার পদতলে বসে আজ তোমায় বল্‌ছি—হিন্দু সতীর শরীরে-মনে এখনও এতটা শক্তি ভগবতী দিয়ে রেখেছেন যার বলে তোমাদের মতন পশুর অত্যাচার হ'তে তারা অনায়াসে আত্মরক্ষা করতে পারে। পশু-প্রকৃতি পুরুষ তোমরা—তোমরাই স্ত্রীজাতিকে প্রলুব্ধ—বিষাক্ত—করে হিন্দুর ধর্ম্মবল ধ্বংসের দিকে নিয়ে এসেছ! তোমাদের উপযুক্ত শাস্তি বলিদান। তোমাদের বলিদান ভিন্ন এজাতির—এধর্ম্মের আর উদ্ধার নেই।"

গৌরীর আপাদ মস্তক কি যেন এক অসীম শক্তিবলে কাঁপিতে লাগিল। ধীরে ধীরে হস্তস্থিত ছুরিকাখানি পতির পদতলে রাখিয়া হরিদাসীর দিকে ফিরিয়া গৌরী বলিল—"হরিদাসী, তুই আমাকে মজাতে অনেক চেষ্টা করেছিস্, তোদের এতদূর আসার যে এত আগ্রহ, তারও কারণ তুই। স্ত্রীজাতির কলঙ্ক তুই, বৈষ্ণবী সেজে তুই পাপের আগুণ জ্বেলে, হিন্দুর ঘরে ঘরে ঘু'রে, অবসর মত—সুযোগ পেলেই—গৃহ-দাহের ব্যবস্থা কচ্ছিস্! ইচ্ছা ছিল, তোকেও আমি আমার ঐ মৃতপ্রায় দেবতার পায়ে বলি দিয়ে প্রাণের জ্বালা নিবাব। মনে করেছিলি, যদি আমার সর্ব্বনাশ হয়, যদি আমার দেবতার অন্তর্দ্ধান হয়, তা হ'লে একা পেয়ে তোর সাধের জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর রাজত্বে পেয়ে, যা খুসি তাই কর্‌তে পার্‌বি! বড়ই আনন্দে মেতেছিলি! কেমন? কিন্তু, এ যে ভগবতীর রাজ্য—এ যে মায়ের রাজত্ব! মা যে মায়ের মতন পবিত্র উদার সন্তানকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হতে বাঁচাবার জন্য সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কোটি হস্ত বিস্তার করে শক্তি দান কচ্ছেন। তুই কুলটা, কলঙ্কিনী; বৈষ্ণবীর কপট সাজে বেশ্যাবৃত্তিতে চির-অভ্যস্ত তুই,—

তুই তার কি জান্‌তে বুঝ্‌তে পার্‌বি ? হরিদাসী, তোকে এর চেয়ে বেশী বল্‌তে ইচ্ছা করি না। আমি এখনই এই মহাপাপীর গৃহে পদাঘাত করে, আমার পতি দেবতাকে নিয়ে পবিত্রা প্রেমময়ী গঙ্গাদেবীর কোলে বাস করবার জন্য যাত্রা করবো : তোদের মতন পাপীর সংস্পর্শে থেকে, এ রোগ কিছুতেই সারবেনা।”

হরিদাসী ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৌরীর পা-দুইখানি জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। দেবেন্দ্র-নাথ ধীরে ধীরে অধোবদনে সে কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে, ঠিক এমনই সময়ে এক গৌরাঙ্গ দীর্ঘ বলিষ্ঠ আবক্ষলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রু পুরুষ দীর্ঘ জটার বোঝা মাথায় জড়াইয়া, এক শীর্ণকায়া পূর্ণ যুবতী ব্রহ্মচারিণীর পশ্চাতে পশ্চাতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। কক্ষে প্রবেশ করিয়াই ব্রহ্মচারিণী উন্মাদিনীর মতন বলিয়া উঠিল- -“যাবেন না দেবেনবাবু, একটুখানি দাঁড়ান। হাঁলো হরিদাসী, আমায় চিন্‌তে পাচ্ছিস্‌ ? হরিদাসী সেই পরিচিত স্বর শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল, ফিরিয়া চাহিয়া ভয়ে বিস্ময়ে জড়সড় হইয়া গৌরীর পা ছাড়িয়া দিয়া দেবেন্দ্রবাবুর নিকটে গিয়া দাঁড়াইল। ব্রজেশ্বর বিস্ময়ে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“কে ? মনোরমা না ?”

মনোরমা। হাঁ দাদাবাবু।

ব্রজেশ্বর। এখানে এ বেশে কি করে এলি ?

মনোরমা। বল্‌ছি দাদাবাবু, ব্যস্ত হয়োনা।

আয়লো হরিদাসী, এদিকে আয়লো ! মনোরমা হরিদাসীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ব্রজেশ্বরের শয্যাপার্শ্বে লইয়া গেল। গৌরী

মনোরমার নাম শুনিয়াছিল, কোনও দিন দেখে নাই। সহসা এক সন্ন্যাসীর সহিত ব্রহ্মচারিণী বেশে সেই মনোরমার এই ভাবে এখানে আগমন করায় তাহার উদ্বেলিত চিত্ত সংযত হইয়া অপার বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। গৌরী ধীরে ধীরে মনোরমার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল।

মনোরমা তাহাকে দেখিয়া প্রশ্ন করিল "তোমার নাম গৌরী?"

গৌরী। হাঁ, ঠাকুরঝি।

গৌরীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে মনোরমার চক্ষে জল আসিল, ধীরে ধীরে মনোরমা সন্ন্যাসীকে ছাড়িয়া দিয়া দুই হাতে গৌরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

দেবেন্দ্রনাথ এই অবসরে পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। অমনি, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "তোমার এখনও যাওয়ার সময় হয়নি দেবেন্দ্রনাথ, ঠিক যেমন আছ, দাঁড়িয়ে থাক।"

সহসা দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ের পশুবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। দেবেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি, আমার বাড়ীতে এসে আমার উপর জুলুম কচ্ছো?"

সন্ন্যাসী। আমি কে শুনবি? শোন্, বিপ্রদাস, যার সর্ব্বস্ব হরণ করে, জাল জোচ্চোরি করে, তোর পিতা তোর মতন শকুনের জন্য অত সম্পত্তি রেখে গেছেন। তোর বাপ প্রচার করেছিল বিপ্রদাস মরেছে; আজ তোকে দেখাতে এসেছি,—এখনও ভূস্বামী বিপ্রদাস মরেনি, সে পৃথিবীর সম্পদকে পায়ে ঠেলে ফেলে দিয়ে—এখনও বেঁচে আছে।

"বিপ্রদাস" নাম শুনিয়া দেবেন্দ্রের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। কম্পিত কণ্ঠে দেবেন্দ্রের পশুবৃত্তি চীৎকার করিয়া উঠিল—"কে আছিস

বে ?" চারি পাঁচজন ভৃত্য ছুটিয়া দরজার কাছে আসিল ; সাধু বিপ্রদাস-- বাম হস্তে দেবেন্দ্রের হস্ত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন

"বস্, খাড়া রহো হুয়া।"

চিত্রপুত্তলিকার মতন ভৃত্যগণ সেই স্থানে দাড়াইয়া রহিল ; বৃদ্ধ ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিয়া দিলেন। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী দেবেন্দ্রের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ব্রজেশ্বরের শয্যা পার্শ্বে লইয়া গেলেন। ব্রজেশ্বর পদধূলির জন্য হাত বাড়াইয়াছিলেন, সন্ন্যাসী তাহার সমস্ত শরীরে একবার হাত বুলাইয়া দিয়া বলিলেন–

"উঠে বসে পায়ের ধুলো নেও।"

ব্রজেশ্বর উঠিয়া বসিলেন, কোনও কষ্টবোধ হইলনা।

তখনও মনোরমা গৌরীর গলা ধরিয়া কাঁদিতে ছিল। গৌরী কোনও প্রকারে তাহার হাত ছাড়াইয়া সন্ন্যাসীর পদতল চুম্বন করিয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল–

"আমার সর্ব্বস্ব বাঁচিয়ে দিন প্রভু ; আপনার করস্পর্শে যিনি এত সহজে উঠে বস্‌তে পেরেছেন, আপনার হাতে নিশ্চয়ই তাঁর প্রাণ ফিরে পাব।"

সন্ন্যাসী গৌরীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—"ভয় নেই, মা। রোগ নির্ণয় হলে তার ঔষধের ব্যবস্থা কর্‌তে বেশী বিলম্ব হয় না। বিষ-পানে তোমার স্বামীর দেহ এরূপ হয়েছে ; এই নাও, মা, ঔষধ ; এই ঔষধ দিবসে তিনবার খাইয়ে দিও, তিন দিনে তিনি ভাল হয়ে যাবেন।"

গৌরী। কে আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে প্রভু? আমরাতো কোনো দিন কারো কিছু অনিষ্ট করেছি বলে মনে পড়ে না।

মনোরমা আবেগ ভরে গৌরীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—“আমিই তোমার সর্ব্বনাশ করেছি, দিদি।”

গৌরী তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া তুলিল। মনোরমা দুই হাতে গৌরীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল “দেবতার মতন স্বামী তোমার। বাল-বৈধব্য জীবনের উশৃঙ্খল যৌবন-তাড়নায় আমি ঐ দেবতাকে বিকৃত চক্ষে দর্শন করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম, এমন উন্মত্ত হ’যে পড়েছিলাম যে আমার আহার নিদ্রা লাজ ভয় সব ভয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। দেবতার আমার সেদিকে কোনও লক্ষ্যই ছিলনা, উদাসীনের মতন তিনি আপন মনে আহার ক’রে আপন কাজে লিপ্ত থাকতেন। ঠিক এত সময়ে এই হরিদাসী বৈষ্ণবী আমার মনের সেই অবস্থার বন্ধু এই হরিদাসী আমায় একটা ঔষধ দিয়ে বল্লে “এই ঔষধটা ভাতের সঙ্গে খাইয়ে দিস্, তোর বশ হবে।” আমি ঐ দেবতাকে আমার বশ করবার জন্য চার ভাগ ঔষধের তিন ভাগ খাইয়েছি, এই দেখ একভাগ এখনো আমার আঁচলে বাঁধা আছে। তারপর দেবতা আমার ঔষধ খেয়েই যখন অসুস্থ হ’যে পড়লেন, তখন আমার মনে সন্দেহ হোল, এ একভাগ আর আমি খরচ করলুম না। তারপর তার রোগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমারও মন পাগলের মতন হ’যে উঠলো। তিনি কাশী এসেছেন খবর পেয়ে আমি আর ঘরে থাকতে পারলাম না। এক রাত্রে মাকে না বলে এখানে এসে পড়লুম। এখানে এসে দৈবক্রমে এই মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ হ’ল। ইনি সিদ্ধপুরুষ, ইনি আমাকে দেখেই

আমার মনের সবকথা বলে গেলেন। আঁচলের ভেতর পরীক্ষা করে দেখে বললেন---'ইহা বিষ।' এই বিষ অল্প অল্প ক'রে মানুষের দেহ ক্ষয় ক'রে মৃত্যু পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। আমি এই সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেছি; কিন্তু, দিদি, এত করেও এ হৃদয়ের জ্বালা, এই অনুতাপের দংশন দূর করতে পারিনি! সেই অপবিত্র ভালবাসার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে যে পবিত্র ভালবাসা ফুটে উঠেছে, তারই আবরণে তাঁর নানা ভাবে নানা বেশে এখানে এসে দেবতার অজ্ঞাতসারে দেবতাকে দর্শন করে যেতাম; আজ তোমরা এসেছ শুনে আমি এর শেষ মীমাংসা করতে এসেছি। এই নেও ভগ্নী," মনোরমা সহসা কটি হইতে এক ভীষণ তীক্ষ্ণ ছুরিকা বাহির করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল- "এই নেও লক্ষ্মী, এই শাণিত ছুরিকা। আমি তোমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তুমি এই ছুরিকা আমার এই পাপ-হৃদয়ে আমূল বসিয়ে দিয়ে এই ভীষণ পাপের শাস্তি বিধান কর।"

গৌরী তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিল। মনোরমা সহসা উন্মত্তের ন্যায় এক পদাঘাতে হরিদাসীকে ভূতলশায়ী করিয়া দেবেন্দ্র নাথকে বলিল "দেবেন্দ্র নাথ, তুমি গাঁয়ের জমিদার; ছি! ছি! এমন স্খলিত লোককেও ভগবান ঐশ্বর্য্য দেন! গৌরীকে পাবার জন্য তার স্বামীকে হত্যা কর্ত্তে হবে! তার স্বামীকে সর্ব্বস্ব জ্ঞানে ভালবেসেও আমি তাঁর মন পাইনি। এই সুযোগে তাঁর মন ভুলাবার ঔষধ বলে, সেই নিরীহ শান্ত ধার্ম্মিক দেবতাকে আমার হাত দিয়ে বিষ খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে তোমার প্রাণটা একটুও কেঁপে উঠলোনা! বন্ধু ভাবে আমার সঙ্গে মিশে পাপিষ্ঠা হরিদাসী—নাম উচ্চারণ কর্ত্তেও গা কেঁপে উঠে!—আমার হাত [illegible]

দান করে আমার এই ভিটাখানাকে কলঙ্কিত করে দিয়েছে! এই রমণী-জীবনটাকে বিষাক্ত করে ফেলেছে।"

মনোরমা তাহার উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়া উঠিল। সন্ন্যাসী তাহাকে শান্ত করিয়া, গৌরীকে বলিলেন—"গৌরী, তোমাকে মা কি বললো? তুমি একে একটু দেখো। যে দিন হতে জানতে পেরেছে বিষ খাইয়েছে, সেইদিন হতেই মনোরমার এইরূপ ভাব। তুমি একে একটু দেখো। আমি আসছি।"

রাজেশ্বর ও গৌরী এতক্ষণ বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে এ দৃশ্য দেখিতেছিল। এই রক্তমাংসের মানুষ যে এতদূর অধোগতি হইতে পারে, ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত রাজেশ্বর, ক্লান্ত গৌরী, অবসন্ন হইয়া আসিয়াছিল। সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া রাজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কোথায় যাবেন প্রভু?"

সন্ন্যাসী। আমি ডাক্তার ডেকে আনতে যাচ্ছি। সিভিল সার্জ্জনকে আমি বলেছিলাম, তিনি দেখে একটা সার্টিফিকেট দিবেন বলেছেন।

রাজেশ্বর। ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে?

সন্ন্যাসী। কি হবে রাজেশ্বর? তুমিও বলছো কি হবে? তোমার জীবন ও তোমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করবার জন্য যাহারা এমন ভীষণ কার্য্য করতে পারে, আদালতের বিচারে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবে, অন্ততঃ হওয়া উচিত। আমি ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এই ঘটনার কথা বলেছিলাম; তিনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট নিয়ে মোকর্দ্দমা করতে বলেছেন; তিনি মোকর্দ্দমা সেসনে দিবেন বলেই মনে হয়।

গৌরী মনোরমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া লইয়া দুই করে তাহার অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিল।

মনোরমার অবিশ্রান্ত রোদনে গৌরীর চক্ষে জল আসিল। গৌরী তাহাকে আদর করিয়া মুখখানির উপর মুখখানি রাখিয়া বলিল—

"কেঁদোনা দিদি ; মানুষের জীবনে এমন কত ঘটনা ঘটে, তারপর মানুষ মানুষ হয়। তুমি বাল্যে বিধবা হয়ে, শিক্ষার অভাবে বা দোষে যৌবনে চিত্ত স্থির রাখতে পারনি। দারুণ আঘাতে এখন তোমার চৈতন্য হয়েছে, সৌভাগ্য ক্রমে এই চৈতন্যের অবসরে তুমি সিদ্ধপুরুষের কৃপালাভ ক'রে ধন্য হয়েছ। আমার দেবতার মতন স্বামী, তোমার অপরাধ নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন। এস ভগ্নী, আমিই তোমার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কচ্চি।"

গৌরী মনোরমার হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহার নিমিত্ত স্বামীর নিকট ক্ষমা চাহিলে, ব্রজেশ্বর মনোরমাকে আদর করিয়া কাছে বসাইয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে চিরদিনই ছোট বোনের মতন দেখে এসেছি, এখনও দেখি ; আশার্ব্বাদ করি, তোমার নবজীবনের ব্রতে তুমি কৃতার্থ হও।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরের কথা শুনিয়া দেবেন্দ্র নাথের হৃদয় ভাঙ্গিয়া রোদনের রোল বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। দেবেন্দ্রনাথ ছুটিয়া গিয়া ব্রজেশ্বরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল—"ব্রজবাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় আপনারাই দিন, কিন্তু, পরের দ্বারা লাঞ্ছিত করবেন না!"

ব্রজেশ্বর-দেবেন্দ্রনাথের রোদনে বিগলিত হইলেন। তাঁহার দয়ার ধারা দেবেন্দ্রনাথের মস্তক স্পর্শ করিল ; তিনি শুধু সন্ন্যাসীঠাকুরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"গুরুদেব, জীবন দান করে আপনি আমার জীবন কিনে রেখেছেন।

দেবেন্দ্র নাথ অনুতপ্ত হয়েছে, এই মহাপাপীকেও ক্ষমা করে—আপনার পদধূলি দান ক'রে -সুপথে চালিয়ে নিয়ে যান। পাপীকে ধ্বংস না ক'রে, তাকে পাপ হতে মুক্ত করে দিন।"

সন্ন্যাসী প্রশান্ত নেত্রে ব্রজেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; যেন সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার অন্তর ভেদ করিয়া আরও কতদূরে গভীরতর প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে! মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনি দেবেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন--"দেবেন্দ্রনাথ, তোমাকে ক্ষমা কর্‌বার অধিকার ব্রজেশ্বরের বা আমার নাই। তুমি দেবীপ্রতিমায় পদাঘাত করেছ, পূজার মঙ্গলঘট কলঙ্কিত পদের আঘাতে অপবিত্র করে ফেলেছ। তোমার সহচরী হরিদাসী বৈষ্ণবীর বিষাক্ত হস্তের স্পর্শনে দেবমন্দিরে ভূমিকম্প উৎপন্ন করেছ; এ পাপের শাস্তি অতি কঠোর। সেই দেবী-প্রতিমা গৌরী যদি তোমাদিগকে ক্ষমা করে, আমাদের তাতে অপত্তি থাক্‌বে না।"

হরিদাসী গৌরীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল,- "গৌরী দিদি, "যা হবার হয়ে গেছে, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে জেলে দিলে তোমার কোনো লাভ হবে না। সন্ন্যাসী ঠাকুরকে যেতে মানা কর।"

গৌরী। আমি ক্ষমা কর্‌লেই যদি তুমি ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা পেতে পার, আমি তোমাকে ক্ষমা কর্‌লাম, হরিদাসী। কিন্তু, জেনে রেখো--ধর্ম্ম এখনও লুপ্ত হয়নি। প্রকাশ্যেই কার্য্য কর, আর গোপনেই কর, ধর্ম্মের নিকটে ধরা-পড়তেই হবে। আমি তোমায় ক্ষমা কর্‌লাম হরিদাসী; কিন্তু, লোকালয়ের অভ্যন্তরে আর ফিরে যেয়োনা। এজগতে তোমার কেউ নেই; যার কেউ নেই বিশ্বই তার আপন, বিশ্বের সকল সংসারই তার সংসার। যাও, হরিদাসী, ঐ গুরুদেবের চরণে দীক্ষা গ্রহণ করে,

জগতের নিমিত্ত আত্মদানের পথে অগ্রসর হও। ধর্ম্মের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর; মানুষের ক্ষমা করা না করার কোনও মূল্য নাই।"

মৌনমুখে কে ঐ অদূরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছে? তুমি দেবেন্দ্রনাথ? ছি! ছি! অত বড় সম্ভ্রান্ত বংশের অত বড় ধনীর সন্তান তুমি, আজ তুমি ঐ দরিদ্র ভিখারী ব্রাহ্মণকন্যার কৃপাপ্রার্থী। যাহাকে শৃগাল কুকুরের। ন্যায় জ্ঞান করিয়া একদিন তোমার পিতা বিবাহ আসার হইতে তোমাকে তুলিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; আজ লক্ষপতি তুমি, সেই ভিখারী ব্রাহ্মণ কন্যার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিবার আশায় অত কাতর হইয়া চক্ষের জল ফেলিতেছ কেন?

দেবেন্দ্রনাথকে তদবস্থ দেখিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল—"কি দেবেন বাবু?"

একদিন যাহার মুখ হইতে একটি কথা শুনিবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত ছিল, আজ এতকাল পরে অপ্রত্যাশিত তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে দেবেন্দ্রনাথের সাহস হইতেছে না কেন?

দেবেন্দ্র। গৌরী, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।

গৌরী। সে কি কথা দেবেন বাবু? আপনি বড়লোক, অত বড় পদস্থ লোক, এক লক্ষ টাকা দিয়ে আমাকে বিধবা ক'রে, তারপর আমার ধর্ম্ম নষ্ট করবার শক্তি আপনার আছে; আমি সামান্য স্ত্রীলোক, আপনাদের মত পদস্থ লোকের দয়ায় অধীন; আমার সুখশান্তির জন্য আপনার কত আগ্রহ; আপনি কেন আমার কাছে ক্ষমা চাইবেন?

ব্রজেশ্বর, মনোরমা, হরিদাসী ও সন্ন্যাসীঠাকুর সকলেই আজ গৌরীর এই অস্বাভাবিক তেজবীর্য্য, এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব বচনবিন্যাসপদ্ধতি, এই বরের

বউ হইয়া উন্মুক্তভাবে একটা পুরুষের সহিত কথার আস্ফালন, দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল, যেন কোনও বাহিরের শক্তি আজ তাহার স্কন্ধে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে নবভাবে গঠিত করিয়া তুলিয়াছে, সে শক্তি যেন আজ অবগুণ্ঠনে আপনাকে ঢাকিয়া রাখিতে চায় না। প্রত্যেক মানুষের অভ্যন্তরেই এইরূপ একটা শক্তির সত্তা আছে; সাধনার দ্বারা তাহাকে জাগ্রত ও কল্যাণব্রত করিয়া তুলিতে হয়।

দেবেন্দ্র। এই ভীষণ বিপদ হ'তে আমাকে উদ্ধার কর গৌরী; তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে নরকেও আমার স্থান হবে না।

গৌরী। আমার কাছে আপনি কোনো অপরাধ করেননি। আমার যতটুকু শক্তি ততটুকু ক্ষমা দেবেন্দ্রবাবু তখনই আপনাকে করেছি, যখন আমার শাণিত ছুরিকা আপনার বক্ষ ভেদ ক'রে বিনির্গত হয়ে আসেনি। দগ্ধ দেবেন্দ্রনাথ, যে দেব শরীরে ভোগ-প্রয়োগ করেছ সে শরীর কোনো মন্দির; মানুষের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ধর্ম তোমাকে ক্ষমা করবেন না। মানুষের সৃষ্ট পদার্থ নষ্ট করলে, মানুষের সৃষ্ট পদার্থ কলঙ্কিত করলে, মানুষের হাতের মন্দির ভেঙ্গে চুরে ফেল্লে, মানুষ তার জন্য ক্ষমা করতে পারে, মানুষ তা আবার গড়ে পিটে নিতে পারে; কিন্তু, তুমি বিষ্ণুর মন্দিরে গো-হত্যা করেছ; ধর্ম্মের তৈয়েরী ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ; তারজন্য মানুষের কাছে ক্ষমা চাইলে কোনো ফল হবেনা। তুমি যদি ধর্ম্মের সাধনা ক'রে, তাঁর গন্তব্য পথে দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করে, পূজার দ্বারা তাঁকে তৃপ্ত করে, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে বরপ্রাপ্ত হ'তে পার, তাহ'লে তোমার শাস্তি হ'তে নিষ্কৃতি হতে পারে; অন্যথা কোনও মানুষের সাধ্য নাই যে তোমাকে ক্ষমা করে। স্ত্রীজাতির মর্য্যাদা না বুঝে

তুমি মাতৃশক্তিকে কলুষিত কর্তে চেষ্টা করেছ। তোমার শাস্ত্র বলে "মাতৃবৎ পরদারেষু।" শাস্ত্রের অনুশাসন না মেনে যারা উচ্ছৃঙ্খল হয়, তাদের শাসন না ক'লে জাতি থাকে না, ধর্ম্ম থাকে না, সমাজ থাকে না, জগৎ পদ্ধতির শৃঙ্খলাও বুঝি উলট পালট হয়ে যায়! ঐ প্রকৃতি-মাতার দিকে চেয়ে দেখ, দেবেন্দ্রনাথ, কি সুন্দর মাতৃভাবে সমগ্র জগত পরিপূর্ণ। কি অনির্ব্বচনীয় মাতৃ-স্নেহের আকর্ষণে এই বিশাল বিশ্ব অবিরত আকৃষ্ট হয়ে "মা মা' শব্দে তাঁকে আবাহন কর্চ্ছে! চেয়ে দেখ, দেবেন্দ্রনাথ, চন্দ্রে, সূর্য্যে, গ্রহ-তারায় জলে স্থলে পর্ব্বতে অনলে, সুদূর সুনীল মেঘের কোলে, অনন্ত বালুকাময় মরুভূমির মরুত্বে, পশু পক্ষীর কলরবে, মানুষের মনুষ্যত্বের অভ্যন্তরে, অবিরত ঐ "মা মা" শব্দ মুখরিত হচ্ছে,—এই বিশাল ধরণীর প্রত্যেক বালুকা কণা মাতৃত্বে পরিপূর্ণ। এই মাতৃত্বে তুমি পদাঘাত করেছ দেবেন্দ্রনাথ। তোমাকে ক্ষমা করা আমার ন্যায় রমণীর সাধ্যাতীত।

নিস্তব্ধ নিশ্চল দেবেন্দ্রনাথ কাণ পাতিয়া গৌরীর সমস্ত কথা শ্রবণ করিতে করিতে কাণের ভিতর দিয়া উহা তাহার মর্ম্মে আঘাত করিল। তাহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল; ধীরে ধীরে অনুতপ্ত দেবেন্দ্রনাথের চিত্ত ভক্তিতে ভরিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল।

এই কি সেই গৌরী যাহাকে বিবাহ করিবার আশায় বঞ্চিত হইয়া আসিয়া দেবেন্দ্রনাথ কত প্রকার ভীষণ ষড়যন্ত্রের সাহায্যে তাহাকে করায়ত্ত করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া পড়িয়াছিল। তা যদি হয়—এই দেবীকে ধ্বংস করিবার জন্যই যদি দেবেন্দ্রনাথ অত পাপের আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার আর নিস্তার নাই,—সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আর হইতেই পারে না। দেবেন্দ্রনাথ ভয়ে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, আবার ভক্তিতে

বিগলিত হইয়া মনে করিতে লাগিল, সেই গৌরী ও এ গৌরীতে কত প্রভেদ।"

ভাব যখন আসে, ঝড়ের মতন ছুটিয়া আসে, বন্যার জলের মতন প্রবল বেগে আসিয়া অতীতের সকল সুন্দর সকল অসুন্দর, সকল ভাল সকল মন্দ, সকল আশা সকল নিরাশা-দুরাশা, কে জানে কোথায় ভাসাইয়া ডুবাইয়া লইয়া যায়। দেবেন্দ্রনাথের চিত্তে সহসা ভাব আসিল। সেইভাবের অনুপ্রেরণায় দেবেন্দ্রনাথ সমগ্র ধরণীতে গৌরীর বাক্যগুলি প্রতিধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পাইল; দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষের সম্মুখে গৌরীর পবিত্র মূর্ত্তি সর্ব্ব জগতময় হইয়া পড়িল। দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্ট দেখিতে পাইল গৌরীর সেই পবিত্র অবয়ব-মাতৃত্বে পরিপূর্ণ হইয়া সমগ্র বিশ্বকে স্নেহধারা দানে পরিতৃপ্ত করিতেছে; আর আকুল অতৃপ্ত সন্তানগণ বিশ্বের অনুপরমাণুর অভ্যন্তর হইতে "মা" "মা" ধ্বনিতে সমগ্র জগৎ মুখরিত করিয়া তাহারই একত্বের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। দেবেন্দ্রনাথ পাষাণ-গলা জলস্রোতে বক্ষ-বসন সিক্ত করিতে করিতে সহসা ছুটিয়া আসিয়া গৌরীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল "মা, আমায় ক্ষমা কর। আমি না বুঝে তোমার দিকে যে কলঙ্কিত চক্ষে দৃষ্টিপাত করেছি, যে কলঙ্কিত চিত্তে তোমার মূর্ত্তি কলঙ্কিতরূপে স্থাপন করেছি, সে চক্ষু সে চিত্ত আমার পবিত্রিত করে দেও! তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শে এই মহাপাপীকে উদ্ধার কর।"

গৌরী নয়নসলিলসিক্ত চরণ দুইখানি অতিদ্রুত সরাইয়া লইয়া, দুইহাতে দেবেন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল—"ছি। ছি! দেবেন্দ্রনাথ, আমার যে অকল্যাণ হবে!" গৌরী বাম হস্তে দেবেন্দ্রনাথকে আলিঙ্গন করিয়া

দক্ষিণ হস্তে তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল –"দেবেন্দ্রনাথ, পাগল হয়ে তুমি? যাও, গঙ্গাতীরে বেড়িয়ে এসো।" তারপর ঐ পাষাণগুলা পবি সলিল বিধৌতহৃদয়খানি লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইও।"

সম্পূর্ণ